রাজ-সংস্করণ

শান্তা

শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রাবণ— ১৩৩৫

প্রকাশক

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী বিএ,

এন., এম., রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম সাতসিকা।

প্রিণ্টার— শ্রীচুণীলাল দাস

এরিয়ান প্রেস

১২।১, বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা

উপহার
আমার
সাদরে
অর্পণ করিলাম।
ইতি

নিবেদন

আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এ পুস্তক প্রকাশ করিতে উৎসাহ না দিলে, বোধ হয় ইহা ছাপা হইত না। এক্ষণে তাঁহারই আগ্রহে ইহা পাঠক-বর্গের হস্তে অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম।

দুইটি বাল-বিধবার আলেখ্য দেখান হইয়াছে। একজন স্নেহ-মমতাময়ী, কল্যাণের মূর্তি স্বরূপা, অন্যজন পঙ্কসমাজ-শীর্ষে বিধাতার প্রচণ্ড অভিসম্পাতের মত। একজন অনাবশ্যক ব্যক্তি বোধে উপেক্ষিতা ও ঘটনাচক্রে দূরে নিক্ষিপ্তা, অপর জন সমাজের বুকের উপরে বসিয়া জলোকার মত নিঃশব্দে রক্ত শোষণ করিতেছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য। তবে, প্রকৃতি অনেক সময়ে প্রতিশোধ লইতে গিয়া স্থানভ্রষ্টকে তাহার যোগ্য আসন ফিরাইয়া দেয়, সেইটুকুই আশার বিষয়। কিন্তু, যেখানে শাস্তি দেয় না সেখানে উপায়? ক্ষীণ সমাজ কি নিয়তই এই নির্মম আঘাত নীরবে সহিয়া যাইবে, প্রতীকারের একটা উপায় করিবে না? পথ নির্দেশ করা চিন্তাশীল সমাজনেতাগণের কর্তব্য, ঔপন্যাসিকের নহে। পথচলার একটা ছোট চিত্র বা বিবরণ দেওয়া গিয়াছে মাত্র। আশা করি, পাঠক এ চিত্র বা বিবরণে অতি-রঞ্জন-দোষ দেখিতে পাইবেন না।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার। এ পুস্তক যখন ছাপাখানার গর্ভে তখন আমি অসুস্থ, সুতরাং প্রুফদেখা বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হইতে পারি নাই। ফলে, কয়েকটা বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। সেজন্য সুধীবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ইতি—

গ্রন্থকার

শান্তা

১

নিতান্ত কাম্যবস্তুও অদৃষ্টের দোষে স্পৃহণীয় হয় না, আশীর্ব্বাদ অভিশাপেরই নামান্তর হয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু যে রূপ, যাহার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মানুষ বিশ্বমাতৃকার নিকট করুণা-ভিক্ষার প্রারম্ভে বলে, "রূপং দেহি"—জয়, যশ, সংসার-সংগ্রামে সাফল্য-কামনা যে রূপ-ভিক্ষার পশ্চাতে পড়িয়া যায়, সে রূপটা সে অযাচিতভাবে ভারে ভারে পাইয়াছিল। তাহার রূপ-সৃষ্টিতে বিশ্বশিল্পী কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু তাহার ললাট-লিপি-চিত্রনে তিনি দৈন্য দেখাইয়াছেন যথেষ্ট। শান্তার বিধিলিপির এই দীনতায় কাতরা জননী বলিতেন, "অভাগীর যদি এতটা রূপ না থাকিয়া, একটু ভাগ্য থাকিত!"

ভাগ্যহীনার এই অনাবশ্যক রূপৈশ্বর্য্য পিতা শিবনাথের বুকে বেদনার মত বাজিলেও, তিনি মুখে কোন দুঃখই প্রকাশ করিতেন না। বরং পত্নীর খেদোক্তিতে বাধা দিয়া বলিতেন, "নিয়ত তার কাছে তার ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে, তুমি ওর বেদনা ও অভাববোধ সৃষ্টির সহায়তা ক'র্‌ছ মাত্র—ওতে ওর মঙ্গল নেই।"

"বোধশক্তির বয়স কি ওর হয়নি ? বয়সের সঙ্গে যে বোধটা জন্মায়, সেটা কি কাকেও শিখিয়ে দিতে হয় ?"

"না, শিখিয়ে দিতে হয় না, স্বীকার করি। দেহের এই অভাববোধটা খুব স্বাভাবিক। প্রথমটা কেউ লক্ষ্য না ক'র্‌লেও, একদিন এ ক্ষুধাটা বেশ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে। এই ধর, একটি বাড়ন্ত ছেলে তার উপযুক্ত খাদ্য পাচ্ছেনা, আর তাকে উপযুক্ত খাদ্য দেবার কোনও উপায়-সঙ্গতি তার অভিভাবকের নেই, তখন নিয়ত তার কাণের কাছে সেই দুর্ভাগ্যের নিন্দা ক'র্‌তে থাক্‌লে,—খাদ্যের অভাব জিনিষটা তার কাছে বেশী পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠে, কেননা দেহের পীড়ার চেয়ে তার মনের পীড়াটা তখন হয় বেশী। শান্তার যে ক্ষুধাটা মেটাবার শক্তি তোমার নেই, সেটার জন্য তার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে থাক্‌লে, সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাববোধটা তার কাছে কত বড় হ'য়ে উঠ্‌বে ?"

গৃহিণী অঞ্চলে আর্দ্র নয়ন-কোণ মুছিয়া কহিলেন, "কি ক'র্‌ব ? আমি যে মা—তার ব্যথায় ব্যথা না জানিয়ে থাক্‌তে পারিনা !"

"তাতেই তার ব্যথাটাকে জাগিয়ে রাখা হয়। ব্যথার বেদনাটাকে সে ভোলবার অবসর পায় না—পরের আক্ষেপ-উক্তিতে তার ব্যথার স্মৃতিটাকে সর্ব্বদা বাঁচিয়ে রাখে। ফলে, তার বিড়ম্বনা হয় বেশী।"

"কিন্তু তুমি যে উদাস ভাবটা দেখাও, তা'তে কি তার ব্যথা জাগেনা ?"

শিবনাথ চিন্তাকুল দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে বলিলেন, "আমি তার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করি, তা'তে স্নেহের অভাব তোমরা কোনদিন দেখেছ কি ?"

"না, না, সে কথা আমি বলিনি। স্নেহের একটা মূর্ত্তি শাসনের ভিতর দিয়েও ফুটে ওঠে, তোমার ব্যবহারে স্নেহের সেই শাসক মূর্ত্তিটাই আমার চোখে পড়ে।"

"আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই—তার ভাগ্যটা খুব অস্বাভাবিক নয়, তাতে দুঃখ করবার, আক্ষেপ করবার, আশ্চর্য্য হবার বা সমবেদনা দেখাবার কিছুই নেই। সমবেদনা জানিয়ে তার অভাবের অনুভূতিকে জাগিয়ে না তুলে, বরং সে বেদনাকে উপেক্ষা ক'রে আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, সে যাকে অভাব ব'লে মনে ক'র্‌তে পারে সেটা প্রকৃত অভাব নয়।"

"উপেক্ষা ক'রে বেদনার অস্তিত্বকে দূর করা যায় না।"

"মৌখিক সহানুভূতি দিয়েও বেদনার অস্তিত্ব ঘোচে না। বরং মৌখিক প্রশ্রয় দিয়ে অনেক সময় দেহের ব্যাধিটাকে মনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।"

"উপেক্ষায় অভিমান জাগ্‌তে পারে। তোমার সংযম-শিক্ষার কঠোর মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় হয়, পাছে মেয়ের মনে কোনদিন অভিমান জাগে।"

"উপেক্ষার মানে যেখানে অবহেলা, সেখানে সে আঘাত ক'রে অভিমানকে সৃষ্টি করে। আমি তাকে অবহেলা কোনদিন করিনি,—এমন কোন ভাব কোনদিনই দেখাইনি যা'তে সে মনে ক'র্‌তে পারে যে, আমি তার জন্য চিন্তা করিনা। তবে সে চিন্তাটা তার দুর্ভাগ্যের জন্য নয়,—সে চিন্তাটা তার সৌভাগ্য-সৃষ্টির জন্য। তাই আমি ওকে বৈরাগ্যের পথে নিয়ে যাচ্ছি, তাই আমি ওর হাতে শাস্ত্র তুলে দিয়েছি,

ওর মনটাকে সম্পূর্ণ দখল ক'রে রাখ্‌বার জন্য—জপ তপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠা দিয়ে ওর দিনগুলিকে ভরে রেখেছি।"

"কিন্তু,—এত কঠোরতা! আমার চোখে জল আসে!"

"তোমার ওই চোখের জলকে নিরুদ্ধ করবার জন্যই আমি এত কথা বল্‌লাম। যে পথ আমি ওকে দেখিয়ে দিয়েছি, তোমার চোখের জলে সে পথটাকে পিচ্ছিল ক'রনা। বিহ্বলতা না দেখিয়ে, তাকে আশা দাও, আশ্বাস দাও।"

২

জননী কিন্তু কোনদিনই আশ্বস্তা হইতে পারেন নাই। বারো বৎসর বয়সের কন্যার সীমন্ত হইতে তাহার সকল সুখ ও সৌভাগ্যের চিহ্ন-স্বরূপ সিন্দূর রেখাটি যেদিন অকস্মাৎ মুছিয়া গিয়াছিল, সেইদিন হইতেই মাতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। প্রাণসমা কিশোরী কন্যার বৈধব্য-বেশ কল্পনায় আনিতে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। সিঁথির সিন্দূর-চিহ্নটা না মুছিতে দিলে নয়, কাজেই সেইটুকু ত্যাগ-স্বীকার করিতে তিনি অনিচ্ছায় প্রথমেই বাধ্য হইয়াছিলেন ;—কন্যার অশন, বসন, অঙ্গরাগের কোন বিপর্য্যয় করিতে দিতে তিনি অনেকদিন কিছুতেই রাজী হন নাই। এ সম্বন্ধে শিবনাথ কিছুদিন নিরপেক্ষ ছিলেন, পরে তিনি পত্নীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, শান্তাকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ত্যাগ মন্ত্রে তাহাকে কৈশোর হইতেই দীক্ষা লইতে হইবে। প্রথমটা এ কার্য্যে পত্নীর নিকট হইতে বিলক্ষণ বাধা পাইলেও, শেষটা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জয়ী হইয়াছিল। শান্তা যেদিন সধবা নারীর উপযোগী শাড়ী ত্যাগ করিয়া বিধবার শুক্লবসন ধারণ করিয়াছিল, সেদিন যেমন অশ্রুকে তিনি রোধ করিতে পারেন নাই, আজ এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ভরা-যৌবনে যে সময়ে তাহার জীবন-তরুটি পুষ্পে, ফলে, পল্লবে মুকুলিত হইয়া উঠিবে, সে সময়ে বাধ্য হইয়া তাহাকে শুষ্ক হইতে হইতেছে দেখিয়া, মর্ম্মভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসকে তিনি সব সময়ে তেমনি আপন বক্ষ-মধ্যে রোধ করিতে পারিতেন না।

নিদাঘের তাপে যে লতাটি অকালে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে জল সেচন করিবার ঝোঁক মানুষের বেশী হয়—তখন সে আশে-পাশে যে সজীব সতেজ পুষ্পিত তরুগুলি রহিয়াছে, তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর সব সময় পায় না। শান্তার জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ ও আশা বিনষ্ট হইয়াছে, তাই জননী অবিরল স্নেহ-ধারায় তাহাকে সিক্তি করিতেন। মাতার সিঞ্চিত স্নেহের সুধাধারা আকণ্ঠ পান করিত শান্তা, কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়াটা দেখা যাইত অন্য একটি প্রাণীর শরীরে। শান্তার প্রতি স্নেহের এই অজস্র বর্ষণ, তাহার ভ্রাতৃবধূ চারুর অন্তরে যে ঈর্ষ্যার হলাহলের প্রবাহ তুলিত—তাহা শান্তা পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিত। সে প্রবাহের আঘাত শাশুড়ীকেও মধ্যে মধ্যে স্পর্শ করিত। কিন্তু তাহা মোটেই দেখিতে পাইত না একজন,—সে চারুর স্বামী অমর।

অমরের এটুকু পরিচয় দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। সে এ সংসারে আছে একান্তই ঐ চারুর স্বামীরূপে। কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সে স্ব-ইচ্ছায় যাহাকে আপন বধূরূপে বরণ করিয়া শিবনাথের গৃহে আনিয়াছিল, শিবনাথ কোনদিনই সেই বধূর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারেন নাই। শিক্ষিত পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছায় সন্তান-বৎসল পিতা কোনদিনই যেমন কোন বাধা দেন নাই, বধূর কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে তিনি তেমনি উদাসীন ছিলেন।

মাতা কিন্তু পুত্রের এই জীবন-সঙ্গিনীটিকে যথেষ্ট আদরের সহিত আপন সংসারে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স্থা বধূর গৃহ-প্রবেশের অল্পকাল পরেই দেখা গেল যে, সে সংসারের কোন কাযে

আসিবে না। সে যেন ঠিক গন্ধহীন বিলাতী মরসুমী ফুলের মত। তাহাকে দিয়া বৈঠকখানার টেবিল সাজানো চলিতে পারে, কিন্তু, ঠাকুর ঘরে দেবতার চরণে সে স্থান পাইতে পারে না। শাশুড়ীর মনটা ধীরে ধীরে বধূর প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে কিশোরী কন্যার আকস্মিক বৈধব্য ঘটিল। জননীর স্নেহের ধারাটা পরিপূর্ণভাবে ছুটিল এই কন্যাটির দিকে,—শাশুড়ী ও বধূর মধ্যে ব্যবধানটা একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দারুণ ঈর্ষ্যায় চারু এই ব্যবধান আরও স্পষ্টতর করিয়া তুলিল—স্বামীকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে সংসাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার দখলে আনিয়া। ভগ্নীর প্রতি মাতার এই স্নেহাতিশয্যে অমর সর্ব্বদাই একটু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাইত, তাহার সংযম-শিক্ষার জন্য পিতার অত্যধিক আগ্রহকে, সে একটা অনাবশ্যক খেয়াল বলিয়া উপহাস করিত। কাজেই, এ সংসারের একটি মাত্র জীবকে নিবিড়ভাবে অবলম্বন করিয়া সে ছিল,—সে তাহার স্ত্রী।

৩

বিবাহের পূর্ব্বে বালিকা-বিদ্যালয়টি চারুর মনকে এমন অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল যে, গৃহে গৃহ-ধর্ম্ম বলিয়া যে একটা শিক্ষার জিনিষ আছে তাহার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সে সময়মত খাইয়াছে, সাজ-সজ্জার পর স্কুলের গাড়ীতে চড়িয়া অন্য পাচটি মেয়ের সহিত বিদ্যালয়ে গিয়াছে,—জামা-কাপড়ের কোন একটু পারিপাট্যের ত্রুটি হইলে গৃহে ফিরিয়া মাতার প্রতি অভিমান করিয়াছে। কেশ ও বেশ-বিন্যাস ঠিক কেমনভাবে করিলে ক্লাসের সকলের চেয়ে সুবেশা ছাত্রীকে সে পারিপাট্যে লজ্জা দিতে পারিবে, তাহার সেই প্রচেষ্টায় তাহার মাতাও সময়ে সময়ে সাহায্য করিতেন। একটু ত্যাগ-স্বীকার করিতে চারু কোন দিনই শিক্ষা পায় নাই। শৈশব হইতে যে আত্মমুখী শিক্ষা সে পাইয়াছে, তাহাতে সে বুঝিয়াছে যে আত্মত্যাগের অন্য নাম আত্ম-প্রতারণা।

বিদ্যালয়ের এই ছাত্রীটির মনোভাবের আজও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই! সে যেন আজও সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীটি,—সংসারের কাছে তাহার পাওয়ার দাবী আছে, কিন্তু, দেওয়ার কোন বালাই নাই। সে সাজগোজ করিবে, বই লইয়া পড়িয়া থাকিবে, অথবা আলস্যে দিন কাটাইয়া দিবে, কিন্তু সংসারের গাড়ীখানা তাহাকে ঠিক নিয়মিত ভাবে জীবন-যাত্রার পথে বহন করিয়া লইয়া যাইবে—এরূপ একটা সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

চারি বৎসরের শিশু পুত্র কানুর প্রতি তাহার যে স্নেহ-মমতা বা

বাৎসল্যের ভাব ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু ঐ শিশুর সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ভার পড়িয়াছিল—শাশুড়ী ও বিধবা ননদিনীর উপরে। ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া শাশুড়ীকে কিন্তু সংসারের ভার বেশীদিন বহন করিতে হয় নাই; অল্পদিনেই ব্যথাহারী তাঁহার সকল ব্যথার অবসান করিয়া দিয়া, সংসার হইতে তাঁহাকে ছুটি দিলেন। কাজেই, সংসারের সমস্ত ভারটার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র ভারটুকুও শেষে পড়িয়াছিল—শান্তার হাতে।

শিবনাথ শান্তাকে যে কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছিলেন, তাহা হইতে সে বেশী অবসর পাইত না। প্রভাতে স্নান সারিয়া, সে ঠাকুরঘরের কাজে আত্মনিয়োগ করিত। ঠাকুরঘর পরিষ্কার করিয়া, ফুলদূর্ব্বা বাছিয়া, চন্দন ঘসিয়া রাখিয়া সে পিতার দেবপূজার আয়োজন করিয়া রাখিত। পরে নীচে নামিয়া আসিয়া, সংসারের ছোটবড় যে সমস্ত কার্য্য তাহার তত্ত্বাবধানের অপেক্ষায় থাকিত, তৎপ্রতি মনোযোগ দিত। অমর আহারান্তে আফিসে চলিয়া গেলে, কানুকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, সে পূজায় বসিত।

কানুর পরিচর্য্যা করিতে করিতে শান্তা নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাহাকে তাহার অন্তরের স্নেহধারা নিঃশেষে দিয়া ফেলিয়াছিল। কানু এখন তাহার হৃদয়ের এমন একটা স্থান দখল করিয়া ফেলিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শান্তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই পূজার ঘরে যখন স্তিমিতনেত্রে সে ইষ্টের ধ্যান করিত, আর পশ্চাৎদিক হইতে কানু আসিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে ডাকিত—"পিসিমা"—তখন সে মনে করিত, সে তাহার কাম্য-

বস্তুর কোমল স্পর্শটুকু লাভ করিয়াছে। ধ্যানভঙ্গে সে শিশুকে তিরস্কার করিতে পারিত না, বরং অজস্র চুম্বনে তাহার কুসুম-পেলব গণ্ডদেশে রক্তিমাভা ফুটাইয়া দিত। আদর-ভিখারী শিশু সস্নেহ চুম্বনটুকু পাইয়া, আবার খেলা করিতে চলিয়া যাইত।

পূজা-অন্তে গৃহ-দেবতার ভোগ-রন্ধন আজকাল তাহাকেই করিতে হইত। অসুস্থা জননীর হস্ত হইতে সে এ অধিকার অনেকদিন পূর্ব্বেই কাড়িয়া লইয়াছিল। অন্য সমস্ত উপাদেয় ভোজ্য ত্যাগ করিয়া, পিতা কন্যার রচিত নারায়ণের এই নিরামিষ প্রসাদ খুব আগ্রহ ও আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। পিতার আগ্রহে ও আনন্দে কন্যার পরিশ্রম সফল হইয়া উঠিত, সে একটা গর্ব্ব অনুভব করিত।

রান্নাঘরে কানুর স্নেহের উপদ্রবটা এক এক দিন এমন উগ্র হইয়া উঠিত যে, শান্তা একটু কঠোর ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করিত; কিন্তু তিরস্কৃত শিশু সজলচোখে যখন অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া তাহার নিকট হইতে কিছু দূরে সরিয়া যাইত, তখন আর সে কোনমতে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিত না। অভিমানী শিশুকে কাছে টানিয়া লইয়া বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিত,—তাহাতেও যেদিন তার অভিমান না ভাঙ্গিত,—সেদিন নারায়ণের জন্য প্রস্তুত ভোগের সামগ্রী হইতে দু' একটা জিনিষ তুলিয়া শিশুর হাতে দিয়া, সে তাহাকে ভুলাইত। শান্তার জননী যখন জীবিত ছিলেন, তখন এক একদিন হয়ত আপত্তি করিতেন,—"নিবেদন হবার আগে, ভোগের জিনিষ থেকে তুই ওকে কিছু দিস্‌নি,—ওতে অকল্যাণ হয়।"

"হয়, আমার হবে, মা। কিন্তু শিশুর চোখের জল আমি দেখ্‌তে

পারব না।” মনে মনে বলিত, “ঠাকুর, কোন অপরাধ নিয়োনা। কত আর্ত্তের অশ্রুমোচন করবার জন্যে, তুমি কাঙ্গাল-বেশে পৃথিবীতে বিচরণ করেছ, আর আজ একটি শিশুর চোখের জল মুছাতে তোমার ভোগের অগ্রভাগ দিলে, তুমি কি রুষ্ট হবে ?”

শান্তা এমনভাবে চলিত যে, বাহিরের একজন লোক সহসা এই গৃহে প্রবেশ করিলে, বুঝিবে সে যেন এ সংসারের দাসী,—প্রাণপণ যত্নে সে এ সংসারের সেবা করিতেছে, পরিচর্য্যা করিতেছে। কিন্তু ভিতরের লোক অবশ্যই বুঝিতে পারিত যে, সে দাসী নহে বরং কর্ত্রীর গৌরবময় আসন দখল করিয়াছে। সেবা ও পরিচর্য্যার মধ্য দিয়াও কর্তৃত্বের আসনটুকু যে সম্পূর্ণভাবে দখল করিতে পারা যায়, তাহা চারু কোনদিন বিশ্বাস করিত না।

৪

"কি সুন্দর আজকের সন্ধ্যাটি, চারু !"

উদীয়মান পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চারু কহিল, "হ্যাঁ,—বেশ সুন্দর !"

তাহার দৃষ্টির সহিত চাঁদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অমর জিজ্ঞাসা করিল, "এর কোনটা সুন্দর ?"

"তার মানে ?"

"ঐ আকাশের চাঁদটি সুন্দর, না চাঁদের কিরণে ঝল্‌মল্‌-করা আকাশটি সুন্দর ? ঐ টবের গাছের সদ্যফোটা বেলফুলের গন্ধটুকু সুন্দর, না এই ঝির্‌ঝিরে দখিণে বাতাসটুকু সুন্দর ?"

"এদের সবগুলিই সুন্দর। আজ সমস্ত সুন্দর মিলে সন্ধ্যার এই সুন্দর রূপটিকে গড়ে তুলেছে, এদের একটির অভাব হ'লে সৌন্দর্য্যের একটা মস্ত অঙ্গহানি হ'ত।"

"তা' বটে চারু। এদের কোনটির অভাব হ'লে, সন্ধ্যার রূপটি ফুটে উঠ্‌ত না; কিন্তু এদের প্রত্যেকটিই সুন্দর নয়। সুন্দর জিনিষটাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাগ ক'রে বিশ্লেষণ ক'র্‌লে যা থাকে, তা মোটের উপর সুন্দর নয়।"

"কেন, সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যকে বিশেষ ক'রে ফুটিয়েছে ঐ যে চাঁদটি, ওটি কি সুন্দর নয় ?"

"না।"

"ঐ জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটা ?"

"না।"

"এই ঝির্‌ঝিরে দখিণে বাতাসটুকু ?"

"না। সমগ্রভাবে উপভোগ না ক'র্‌লে—"

চারু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। "তুমি যে এক মুহূর্ত্তে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটাকে ডিগ্রেড্ ক'রে একেবারে কুৎসিত ক'রে দিলে!"

"ডিগ্রেড্ ক'রে সুন্দরকে কুৎসিত করা যায় না, কিন্তু ডিসেক্ট্ ক'র্‌লে সেটা কুৎসিত হ'য়ে দাঁড়ায়। ঐ যে চাঁদটি—যাকে তুমি সুন্দর ব'লছ, বৈজ্ঞানিক ব'লেছে, ওটা একটা উত্তপ্ত পিণ্ড। এই যে জ্যোৎস্নার রূপটিতে তুমি মোহিত হয়ে যাচ্ছ, এটা একটা ধারকরা আলোর প্রতিবিম্ব।

"ধারকরা হোক্, তবু সন্ধ্যা-রাণীর রূপ-সৃষ্টিতে এরা যে সফলতা লাভ করেছে, তা'তে সন্দেহ নেই।"

তরুণীর জ্যোৎস্না-স্নাত কুন্দের মত শুভ্র মুখখানির দিকে চাহিয়া অমর ধীরে ধীরে কহিল, "আরও, সমস্ত বিফল হয়ে যেত, যদি তিনটি জিনিষের সহায়তা না থাকৃত,—তার একটির নাম—কাল, অপর দুটির নাম স্থান ও পাত্র।"

চারু কৌতূহলের সহিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। অদূরে একটি গৃহ হইতে সুললিত নারী-কণ্ঠে সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,—
সখি জাগো! সখি জাগো!—"

সঙ্গীতের সুরে সান্ধ্য আকাশ ভরিয়া গেল, মূর্চ্ছনার আবেশে চারু উন্মনা হইল। সুষুপ্তির দ্বারে জাগ্রত-রাজ্যের এই মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে

নিখিল বিশ্ব যেন উৎকর্ণ হইয়া সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে! কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে সে জাগিবে? চারু সহসা স্বামীর মুখের দিকে চোখ ফিরাইল, মুগ্ধ অমর তৃষিত-দৃষ্টিতে এতক্ষণ তাহারই মুখপানে চাহিতেছিল। উভয়ের দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই, চারু মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি ঘুমিয়ে পড়নি ত?"

"না—আমি জেগে ঘুমুতে পারিনা। তুমি পার নাকি?"

"আমি পারি।"

অমর স-কৌতুকে বলিল, "সে কি রকম? নিশির ডাকে পথচলার মত নাকি?"

"না, তা নয়। চলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই,—শুধু স্বপ্নের দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়াখানা দেখা—কত সুন্দর দেখায়! ধর, আজকের এই সাঁঝটি—স্বপ্নে দেখা ছবির মত নির্ব্বিচারে উপভোগ না ক'র্‌লে, এর অনেকটা রস নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ঘুমন্তের চোখ নিয়ে জেগে থাকা চাই। দেশের একজন বড় কবি ত এমন চাঁদের আলোয় মরে যেতেই চেয়েছিলেন।"

"তুমিও যে একটা মস্ত কবি হ'য়ে উঠ্‌লে, চারু!" চারুর গণ্ডে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল। গায়িকা তখন গানটি একবার শেষ করিয়া পুনরাবৃত্তি করিতেছেন—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো! সখি জাগো!"—

অমর কহিল, "যৌবনকে জাগিয়ে তোলে এই কাল। কালই আমাদিগকে বুঝিয়ে দেয়, এখন চোখ মেলে চাইবার সময় এসেছে।"

ধীরে ধীরে সঙ্গীতের সুর শূন্যপথে বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

"মেলি রাগ-অলস আঁখি
সখি জাগো ! সখি জাগো !"

"যৌবনের অনুরাগ-অলস আঁখি দিয়ে না চাইলে, জগতের অনেক সৌন্দর্য্য কদর্য্য হয়। সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে কালের এই মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

চন্দ্রালোকে উন্মুক্ত ছাদে বসিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বহুক্ষণ নীরবে ঐ সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিল। সঙ্গীতের বিরতিতে অমর কহিল, "ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে ভিতরে বসে থাকলে,—এমন চাঁদিনী রাত্রির কোন সৌন্দর্য্যই চোখে প'ড়ত না। কাজেই, সৌন্দয্য-বোধ একটা উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষা রাখে। আর অপেক্ষা রাখে—উপযুক্ত পাত্রের,"—চারু স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

অমর কহিল, "জোবেদীর প্রতি হুমায়ুনের সেই উক্তিটা তোমার মনে আছে ?—

"গোলাপে ফুটাও তুমি সৌন্দর্য্য তোমার,
জ্যোতি তব ঊষার কিরণে ;
পাপিয়ার কলস্বনে তোমারি মাধুরী,
মরালের শুভ্রতা বরণে' !"

চারু চক্ষু নত করিল।

অমর তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমার এ সৌন্দর্য্য বোধকে সফলতা দিয়েছো—তুমি ! সন্ধ্যার এ রূপটিকে আমার

চোখে সফল ক'রেছো—তুমি!" অমর আবেগে পত্নীর গণ্ডে একটি চুম্বন দান করিল। চারু স্বামীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল. অনেকক্ষণ তাহার মুখে কোন বাক্য সরিল না। তাহার শিথিল কবরীটিকে লইয়া খেলা করিতে করিতে, কিছুক্ষণ পরে অমর বলিল, "তুমি যে একেবারে চুপ হ'য়ে গেলে?—এটা যদি পল্লীগ্রাম হ'ত, তা'হলে এমন চাঁদিনী রাত্রিতে তোমার এই নীরবতায় ব্যথিত হ'য়ে,—" চারু কৌতূহলের সহিত মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল—"কুঞ্জের অন্তরাল হ'তে একটা পাখী কাতর আবেদন জানাতো—'বউ কথা কও'।"

"যাও.—তুমি ভারী দুষ্ট!" কপট কোপে মৃদু হাস্যের সহিত চারু একটু সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল।

"যাক্, আমি বোবার কথা ফোটাতে পারি।" অমর পুনরায় চারুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাহার গণ্ডে একটা উচ্চশব্দময় প্রগাঢ় চুম্বন দিয়া তাহাকে আকুল করিয়া দিল।

নিমেষের মধ্যে কি একটা শব্দে চকিত হইয়া, চারু নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া সরিয়া বসিল। অমর পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল, ছাদের একপাশে রক্ষিত তুলসী গাছটির তলায় একটি প্রদীপ দিয়া শান্তা জানু পাতিয়া মুদিত চক্ষে করজোড়ে বসিয়া আছে; কানু তাহার একটি কাঁধে হাত দিয়া বারবার প্রশ্ন করিতেছে, "আমি—নোমো ক'র্ব পিসিমা?"

ক্ষুদ্র দীপের আলোটা প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে। চঞ্চল শিশু যেমন মুদিতনয়না জননীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাহার দেহের উপর লুটাইয়া পড়ে, দুই একটা আব্দার জানায়, পরে শ্রান্ত হইয়া

জননীর পাশে ঘুমাইয়া পড়ে,—দীপের ক্ষীণ আলোক-রশ্মিটি তেমনি স্তিমিতনয়না শান্তার বুকে আকুলভাবে লুটাইয়া পড়িল, দুই একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আপনার কাতর আবেদন জানাইল, শেষে অভিমানে আপনি চক্ষু মুদিল—নিভিয়া গেল। শান্তা গলায় অঞ্চল দিয়া নত হইয়া একটি প্রণাম করিল। সুন্দরীর শ্রদ্ধানত পবিত্র রূপ চন্দ্র-কিরণে যেন কুমুদ-কহ্লারের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

শান্তা প্রণামান্তে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভক্তির দিব্য জ্যোতিঃ জ্যোৎস্নাধারায় স্নাত হইয়া, তাহার সুন্দর মুখখানিকে একটি স্বর্গীয় শ্রী দান করিল। চারু রাশি রাশি বোকে ক্রীম ব্যবহার করিয়াও আপনার মুখে এ শ্রী কোনদিন ফুটাইতে পারে নাই।

কানু পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি নোমো কর্ব্ব পিসিমা ?"

চারু ডাকিল, "কানু, এদিকে আয়।"

শিশু আবার বলিল, "আমি নোমো কর্ব্ব পিসিমা ?"

শান্তা শিশুর মাথায় সস্নেহে একখানি হাত দিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "হাঁ, করো।"

শিশু উৎসাহের সহিত ভূমিতে বার বার মাথা ঠুকিল।

চারু এবার একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "কানু, আয় আমার কাছে।"

শান্তা নীচে যাইবার জন্য সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে বৌদিদির কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা রূঢ়ভাব দেখিল যে, পশ্চাতে একবার না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। কানু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

আসিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। শান্তা নিম্নস্বরে কহিল, "কানু, যাও বাবা, তোমার মায়ের কাছে যাও।"

"আমি তোমার সঙ্গে নীচে যাবো পিসিমা।" কানু তাহার পিসিমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"কেন, আমার কাছে কি আস্‌তে নেই?" মায়ের এ প্রশ্নে শিশু কোন উত্তর করিল না। চারু বক্রকটাক্ষে শান্তাকে বিদ্ধ করিয়া শিশুকে কহিল, "তোমায় আস্‌তে না দিলে আর আস্‌বে কি ক'রে?"

কথাটার তিক্ততায় বিরক্ত হইয়া শান্তা কহিল, "কেন বৌদি, কে ওকে তোমার কাছে যেতে দেয় না?—তোমার ছেলে, তোমার কাছে যাবে, এতে আর কার আপত্তি থাক্‌তে পারে?"

"অমন ক'রে গ্রাস ক'রে রেখে দিলে, ছেলে আস্‌বে কোথা থেকে?"

বিরক্তি ও বিস্ময়ের সহিত শান্তা উত্তর করিল, "গ্রাস! গ্রাস কি বৌদি?"

পত্নী ও ভগ্নীর মধ্যে কথান্তর ক্রমশঃ কলহের আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া অমর কহিল, "ও নিয়ে ঝগড়ার কি আছে?"—

বাধা দিয়া চারু বলিল, "নেই—বা কি? তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি এর কি বুঝ্‌বে?"

অমর সহাস্যে কহিল, "তোমার অমন জলজ্যান্ত ছেলেটা চোখের সাম্‌নে যখন জল্‌ জল্‌ ক'র্‌ছে, তখন আর শান্ত তাকে গ্রাস ক'র্‌লে কখন?"

স্বামীর বিদ্রূপটা চারুর রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত হইল। সে

উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু তা ব'লে আমার মাতৃত্ব কাকেও ছেড়ে দিতে পার্‌ব না।"

একটা ব্যথার বেদনা শান্তার মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথাই বলিতে পারিল না। অবশেষে সে কহিল,—"তোমার মাতৃত্ব কি আমি কেড়ে নিয়েছি, না চুরি করেছি? ওর মাতৃত্ব লাভের স্পর্দ্ধা আমি কোনদিন রাখিনি, তুমি দাসীত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছু আমাকে দেবে না, তা আমি জানি।"

"তবে সেইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল।"

অমর চারুকে বাধা দিয়া বলিল, "ছিঃ, ওসব কথা কেন?"

শিশু এই বাগ্‌বিতণ্ডা ও উত্তেজনায় এতক্ষণ বিহ্বলভাবে সকলেরই মুখের দিকে তাকাইতেছিল। তাহার আলিঙ্গন হইতে নিজেকে নির্দ্দয়ভাবে মুক্ত করিয়া শান্তা কর্কশ ভাবে কহিল,—"যাও, আর এসোনা আমার কাছে।"

শিশু অভিমানে কাঁদিবার উপক্রম করিতেই, অমর তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইল। শান্তা নীচে নামিয়া গেল। নামিয়া যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল, চারু বলিতেছে, "অত গাছপালার ওপর আমার ভক্তি নেই।" শান্তার শেষ কথা ও গমন-ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা ব্যথা ও বেদনার ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অমর তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া কেমন অন্যমনস্কভাবে ও বিহ্বলদৃষ্টিতে সে ভগ্নীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমরের এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন চারু লক্ষ্য করিল। শান্তা

ব্যথার অপমান লইয়া নীচে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ভগ্নীর কার্য্য-কলাপ ভ্রাতাকে বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া তাহার মুখে-চোখে একটা সহানুভূতির ভাব জাগাইয়াছে দেখিয়া, অভিমানিনী চারু বুঝিল যে, শান্তা আজ পরাজয়ে জয়লাভই করিয়াছে। অপমানই কিনা অবশেষে অযাচিতভাবে তাহার জন্য মানের গরিমা বহন করিয়া আনিয়াছে! তাহার সেই জয়ের গর্ব্বটাকে যেমন করিয়াই হউক স্বামীর নিকট খর্ব্ব না করিলে, তাহার অভিমানী হৃদয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেছিল না। তাই স্বামীর অন্যমনস্ক মনটা সে এবার দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিতে চাহিল, "দেখ, তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হ'লে, এই সব বেলফুলের গাছের প্রত্যেক টবে একটি ক'রে দীপ দিতে হয়, তুমি কি বল?"

পত্নীর মুখের দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই অমর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তুলসীর চেয়ে বেলফুলের সার্থকতা কি কিছু কম?"

"তা বটে।" পত্নীর কথায় সংক্ষেপে উত্তর দিয়া, অপ্রিয় সমালোচনার আশু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অমর কানুর সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল! পিতা ও শিশু পুত্রের মধ্যে আলাপটা বেশ জমিয়া উঠিল। কৌতূহলী শিশুর কৌতূহল মিটাইতে অমরকে মধ্যে মধ্যে বেশ বেগ পাইতে হইতেছিল।—"তারাগুলো রাত্তিরে বুঝি আকাশে খেলা ক'রতে আসে?"—"ওদের বাড়ী বুঝি চাঁদামামার দেশে?"—"আচ্ছা ওদের চোখে ঘুম নেই কেন?"—একসঙ্গে কতক গুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই শিশু হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "হাঁ বাবা, মা বুঝি তোমার চেয়ে বড়?"

অমব সহাস্যে কৌতুকের দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ"।

সে চাহনিতে ও কথায় লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া চারু ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে পুত্রকে কহিল, "দূর্ দুষ্টু ছেলে! ও কথা ব'লতে নেই।"

"কেন ব'লতে নেই? ইচ্ছে যে ব'লেছে।"

অমর সকৌতুকে পুনরায় পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু এবার চারুর মুখখানা যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণায় মসীময় হইয়া উঠিয়াছে। অমর অপ্রতিভ হইয়া গেল।

চারু একটু দৃঢ়কণ্ঠে শিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছে ইচ্ছে?"

মাতার আকস্মিক দৃঢ়তা দেখিয়া শিশুর চোখ ছল্ ছল্ করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার উৎসাহের উৎস যেন অকস্মাৎ শুষ্ক হইয়া গেল। সে কোন উত্তর না করিয়া অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া পিতার কোলে মুখ লুকাইল।

"তাতে আর হয়েছে কি? তুমি ঐ সামান্য রহস্যের কথাটাকে হঠাৎ এমন ভীষণ ভাবে নিচ্ছ কেন?"

"রহস্যের কথা বটে, তবে সামান্য নয়। ঝিয়ের মুখে এ রহস্য কেন? তুমি এর কি বুঝ্বে?"

"যাক্, যেতে দাও। যাই একটু বিপিনদা'র বাড়ী বেড়িয়ে আসি।" অমর উঠিয়া পড়িল। কানুও মাতার দিকে অপাঙ্গে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া গেল। চারু কাষ্ঠের পুত্তলিকার মত ছাদের উপরেই বসিয়া রহিল। শিরঃপীড়ার আতিশয্য হেতু সে প্রায়ই সমস্ত সন্ধ্যাটা ছাদেই কখনও একাকিনী, কখনও স্বামীর সহিত কাটাইয়া দিত।

৫

ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া শান্তা পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সাংসারিক কার্য্য এক প্রকার শেষ হইয়া গেলে, সন্ধ্যা-পূজাদি অন্তে দিনের শেষে এই সময়টিতে এই নিভৃত কক্ষে পিতা-পুত্রীতে পাঁচটা সদালাপ ও আলোচনা হইত। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা অবধি শিবনাথ শাস্ত্রাদির চর্চ্চা লইয়াই সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দিতেন। শান্তার পদশব্দে অধ্যয়নশীল শিবনাথ গ্রন্থ হইতে মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত দেরী হ'ল যে, শান্ত ?"

শান্তা যেন কথাটা শুনিতে পাইল না, সে ধীরে ধীরে জানালার ধারে গিয়া পর্দ্দাখানা একটু সরাইয়া দিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইল। ক্ষণপূর্ব্বে আকস্মিক ভাবে সে যে আঘাতটা পাইয়াছে, সে আঘাতের বেদনা এখনও তাহার বুকে বিষম বাজিতেছে। পাছে সে বেদনার ছায়া পিতার সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, সেই জন্য উন্মুক্ত জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে মনোভাব কতকটা দমন করিবার প্রয়াস পাইল।

একদৃষ্টিতে তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া পশ্চাৎ হইতে শিবনাথ ডাকিলেন, "শান্ত !"

"বাবা !" শান্তা ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার নিকট বসিল। নিম্নাভিমুখ চশমাটিকে নাকের উপর যথাস্থানে ঠিকভাবে বসাইতে বসাইতে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীরটা কি আজ ভাল নেই ?"

"হাঁ বাবা, শরীর ভাল আছে।"

"একটু শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ দেখছি। সংসারের কাজগুলো কি তোমার কাছে বেশী কঠিন ব'লে বোধ হচ্ছে?"

"না, মোটেই নয়। দিন দিন কাজ বরং কমে যাবারই উপক্রম হচ্ছে।" ক্লান্তিজড়িত কণ্ঠে শান্তা উত্তর করিল।

কৌতূহলের সহিত শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

শান্তা নীরব।

"ভালই। বেশী জড়িয়ে পড়বার দরকার নেই।" বৃদ্ধ পুনরায় পুস্তকে দৃষ্টি ও মনঃসংযোগ করিতে করিতে বলিলেন, 'অবসর সময়টা পুরাণাদি পড়ে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো।"

শান্তা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। নিঃশ্বাস শব্দটা বৃদ্ধের কাণে পহুঁছিল। শিবনাথ চিন্তাকুল চকিত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। পিতার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া শান্তা চক্ষু নত করিল। শিবনাথের দৃষ্টিতে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "কিসের অবসাদ?—শরীরের নয়,—তবে কি মনের?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমার মনটা যে আজ খারাপ দেখছি, মা?"

"না বাবা, একটুও খারাপ নয়। আপনি যেন কি, আমার জন্যে অকারণে চঞ্চল হ'য়ে পড়েন।" অন্তরের বিষণ্ণতাকে চাপা দিবার জন্য শান্তা ক্ষীণ হাস্যের সহিত কথা কয়টি বলিয়া স্নেহপ্রবণ পিতার বিরুদ্ধে এই স্নেহের অভিযোগ করিল। কিন্তু চেষ্টা-প্রসূত ম্লানহাস্যের মলিনতা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধের সম্মুখে তাহার অন্তরের বিষাদকে যে আরও ব্যক্ত করিয়া দিল, তাহা বুঝিতে শান্তার বিলম্ব হইল না।

বৃদ্ধের চক্ষের পলক ভিজিয়া উঠিল, জড়িতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আর দিন দিন বুড়ো হয়ে পড়ছি, তাই দিন দিন একটুতেই চঞ্চল হ'য়ে পড়ি, একটুতেই হয়ত অনেকটা ভুল হয়।" কথা কয়টি বলিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। পিতার গম্ভীর উদাস মুখখানির দিকে চাহিয়া কন্যার হৃদয় মমতায় ভরিয়া গেল।

শাস্ত্রনিষ্ঠ শিবনাথ নিজের অন্তরের তেজস্বিতা বিন্দুমাত্র না হারাইলেও, শান্তা স্পষ্ট দেখিতেছে জননীর মৃত্যুর পর হইতে দিনের পর দিন তাহার পিতা যেন নিতান্ত অসহায় শিশুর মত হইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বয়স যেন হঠাৎ অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। একদিকে মাতৃশোকের ক্ষত, অন্যদিকে ভ্রাতৃজায়ার অনাদর ও অপমান তাহার হৃদয়কে দিন দিন অবসন্ন করিয়া দিতেছিল বটে, কিন্তু পিতার কোনরূপ অসহায়ত্ব বা দৌর্ব্বল্য যদি কোনও দিন তাহার চক্ষে একটুখানিও ধরা দিত, তাহা হইলে সেইটাই তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইত সকলের অপেক্ষা অধিক। দুর্ব্বল ও অসহায়কে অকপটে আশ্রয় দিয়া যাহারা স্নেহ, সেবা, যত্ন ও শ্রদ্ধা দিয়া বলসঞ্চার করে, বিশ্ব-বিধানের বৈচিত্র্যে তাহাদেরই অন্য অভিধান অবলা। সেই অবলাদের অন্য নাম কোথাও জননী, কোথাও জায়া, কোথাও ভগিনী, কোথাও দুহিতা।

শিবনাথের শেষ কথাটায় একটু উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তা কহিল, "বাবা, দিন কতক পশ্চিমে বেড়াতে গেলে হ'ত না? আপনার শরীরটা—"

"কিছু না, বেশ ভালই আছে। তবে মধ্যে মধ্যে ভাবি শুধু তোমার জন্যে। তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকৃত, তাহ'লে আমি হয়ত এতটা ভাবতুম না।"

পত্নীর স্মৃতিতে বৃদ্ধের কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল। মায়ের কথায় শান্তার চোখের পলক কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিষাদই আজ আত্মগোপন করিতে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে তাহার মঙ্গল-চিন্তার জন্য আকুল করিয়াছে, এবং শিবনাথের হৃদয়ে আজ সেই চিন্তাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলা করিতেছে দেখিয়া,—শান্তা প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন কল্পে বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে। আপনি যে ক্রেপ টুকু আনিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে নারায়ণের সমস্ত বিছানা তৈরী হয়নি, কম প'ড়েছে।"

"বেশ, বেশ, সে জন্যে চিন্তা কি? আর একটু আনিয়ে দিলেই হবে। কাপড়টা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

"খুব।"

আত্মতৃপ্তির প্রসন্ন হাস্য বৃদ্ধের অধরপ্রান্তে ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গেল। তিনি কন্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার বৃদ্ধ বাবা এখনও দৃষ্টিহীন হয়নি,—কি বল, শান্ত? এখনও ভাল মন্দ যাচাই করতে পারি।" সরল হাস্যে বৃদ্ধ কক্ষ পূর্ণ করিয়া দিলেন।

"দাদু--দাদু—আমার কেমন জামা হয়েছে, দেখ।"

একটি সুন্দর লাল জামা হাতে করিয়া চপল শিশু কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে পিতামহের গলা জড়াইয়া ধরিল।

"বাঃ! বাঃ! বেশ জামা হয়েছে, ভাই!"

পিতামহ জামাটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া আবার বলিলেন, "সুন্দর হয়েছে!" প্রশংসায় উল্লসিত হইয়া কানু দ্বিগুণ উৎসাহে কহিল, "কে তৈরী ক'রে দিয়েছে জানো, দাদু?"

"না। কে দিয়েছে ভাই?"

পিতামহের অজ্ঞতায় বিস্মিত শিশু দ্বিগুণ উৎসাহে বলিল,—"এঃ! তা বুঝি জাননা?—পিসিমা।" দাদুর অমার্জ্জনীয় অজ্ঞতাকে উপহাস করিবার জন্য শিশু উচ্চহাস্যের সহিত করতালি দিয়া উঠিল। এবং পিসিমার নৈপুণ্যের প্রশংসায় যেন একটা গর্ব্ব বোধ করিল। নির্ব্বোধ শিশু দেখিল না, তাহার এই অযাচিত বিজ্ঞাপনে সঙ্কুচিত হইয়া, তাহার পিসিমা লজ্জিত দৃষ্টিতে মুখ নত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

"খাসা হয়েছে। যাও, জামাটা নষ্ট ক'রো না, তুলে রেখে খেলা করগে।" খেলার অনুমতি পাইয়া, কানু আর অপেক্ষা করিল না। জামাটা পিসিমার কোলে ফেলিয়া দিয়া, সে দাদুর চশমার খালি বাক্সটা লইয়া সেইখানেই খেলা সুরু করিয়া দিল। শিবনাথ একবার মাত্র সহাস্য দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া আপন মনে পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করিয়া শান্তা যেন একটু জড়সড় হইয়া গেল। জামাটা তাহার কোলেই পড়িয়া রহিল, দারুণ লজ্জায় সেটাকে তুলিয়া রাখিবার সাহস তাহার হইল না। অনেকক্ষণ পরে কক্ষের মৌনতা ভঙ্গ করিয়া শান্তা ধীরে ধীরে ডাকিল—"বাবা!"

গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই শিবনাথ উত্তর করিলেন, "কি মা?"

"এটা কি মস্ত একটা অপরাধ?" চাবির গোছাটি ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে নতমুখে শান্তা স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া শিবনাথ অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনটা?"

শান্তা দেখিল অধ্যয়ন-নিরত পিতা ক্রেপের জামার কথাটা এব মধ্যেই একদম বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। বিহ্বলভাবে সে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ তাহার বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওঃ! বুঝেছি। হ্যাঁ,—একটু সঙ্কল্পচ্যুতি দোষ ঘটেছে। নারায়ণের জন্য যে জিনিষ তৈরী কর্‌বার সঙ্কল্প নিয়ে কার্য্য আরম্ভ ক'রেছিলে, সে সঙ্কল্প পূর্ণভাবে সিদ্ধ হবার আগে, তা থেকে কোন রকমে বিচ্যুত হওয়া উচিত হয়নি। ব্রতভঙ্গ দোষ ঘটেছে।"

বৃদ্ধ আবাব গ্রন্থে মনঃসংযোগ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে শান্তা আবার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল, "সঙ্কল্পচ্যুতি দোষ হ'তে পারে, কিন্তু একটা মহাপাপ নয়।"

আপন পাঠ্য গ্রন্থখানা সশব্দে বন্ধ করিয়া শিবনাথ প্রশ্ন করিলেন, "কেন নয়? নিজের বা পরের অনিষ্ট যাতে হয় তাই পাপ।"

"এখানে অনিষ্ট কার হ'ল, বাবা?"

"তোমার নিজের।—নারায়ণের অবশ্য ইষ্টানিষ্ট নেই।—ওই শিশুরও কোন অনিষ্ট হয়নি, বরং ইষ্টলাভ হ'য়েছে। কিন্তু দুর্ব্বলতা এসেছিল তোমার মনে, সব রকম দুর্ব্বলতাই অল্প-বিস্তর অনিষ্ট-কারক, তাই তোমার অনিষ্ট হ'য়েছে, পাপ হ'য়েছে। সৎ-সঙ্কল্পভঙ্গে যে পাপ হয়, সেই ওই দুর্ব্বলতার পাপ, মনের ওপর সে পাপ ওই দুর্ব্বলতার ছাপ রেখে দেয়।"

শান্তা করুণার্দ্র-চোখে একবার কানুর দিকে চাহিয়া চকিতে চোখ ফিরাইয়া লইল।

শিবনাথ কহিলেন, "কাল কতদূর পর্য্যন্ত পড়া হ'য়েছিল, শান্ত ? হঁ্যা, সেই শ্লোকটা থেকে আবার পড়—অর্জ্জুনের সেই উক্তিটা—"

পিতার পুস্তকরাশির উপরে রক্ষিত গীতাখানি পাড়িয়া লইয়া, শান্তা ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ, প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥"

শ্লোকটি পড়িয়া অভ্যাসমত শান্তা গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি পড়িল, "মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, মনের উদ্দাম উন্মত্ত গতিকে রোধ করা সুদুষ্কর ; মন বায়ুর মত, বায়ুকে অঞ্জলিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে, অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায়, মনকে সংযত করিয়া একাগ্র করিতে চেষ্টা করিলে সে বহুমুখী চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া যাইতে চায়।"

"মনঃসংযম কতদূর কঠিন বোঝ। অর্জ্জুনের মত ব্রতধারী সংযমী বীরও মনকে আয়ত্ত ক'র্‌তে যথেষ্ট বেগ পেয়েছিলেন। আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সে কাজ কত শক্ত! কিন্তু শক্ত ব'লে হাল ছেড়ে দিলে চ'ল্‌বে কি? মনের সংযম ও নিবৃত্তি ছাড়া জগতে যে শান্তি নেই। কাজেই—"

"পিসিমা, চল, ক্ষিদে পেয়েছে।" ক্লান্ত কানু পিসিমার জানুদেশে আপনার কুঞ্চিত-কেশ-ভরা ক্ষুদ্র মাথাটা রাখিয়া কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, পিতার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শান্তা পার্শ্বে শায়িত শিশুর মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্য একটু কঠোরভাবে চাহিল। কানুর চোখ পিসিমার ভ্রূকুটিভঙ্গিমায় কাতর হইয়া ছল্ ছল্

করিয়া উঠিল। অভিমানে রাঙা ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ ফুলাইয়া শিশু পুনরায় আবেদন জানাইল, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে যে।" নিমেষে শান্তার কঠোর দৃষ্টি কোমল হইয়া গেল।

শিবনাথ সহাস্যে কহিলেন, "যাও মা, ওকে খেতে দাওগে।"

গীতাখানি বন্ধ করিয়া, সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া, শিশুর হাত ধরিয়া শান্তা ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল।

৬

ইচ্ছে ঝি পদশব্দে সিঁড়িটা প্রকম্পিত করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি আর তোমাদের বাড়ীতে কাজ ক'র্‌তে পারবুনি, দিদিমণি।"

কানুর মুখে খাদ্যের একটি ছোট গ্রাস দিতে দিতে শান্তা সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল আষাঢ়ের ঘনকৃষ্ণ-মেঘভরা আকাশের মত ইচ্ছের মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হইয়াছে। সে সাশ্চর্য্য দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি হ'য়েছে, ইচ্ছে?"

"নিত্যি নিত্যি শুধু শুধু আমি অমন মুখনাড়া সইতি পার্‌বোনি। গতর যদ্দিন আছে, তদ্দিন কাজের দুঃখু কি? কাজ কি কোথাও মিল্‌বেনি?" ইচ্ছে যেন আপন মনে কথা কয়টা বলিয়া গেল।

শান্তা ক্ষণেক গম্ভীর হইল। কারণে ও অকারণে ইচ্ছের অভিমান এ সংসারকে কতটা বিচলিত করিতে পারে তাহা শান্তা বিশেষ ভাবেই জানিত, কারণ, তাহাদের এই সংসার-যন্ত্রটির পরিচালনায় ইচ্ছের সহযোগিতার মূল্য কত অপরিহার্য্য তাহা অন্য কেহ স্পষ্ট লক্ষ্য না করিলেও, শান্তাকে সাক্ষাৎ ভাবে মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইত। কাজেই দাসী-পাচক প্রভৃতির মর্য্যাদার একটা পরিমাপ করিতে সে অভ্যস্ত হইয়াছিল, এবং সে মর্য্যাদা সে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাদিগকে দিত। তাহার ফলে, সে পাইত তাহাদের অযাচিত শ্রদ্ধা ও সেবা। মমতার বিনিময়ে সে ক্রয় করিয়াছিল তাহাদের অকপট বশ্যতা। শান্তা ইসারায় আহ্বান করিয়া ইচ্ছেকে নিকটে বসিতে বলিল।

ইচ্ছে অদূরে বসিয়া কহিল, "তুমি যে রকম নোক, দিদিমণি, তোমার মত মনিব পাওয়া একটা ভাগ্যি।—"

"আমি তোদের মনিব নই, ইচ্ছে—তুইও যে আমিও সে।"

ইচ্ছে শিহরিয়া জিব্ কাটিয়া কহিল, "ছিঃ ছিঃ, ও কথা ব'ল্‌তে নেই। মা মরে গিয়ে অব্‌ধি তুমিই সংসারকে ঘাড়ে ক'রে রয়েছো। আমরা কি চোখের মাথা খেয়েছি? দেখ্‌তে পাচ্ছিনা?—তুমি অবিশ্যি সমস্ত অপমান স'য়ে থাকৃতে পারো, কেননা তোমার বাপের সংসার, ভায়ের সংসার—"

"কিসের অপমান! কে তোর কাণে ধরে ব'ল্‌তে গেছে সে কথা?" বিরক্তির সহিত শান্তা প্রশ্ন করিল।

"ওমা! সে কি গো? অবাক ক'র্‌লে বাপু! তুমি কি নিজে বোঝনি? এই যে না হক্ আমাকে দু'শো কথা শুনিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামে দু'শো খোয়ার ক'র্‌লে। তা যা হোক বাপু, সে তোমাদের ঘরোয়া কথা তোমরা নিজেরা বুঝ্‌বে, কিন্তু আমি অত শত মুখ নাড়ার মধ্যে থাকৃতে পারবুনি। তোমায় একবার না জানিয়ে গেলে, তুমি কি মনে ক'র্‌বে, তাই ব'ল্‌তে এসেছি, দিদিমণি।"

"কি—হ'ল কি, তাই বল্‌না ছাই?"

"দাদা বাবুর বিছ্‌না ঝেড়ে দিয়ে আস্‌তে গেলুম, বৌদি যেন খাম্‌কা মারমুখী হয়ে উঠ্‌লো—"

"কেন?—হঠাৎ?" কানুর মুখে দুধের বাটিটা ধরিয়া শান্তা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি বাড়ীর বউ—আমরা মাইনের চাকর—আমরা তোমার

বে-খাতির ক'র্‌বো কেন?—বলত' দিদিমণি? তবে হ্যাঁ, তুমি সংসারের দিকে দেখনা, কোন কথাতেই থাকনা, কাজেই যে দেখে, যে থাকে, তার কথাই আমরা আগে তামিল্ করি। সেটুকু না ক'র্‌লে কাজ চলে কি ক'রে? এতে আর অন্য লোকের বে-খাতিরের কি আছে? জেদা-জেদি তোমাদের ননদ-ভাজের মধ্যে থাকৃতে পারে—"

"না, আমার কোন জেদই নেই, ইচ্ছে। আমার আবার জেদের কি আছে?"

"যাই হোক। বৌদি কিন্তু বাপ্ রিষে গর্ গর্ ক'র্‌তে থাকে—আমরা যে তোমার কথায় উঠি বসি এটা তার সহ্যি হয় না।—"

"থাম্, ইচ্ছে। আমি ওসব কথা শুন্‌তে চাই না।" কানুর দুধ খাওয়া শেষ হইয়া গেল। শান্তা তাহাকে আঁচাইয়া দিতে উঠিল। জল দিয়া ধোয়াইয়া শিশুর মুখ আপন অঞ্চলে মুছাইতে মুছাইতে শান্তা কহিল, "এ সংসার তার—এ ঘর দোর তার—এ ছেলে তার—আমি কেউ নই। আমাকে তোরা অনর্থক কেন এত বড় ক'রে দেখিস্?" অস্পষ্টভাবে কথা কয়টি উচ্চারিত হইলেও একটা করুণ ব্যথার ছায়া শান্তার মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

"ছেলে নিয়েই ত আজ বকাবকি গো!"

সায়াহ্নের স্মৃতিটা হঠাৎ শান্তার মনে ছুটিয়া আসিল। শিশুর মুখ হইতে তাহার অঞ্চলটা অলসভাবে খসিয়া গেল। সে চিত্রার্পিতের মত স্থিরভাবে দাঁড়াইল। তাহার আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ইচ্ছে ঝি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না, এমন কি কানুও তাহা

লক্ষ্য করিয়া কতকটা বিহ্বলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "শুতে যাবে না পিসিমা ?"

প্রতিদিন তন্দ্রাতুর ভ্রাতুষ্পুত্রের নৈশ আহার শেষ হইলেই, শান্তা তাহাকে লইয়া গিয়া আপন শয়নকক্ষে শয্যায় শোয়ায় এবং যতক্ষণ না পর্য্যন্ত শিশু নিদ্রার মোহে অচেতন হইয়া পড়ে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নানা উপকথায় রূপকথায় তাহার চিত্ত-বিনোদন করিতে করিতে তাহার চঞ্চলতাকে শান্ত করিয়া, সে ধীরে ধীরে শিশুর অজ্ঞাতসারে তাহাকে জাগ্রতের বাস্তবলোক হইতে নিদ্রিতের স্বপ্ন-লোকে পঁহুছিয়া দেয়। দিনের দৌরাত্ম্য শেষ হইয়া সন্ধ্যার শান্ততা দেখা দিলে, কেমন করিয়া জানি না, গত রজনীর স্মৃতির আবছায়া অস্পষ্টভাবে ফিরিয়া আসিয়া আধ-শোনা পরীর গল্পটার বাকীটুকু শুনিবার জন্য শিশুর মনে একটা অদম্য আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিত। আর এ আগ্রহটা অতিরিক্ত মাত্রায় দেখা দিত নৈশ আহারের সময়। দুধের বাটিটা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যথাসম্ভব শীঘ্র নিঃশেষ করিয়া শিশু পিসিমার ঘরে আগ্রহের সহিত শয্যার আশ্রয় লইতে চাহিত এবং পিসিমাও সমান উৎসাহের সহিত শিশুর সে ব্যস্ততায় যোগ দিতে কুণ্ঠা করিতেন না। তিনি শিশুর কৌতূহলকে দমন করিবার জন্য কত অচিন্ দেশের রাজপুত্তুরের ও কুঁচবরণ কন্যার কাহিনীর জের রাত্রির পর রাত্রি সানন্দে টানিতেন। পিসিমার সে আগ্রহ বা উৎসাহের আজ অভাব দেখিয়া শিশু আবার প্রশ্ন করিল, "শুতে যাবে না পিসিমা ?"

শিশুর ব্যাকুলতার দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া শান্তা অনুচ্চস্বরে ইচ্ছেকে প্রশ্ন করিল, "ছেলের কথা কি হ'ল, ইচ্ছে ?"

কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব নিম্ন করিয়া ইচ্ছে উত্তর করিল, “প্রথম ঝাঁঝ্টা প’ড়লো আমার ঘাড়ে। তারপর গিয়ে প’ড়লো তোমার ওপর।”

শান্তার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল দেখিয়া ইচ্ছে যেন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, “কে জানে বাপু, আমি কার কাছে কখন দাদাবাবু আর বৌদির সম্বন্ধে কি ব’লেছি। তাই নিয়ে কত উম্মো! বলে, আমি বিবিয়ানা করি আর যাই করি, ঝি তুই, তোর অত সাত পাঁচ কথায় দরকার কি?”

শান্তা বাধা দিয়া বলিল, “সত্যিই তো, তোর অত কথায় দরকার কি? ভারি অন্যায় ক’রেছিস্ তুই, ইচ্ছে।”

শান্তার তিরস্কারে একটু নিরুদ্যম হইযা ইচ্ছে পুনরায় কহিল, “অন্যায় কিসের দিদিমণি! আমি ত আর তার কাণে ধ’রে কিছু ব’ল্‌তে যাইনি। কথায় বলে, ‘যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা।’ গিন্নীমা মরে গিয়ে ইস্তক বৌদি যেন সবাইকে বড্ড বেশী বাঁকা দেখ্‌তে সুরু ক’রেছে;—দোষটা কার?”

একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তা কহিল, “যেতে দে, যেতে দে, ইচ্ছে।”

“যেতে দেওয়া ছেড়ে আমি নিজেই চ’লে যাচ্ছি, দিদিমণি। সংসার হাত ছাড়া হ’য়ে যাচ্ছে—আমরা তাকে তার নেয্য খাতির দিচ্ছিনা—খোকাবাবু পর হ’য়ে যাচ্ছে—সবই যখন আমাদের দোষে তখন আমাদের সরে যাওয়াই ভাল।”

“খোকাবাবু পর হ’য়ে যাচ্ছে কি রকম?”

“আক্রোশটা তোমার ওপর—তুমি কি তা’ বুঝ্‌তে পার না? কিন্তু

তোমার ওপর ঝাল্‌টা না ঝেড়ে, ঝাড়ে আমাদের ওপর। শুধু শুধু তার বিবিয়ানা মেজাজের ঝাঁঝ্‌ সইবো কেন বাপু?"

কানু এবার অধীরভাবে পিসিমার অঞ্চলটা নাড়া দিয়া কহিল, "কই. চল পিসিমা, শুতে চল।"

শিশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া শান্তা কহিল, "চল যাই " পরে ইচ্ছের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুই হঠাৎ চলে যাস্‌নে, ইচ্ছে। সংসারের ভারি বে-গোছ হবে। কি ক'র্‌বি? যতটা পারিস মানিয়ে গুণিয়ে চল্‌।" শান্তার কথার ভিতরে স্নেহ ও অনুনয়ের মিষ্ট স্বরটুকু লক্ষ্য করিয়া ইচ্ছেব চক্ষু কৃতজ্ঞতায় ছলছল্‌ করিয়া উঠিল।

"এস কানু শুতে যাই।" কানুর হাতখানি ধরিয়া শান্তা উপরে যাইবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

"হ্যাঁ, ভালকথা দিদিমণি—" শান্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার শুভ্র মুখখানা এমন একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়ায় মলিন হইয়া উঠিযাছে যে, নিতান্ত অনভিজ্ঞা ও অল্পবুদ্ধি হইলেও ইচ্ছে তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইল না। সে আপনার ব্যক্তব্যটা জানাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তাহার এই ভাবটা লক্ষা করিয়া শান্তা চঞ্চল ভাবে বলিল, "কি বল্‌ছিস্‌, বল্‌ না। আমি আর দেরী ক'র্‌তে পারিনে। ছেলেটা ঘুমে নেতিয়ে প'ড়ছে।"

"খোকাবাবুর বিছানা আজ বৌদির ঘরে হয়েছে।"

চমকিত ভাবে ইচ্ছের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া, শান্তা খোকার হাত ধরিয়া ইচ্ছের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "বেশ। তুই

একে এর মায়ের ঘরে দিয়ে আয়।" তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে কানুর ক্ষুদ্র হাতখানি খসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে যেন সমস্ত শোণিত অন্তর্হিত হইয়া গেল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-শ্রেণীতে তাহার বেদনা-পাণ্ডুর ললাটখানি আরও ম্লান হইয়া উঠিল।

বিহ্বলা দাসী অস্ফুট স্বরে কহিল, "আমায় মাফ করো দিদিমণি—আমি পারব না।"

উপরের বারান্দা হইতে চারুর আহ্বান আসিল, "ইচ্ছে, কানুকে আমার ঘরে দিয়ে যা।"

এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের আকস্মিকতায় ইচ্ছে ও শান্তা উভয়েই উপরের দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া পারিল না। নিমেষ-মধ্যে শান্তা আপন চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কিন্তু সেই নিমেষের চাহনিতেই সে দেখিতে পাইল বৌদির আঁখিদ্বয় তাহার দিকেই নিবদ্ধ, আর সে আঁখিপলকে ঘৃণার অভিব্যঞ্জনা অতি সুস্পষ্ট। ইচ্ছের সহিত তাহার নিম্নস্বরে আলাপটা বৌদি কতক্ষণ উপর হইতে লক্ষ্য করিতেছে, কে জানে। তবে গালে একখানি হাত দিয়া বারান্দার উপর ভর দিয়া তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীটা এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত শান্তাকে দিল, সুতরাং একটা সঙ্কোচ সে অনুভব করিল। ইচ্ছেও এ সঙ্কোচের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, কিন্তু এ সঙ্কোচকে সম্বরণ করিতে তাহার ক্ষণবিলম্বও হইল না। সে দৃঢ়কণ্ঠে যেন তাহার পূর্ব্ব কথিত কথার পুনরাবৃত্তি করিল, "আমি তো বলেইছি গো, আমায় তোমরা ছুটি করে দাও, আমি আর এখানে কাজ ক'র্তে পারবো নি। তাই মাইনে টা—"

"বেশ। সে জন্যে অত ফিস্ ফাস্ কেন?"

মুখরা ইচ্ছে কহিল, "মাইনেটা তা হ'লে কি তুমিই দেবে বৌদি?"

চারু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে দাসী ও পাচকের মাহিনা শিবনাথ যথাসময়ে কন্যার মারফৎ দিয়া আসিতেছেন। চারুর সহিত এ সব বিষয়ের কোনদিন কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। শ্বশুরের পেন্‌সনটা পূরামাত্রায় পড়িত শান্তার হাতে। উপার্জ্জনের সামান্য একটা অংশ স্বামী সাংসারিক ব্যয়ের জন্য আপন পিতার হস্তে দিতেন; সে অর্থেরও ব্যয় করিবার ভার প্রতিমাসে পড়িত শান্তার উপর। স্বামীর উদ্বৃত্ত অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার চারু করিত বটে, কিন্তু সে ব্যবহারের মাধুর্য্য ও মহিমা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য এ ক্ষুদ্র সংসারের অন্য কাহারো কোনদিন হয় নাই। সুতরাং ইচ্ছের উক্তির পশ্চাতে যে যথেষ্ট শ্লেষের সন্ধান আছে তাহা বুঝিতে চারুর বিলম্ব হইল না।

সে সদর্পে নীচে নামিয়া আসিয়া, কানুর হাত ধরিয়া, ইচ্ছের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভারি তেজ হয়েছে তোমার। লোকে তোমায় মাথায় ক'রে ক'রে আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে কি না। বেশ কাল সকালে আসিস্—মাইনে ফেলে দিয়ে তোকে বিদেয় না ক'রে আমি জলগ্রহণ ক'র্‌ব না।" মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই, চারু বিস্মিত কানুকে সদম্ভে আকর্ষণ করিয়া লইয়া উপরের দিকে যাইতে যাইতে, বামুন ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া কহিল, "ঠাকুর, আজ আর আমার খাবার রেখো না, আমি খাব না।"

ইচ্ছে কহিল, "যতদিন অন্নজলের বরাত। সে জন্যে দুঃখু কি?

আশীর্ব্বাদ কর দিদিমণি, গতর থাক্‌লে অন্নজল কোথাও না কোথাও মিল্‌বেই।”

শান্তা কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পিতার রাত্রের আহার্য্য লইয়া উপরে চলিয়া গেল। রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছে ঠাকুরকে বলিল, “দাও ঠাকুর, আজকের মত ভাতের কাঁসিটা। আর এখানকার অন্নজল কাল থেকে উঠাতে হ'ল।”

“আমারও তাই। আমাকেও স'র্‌তে হবে। খিট্‌ খিটে মেজাজ অত রোজ সইবে কে?”

ইচ্ছে ভাত লইয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে গৃহে ফিরিয়া অমর রান্নাঘরে খাইতে বসিল।

৭

পিতা আহারান্তে শয়ন করিলে শান্তা আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। শয্যাটি আজ যেন কাহার অভাবে শূন্যতায় হাহাকার করিতেছে! তাহার বাহুল্য-বর্জ্জিত শয্যা এমন নির্দ্দয়ভাবে শ্রীহীন কোনও দিনই হয় নাই। সরোবরের শোভা একমাত্র বিকচ কমলটিকে কোন্ নিষ্ঠুর উৎপাটন করিয়া লইয়া গিয়াছে, বাধা দিতে অক্ষম সরোবর আপনার শূন্য বক্ষটা লইয়া অলসভাবে পড়িয়া আছে। শষ্পবীথির মধ্য হইতে ক্ষুদ্র পুষ্পিত বল্লরীকে কোন্ হৃদয়হীন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, নষ্টশ্রী বীথিকা নিরুপায়ে আপনার রিক্ততা জ্ঞাপন করিতে করিতে ধরণীপৃষ্ঠে শায়িতা। শয্যার দিকে চাহিয়া শান্তা একটা বেদনায় ও আতঙ্কে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

শূন্য, শূন্য, মহাশূন্য! আবেগের আতিশয্যে অবশ হইয়া সে শিথিল ভাবে বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত অবসন্ন দেহ অন্যদিন কত না আগ্রহের ও আনন্দের সহিত এই চিরপ্রিয় শয্যাটির আশ্রয় গ্রহণ করিতে আকুল হইয়াছে,—কত না আরামের আশ্বাস লইয়া এই শয্যা অন্যান্য দিন তাহার কর্ম্মক্লান্ত দেহের আলিঙ্গন যেন প্রার্থনা করিয়াছে।—আর আজ? শরীর অবসন্ন হইলেও বিষাদভারে পিষ্ট মন তথায় আশ্রয় লইতে যাইবার শক্তিটুকুও যেন দেহ হইতে হরণ করিয়া লইয়াছে—আর, সে বিরামদায়িনীর সমস্ত আকর্ষণই

যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, সে আজ আহ্বান না করিয়া, যেন তাহার দৃষ্টিকে, তাহার সঙ্গকে ব্যথা দিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বাষ্পভরে তাহার দৃষ্টি .ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে লাগিল। সঞ্চিত বাষ্পাবেগকে সম্বরণ করিবার জন্য সে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে যেমন চেষ্টা করিল, অমনি তুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া বক্ষবস্ত্রকে সিক্ত করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সে একবার সভয়ে চকিতে অপরাধিনীর মত কক্ষের চারিদিকে দেখিয়া লইল। কেহই নাই। নিজের অশ্রুতে নিজে এমন চমকিত সে কোন দিনই হয় নাই, নিজের কাছে নিজেকে এমন অপরাধিনী সে কোন দিনই মনে করে নাই। কিসের এই বেদনা? কেনই বা এত সঙ্কোচ? কিসের এই অভাব—যে অভাবের কথা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট বলিবার উপায় নাই, অথচ হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে তাহার এই মর্ম্মন্তুদ হাহাকার! কানু নাই,—সে থাকিবে কেন? সে চিরদিন তাহার থাকিবে কেন? সে ত অনায়াসে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম শিশুর মত একটা শাখাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি শাখার আশ্রয় লইয়াছে। তাহার অভাবে সে নিজে হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কই শিশুর নিকট হইতে তাহার ব্যথিত মর্ম্মের প্রতিধ্বনি ত আসিতেছে না? সবল শিশু তুনিয়ায় এমন করিয়া অভাব বোধ করিতে যে আজও শেখে নাই। ঠিক্! ঠিক্! তবে একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ ত সে করিতে পারিত?

শান্তা ধীরে ধীরে উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া, চারুর ঘরের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল। যদি একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও

তাহার পিপাসিত কর্ণে আসিয়া পঁহুছায়। না, না, ভোলা ভুলিয়াছে, অথবা নিদ্রার মোহ তাহাকে ভুলাইয়াছে। একটা বুকভাঙ্গা আকুল দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত পুনরায় দ্বারটা নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া শান্তা দ্রুতপদে গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কক্ষের শূন্যতায় ও বক্ষের রিক্ততায় শঙ্কিতা শান্তার আজ আলোটা নিভাইবার সাহসও হইল না।

কানুর কোমল স্পর্শের স্মৃতিটুকু শয্যার অঙ্গে এখনও নিবিড় ভাবে মাখানো রহিয়াছে। পিসিমার উপাধানের একপাশে যেখানে আপনার কুঞ্চিত-কেশ-ভরা ক্ষুদ্র মাথাটা রাখিয়া শিশু সকৌতুকে পিসিমার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া গল্পসুধা পান করিতে করিতে ক্রমে অকাতরে ঘুমে ঢলিয়া পড়িত, সেখানে তাহার তৈলাক্ত মাথার দাগটুকু বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শিশুর মস্তকের কোমল ঘ্রাণটুকু এখনও সেখানে জড়াইয়া রহিয়াছে। শান্তা আকুলভাবে সেখানটায় চুম্বন করিল, সঙ্গে সঙ্গে অবিরল অশ্রুধারায় উপাধানতল সিক্ত হইয়া গেল। দৃঢ়ভাবে উপাধানে চক্ষু চাপিয়া সে নিঃশব্দে বহুক্ষণ পড়িয়া রহিল। না, চাই না,—কানুকে আর চাই না। ভুলের রাজত্বে বাস করিয়া লাভ কি? যে ভুল প্রাণপণ আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখা যায় সে ভুল যে দিন ভাঙ্গে এমনি করিয়াই ভাঙ্গে,—সে ভাঙ্গার মধ্যে আপোষ নাই, সে ভাঙ্গার মধ্যে কার্পণ্য নাই। প্রাণের ভিত্তির উপরে খেলাচ্ছলে গড়া ভুলের প্রাসাদ আজ কোন্ দানবের আঘাতে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আর সেদিকে চাহিয়া ব্যথার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়া লাভ কি? না, সে স্মৃতিকে ভুলিতে হইবে।

পিতার ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। ঘড়ির শব্দে চকিত হইয়া শান্তা একবার শয্যায় উঠিয়া বসিল। পরে উঠিয়া চোখে-মুখে একটু শীতল জল দিয়া আপনার উত্তপ্ত শিরাগুলিকে একটু স্নিগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া, আপনার অবশ কাতর দেহলতাকে আবার শয্যায় ঢালিয়া দিল। যে কুহকিনীর কুহক-স্পর্শে সকল ব্যথা, সকল বেদনা, সকল স্মৃতির দায় হইতে জীব ক্ষণিক অব্যাহতি পায়, সেই কুহকিনী নিদ্রার স্পর্শে সে অবিলম্বে অচেতন হইয়া পড়িল।

ঐ সুপ্তির রাজ্যে আশা ও আশ্বাস, অথবা ব্যথা ও বেদনার পসরা লইয়া মানুষের মানস-চক্ষের সম্মুখে যে ছায়াচিত্র সচল হয় আমরা তাহাকে বলি স্বপ্ন। স্বপ্নের ইন্দ্রজালে চির বিরহী মিলনের মধুর আস্বাদ পায়, চিরকাঙাল রাজ-ঐশ্বর্য্যের স্পর্শ লাভ করে। এ কোন্ মোহিনী মায়া! আকাঙ্ক্ষিতের এ কি নিষ্ফল আত্মপ্রকাশ! স্বপ্ন-রাজ্যে স্বচ্ছন্দ গতিশীল শিশু শয্যার শিয়রে দাঁড়াইয়া আধ আধ ভাষে সহাস্য দৃষ্টিতে কহিল, "আমি এসেছি—পিসিমা, আমি এসেছি!"

অকস্মাৎ ঘর্ম্মপুলকে শান্তার নিদ্রা-পাণ্ডুর মুখখানা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার নিদ্রা টুটিয়া গেল। তন্দ্রাজড়িত চক্ষে সে একবার শয্যার চারিপার্শ্বে অনুসন্ধান করিল, আপনার উভয় পার্শ্বে শয্যাতল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অলীক স্বপ্ন! নিদ্রার ঘোরটা সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু দারুণ অবসাদে ও ঘর্ম্মধারায় আপ্লুত হইয়া সে যেন আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময়ে নিশীথের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কোন্ এক অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণ-কুহরকে স্পর্শ করিল,—"পিসিমা,—পিসিমা!" শান্তা

শিহরিয়া উঠিল! এ কি স্বপ্ন! সে ত জাগ্রত-জগতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তবুও কি স্বপ্ন-রাজ্যের অশরীরিণী বাণী তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে! পুনরায় ঐ আহ্বান আসিল,—এবার একটু অভিমান ও ক্রন্দনের সুরে। না, এ ত স্বপ্ন নহে! শান্তা উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিল।

চারুর ঘরের দ্বার বন্ধ। নিশির ডাকে যেমন একটা মোহের ঘোরে মানুষ চলে, তেমনি এক-পা এক-পা করিয়া কি যেন কি একটার আকর্ষণে অগ্রসর হইয়া সে বৌদিব দ্বারের সম্মুখে বারান্দায় একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। রজনীর নিস্তব্ধতা ও দ্বারের অবরোধকে ভেদ করিয়া দুই একটা অস্পষ্ট শব্দ তাহার শ্রুতি স্পর্শ করিল।

অমর প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল ?—কেন অমন কাঁদছে গা ?

নিদ্রাজড়িত স্বরে চারু উত্তর করিল, "ও কিছু নয়—স্বপ্নের দেয়ালা।" অর্দ্ধজাগ্রত কক্ষ যেন এই কৈফিয়তে আশ্বস্ত হইয়া আবার সুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িল। শান্তা ধীর পদ-সঞ্চারে আপনার ঘরের দিকে ফিরিল।

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল পিতার ঘরের দিকে। মৃদুস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শিবনাথ কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিতেছেন। ঘরের আলোটা জলিয়া উঠিয়াছে। ত্বরিতপদে পিতার সম্মুখীন হইয়া শান্তা প্রশ্ন করিল, "আপনি যে এরই মধ্যে আজ উঠ্‌লেন, বাবা ?"

অসময়ে শান্তাকে সম্মুখে দেখিয়া শিবনাথ বিস্মিত হইলেন এবং ততোধিক বিস্মিত হইলেন তাহার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে। তিনি কহিলেন, "কেন, আমি ত রোজই এমনি সময় উঠি, মা ?"

শান্তা দ্বারের ফাঁক দিয়া সম্মুখের দেয়ালে স্থিত ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল, চারিটা বাজিয়া গিয়া প্রায় পনেরো মিনিট হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখখানায় বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক ছায়াপাত হইল, পরে লজ্জায় গণ্ডস্থল একটু লাল হইয়া উঠিল। এই ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া শিবনাথ কহিলেন, "তুমি আজ রাত বুঝ্‌তে পারনি, শান্ত! ভোর যে হ'য়ে এল। তবে, তুমি আজ এত শীগ্‌গীর উঠ্‌লে যে? ভাইয়ার বুঝি ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে?"

শান্তা এ কথার কোন উত্তর করিল না দেখিয়া শিবনাথ পুনরায় কহিলেন, "যাও বিশ্রাম করগে, এখনও তোমার ওঠার সময় হয়নি।"

"না বাবা, ঘুম আর হবে না। আর শুয়ে কাজ নেই" শান্তা কথা কয়টি বেশ স্বাভাবিকভাবে বলিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা অস্বাভাবিক আলস্য-জড়তা প্রকাশ পাইল যে, তীক্ষ্ণধী শিবনাথ কন্যার বাক্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য একবার তাহার মুখের দিকে বিশেষভাবে না তাকাইয়া পারিলেন না। তাহার রুক্ষ ও শুষ্ক মুখশ্রীতে তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, যে কোন কারণেই হউক শান্তার রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই। যাহাই হউক, মনোভাব গোপন করিয়া তিনি কহিলেন, "কানু ভাইও কি আজ এত ভোরে উঠে পড়েছে।"

একটা ঢোঁক গিলিয়া শান্তা বলিল, "না, সে আজ আমার কাছে শোয়নি,—তার মায়ের কাছে শুয়েছে।"

"কেন? হঠাৎ তোমার আজ এই ছুটি হ'ল যে?"

"ছুটি কি কখনো হঠাৎ হয়, বাবা?"

"কি রকম ?"

"আপনি কতদিন চাকরি ক'রে, তবে পেন্সনের ছুটি পেয়েছেন ?"

শিবনাথ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "হাঁ, অনেকদিন চাকরি ক'রে, তবে অনেক লম্বা ছুটি পেয়েছি।"

"জীবনে এমন ছুটি সহসা আসে না, বাবা, তিল তিল ক'রে জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়ে এমন ছুটিকে কিন্‌তে হয়।"

শিবনাথ সংশয়-আকুল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তা বটে। তবে, তোমার চাকরির মেয়াদ ত একেবারে ঘুচে যায়নি, মা ?"

"হ্যাঁ, ঘুচে গিয়েছে। তবে, পেন্‌সনের প্রত্যাশা নেই, এই যা।'

শিবনাথ স্তম্ভিতের মত পলকহীন নেত্রে কন্যার মুখের দিকে পুনরায় কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এস, শান্ত, ঘরে এস।" তাঁহার আর শৌচাদি কার্য্যে যাওয়া হইল না। তিনি ঘরে ফিরিয়া আপন আসনে বসিলেন। শান্তাও ধীরে ধীরে পিতার অনুগমন করিয়া ঘরের মেঝেতে বসিল।

"তোমার স্নেহের চাকরি কেন ঘুচে গেল, ব'ল্‌তে বাধা আছে কি, শান্ত ?"

"ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একদিন এটা ঘুচ্‌তে যে বাধ্য, বাবা।"

"তবু একটা নিমিত্ত আছে ত।"

"নিমিত্তকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে লাভ কি ? যা গেছে, তা গেছে।"

শান্তা ক্ষণেক নীরব হইয়া পুনরায় কহিল, "কিন্তু আমাকে সকল

রকমে রিক্ত ক'রে গেছে। কি দিয়ে এই শূন্যতা ভ'র্বো?" শান্তার নয়ন-কোণে আর্দ্রতা দেখা দিল।

শিবনাথ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া তিনি কহিলেন, "তুমি ভুল বুঝেছ, শান্তা। মিথ্যায় যার প্রতিষ্ঠা, তা' একদিন ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। এ মিথ্যার মোহ যার যত শীঘ্র ভেঙ্গে যায় সে তত ভাগ্যবান্। জীবনের শেষ দশায় উপস্থিত হ'য়ে এ সত্য উপলব্ধি কর্‌বার সৌভাগ্য আমি ক্রমশঃ ক্রমশঃ লাভ ক'র্‌ছি।"

"কোন্‌টা মিথ্যা?"

"এই জগৎ—এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মোহ।"

"কিন্তু এ মোহ যদি এক এক ক'রে ভাঙ্গ্‌তে থাকে, তবে দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত দেনা-পাওনা এক এক ক'রে চুকে যায়না কি?"

"প্রকৃতির ঋণ ত পরিশোধ ক'র্‌তেই হবে। তবে এ দেনা-পাওনার জের টেনে বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কি? এক জায়গায় দেনা-পাওনা মিটিয়ে হিসেবের খতম ত ক'র্‌তেই হবে।"

"কিন্তু জীবনের মাঝখানে, চলার পথে, যদি এ হিসেব মিটিয়ে শূন্য অঙ্ক লাভ হয়, তা'হলে সে শূন্য পাথেয় নিয়ে পথ চলা যায় কি ক'রে? লাভের অঙ্ক হাতে না নিয়ে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে যাওয়া যে একেবারে দেউলে হ'য়ে যাওয়া। এমন শূন্যতা শোচনীয় নয় কি?"

"কে বলেছে? ভুল, ভুল। এ শূন্যতা সার্থক। এ শূন্যতা পাওয়া পরম পাওয়া। শূন্যতায় যে পূর্ণতার অধিষ্ঠান। পাত্রে সঞ্চিত বাষ্পের মত কল্প-জগতের আকাশ-কুসুম কালের ছিদ্র পথ দিয়ে অনন্তে মিলিয়ে

যায় ;—পাত্রের সঞ্চিত বাষ্প ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন তার স্থানটা নেয়—যাকে আমরা চল্‌তি কথায় ব'লে থাকি অরূপ সমীরণ বা তাত্ত্বিক বলেন আকাশ। পাত্রটা যখন ভেঙ্গে যায়, তখন ঐ পাত্রস্থ আকাশ অনায়াসে অবলীলাক্রমে মহাকাশে মিশে যায়। এমন অনায়াস লাভ ক'র্‌তে হ'লে হৃদয়-আধারকে শূন্য ক'র্‌তে হবে,-- রূপ-রসাদির মোহকে দূর না ক'র্‌লে অন্তরে অরূপের আবির্ভাব অসম্ভব। মহাকাশ যে অরূপ, তাই সে মহাকাশে মিশে যেতে হ'লে, রূপ-রসাদি-বর্জ্জিত হ'য়ে অরূপ হ'তে হয়। কাজেই যে হৃদয় ক্রমে ক্রমে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, রিক্ত হ'য়ে যাচ্ছে, সকল রকমে কাঙাল, ফতুর হ'তে বসেছে, সে ভগবানের অসীম দয়া পেয়েছে ব'ল্‌তে হবে। কেননা, প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ কর্‌বার যখন সময় আস্‌বে, তখন সে ঋণ সহাস্যমুখে শোধ ক'র্‌তে একমাত্র সে-ই সমর্থ।"

শিবনাথ কথা কয়টি বলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। শান্তাও বহুক্ষণ কোন কথা বলিল না, গম্ভীরমুখে কেমন উদাসভাবে বসিয়া রহিল। দারুণ চিন্তা-সমস্যায় তাহার হৃদয় সমাচ্ছন্ন, সে সমস্যার ছায়া তাহার চোখে-মুখেও রেখাপাত করিয়াছে।

শিবনাথ কন্যাকে এমনভাবে চিন্তাকুল দেখিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পুনরায় কহিলেন, "হৃদয়কে পূর্ণ ক'র্‌তে হ'লে অলীক বা ক্ষণিক জিনিষ দিয়ে করা উচিত নয়, কেন না, যা' অলীক বা ক্ষণিক তা' স্বেচ্ছায় হোক বা পরেচ্ছায় হোক, প্রত্যক্ষে হোক বা পরোক্ষে হোক—একদিন পীড়া দেবেই। কিন্তু যা অলীকও নয় ক্ষণিকও নয়,

যা সত্য এবং শাশ্বত তার স্থান যদি হৃদয়ে দাও, তা হ'লে অক্ষয় এবং অটুট শান্তি অনিবার্য্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি একে একে তোমার হৃদয়কে সকল রকমে শূন্য ক'রে আপনার আসন পাতবার উদ্যোগ ক'র্‌ছেন। তিনি যাকে চান তাকে এমনি ভাবেই চান, আমরা মনে করি নির্ম্মমতা। তিনি যে মহাপূর্ণ, তাই মহাশূন্য না হ'লে তাঁর আসন পাতার জায়গা হয় না; সমস্ত হৃদয়ের চত্বরটাকে একেবারে পরিষ্কার সাফ্‌ না ক'রে ফেল্‌লে, তাঁর স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব।"

শান্তা সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, যেন সেই শক্তিই পাই।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু দিতে তাহাকে যেন বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল এবং তাহার এই কষ্ট-চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া শিবনাথ তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "দিনকতক চল শান্তু, পশ্চিমে কোথাও বেড়িয়ে আসি।"

"হঠাৎ আপনার এ মত-পরিবর্ত্তন ?"

"মত-পরিবর্ত্তন কিসে ?"

ক্ষীণ হাস্যের সহিত শান্তা পিতাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, শান্তার ঠিক অনুরূপ একটি প্রস্তাব গত সন্ধ্যায় তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সহাস্যে বৃদ্ধ বলিলেন, "মত-পরিবর্ত্তন বাধ্য হ'য়ে ক'র্‌তে হয়। তখন তুমি আমার জন্যে পশ্চিমের হাওয়ার প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌ ক'রেছিলে। আমি নিজের জন্যে তার কোন প্রয়োজন দেখিনি। এখন দেখ্‌ছি, রাতটুকু কাট্‌তে না কাট্‌তে সংসারে অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। সুতরাং আমাকেও মত-পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে হ'ল। হ'ল শুধু তোমার জন্যে। তোমার প্রয়োজন ব'লেই প্রয়োজনটা এখন আমার কাছে

বড় হ'য়ে উঠেছে। এ সংসারের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন আমি অলক্ষ্যে অনেকখানি লক্ষ্য করেছি। এ সংসারে এখন তোমার এবং আমার উভয়েই অনধিকার প্রবেশ। তুমি অসহায়া, শুধু তোমার কল্যাণের জন্যই আমি এই মাটিকে এতদিন আঁকড়ে পড়েছিলুম। এখন দেখ্‌ছি এখানে তোমার মঙ্গল নেই। ওরা শক্ত সমর্থ, নিজেদের পথ নিজেরা ক'রে নিতে পার্‌বে। ওদের আশীর্ব্বাদ ক'রে, আমি এখন এখান থেকে তোমায় নিয়ে বিদায় হ'তে চাই।"

শিবনাথ সহসা যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রশান্তললাটে একটু কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। কুঞ্চিত ললাটে নীরবে যখনই শিবনাথ অন্যমনস্কভাবে কোন কিছু চিন্তা করিতেন, তখনই শান্তা তাঁহার গাম্ভীর্য্যে কেমন একটা বেদনা বোধ করিত। পিতার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য সে অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন, স্থির ক'রেছেন?"

"কাশীতে—বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে থাকা যাবে চল। তুমি উদ্যোগ আয়োজন ঠিক ক'রে নাও।"

"আজই যাওয়া?"

শিবনাথের যেন এ প্রশ্নে চমক ভাঙ্গিল। কন্যার মুখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "অমরকে একবার ব'ল্‌তে হবে।"

পূর্ব্বাকাশে দিনের আলো দেখা দিল।

৮

রাঁধুনি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সকাল সকাল আসে, কেন না, অমরের আফিসের ভাত বেলা নয়টার মধ্যেই দিতে হয়। আরও, প্রভাতে উঠিয়াই চায়ের জন্য খানিকটা গরম জল উপরে হাতের কাছে না পাইলে চারুর সমস্ত প্রভাতটা একেবারে বিফল ব্যর্থ হইয়া যাইত, এবং এই বিফলতায় সে যে বিষ-উদ্গীরণ করিত তাহাতে ব্রাহ্মণের অতিবড় সু-প্রভাতও মুহূর্ত্তে শোচনীয় কু-প্রভাতে পরিণত হইত। তবে, ব্রাহ্মণেরও এদিকে একটা বিশেষ স্বার্থ ছিল, এবং সেই স্বার্থের খাতিরে সে প্রত্যূষে প্রাপ্ত অপমান নীরবে সহ্য করিয়া যাইত। প্রভাতে এক কাপ গরম চা পেটের মধ্যে গিয়া প্রেরণা না দিলে তাহারও হাত-পা দৈনন্দিন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে পারিত না। কাজেই যেদিন সে আসিয়া দেখিত যে, উনানে তখনও আগুন পড়ে নাই, সেদিন সে ইচ্ছে ঝিকে এমন আন্তরিক ভাবে ভর্ৎসনা করিত এবং দেরীর জন্য সমস্ত দোষ চারুকে শুনাইয়া এমনভাবে ইচ্ছের স্কন্ধে চাপাইয়া দিত যে, ইচ্ছে তাহার এই উৎকট চাকুরিপ্রিয়তা দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া যাইত এবং পরিশেষে দাদা ঠাকুরের নিজের উৎকট চায়ের নেশাই যে তাহার এই অত্যধিক কর্ম্মপ্রিয়তা ও প্রাভাতিক চাঞ্চল্যের কারণ, তাহার উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত চারুর অগোচরে একটু রসিকতা করিতেও সে ছাড়িত না।

ইচ্ছেকে একটু নিরালায় পাইলে ঠাকুর তাহার কৃত ভর্ৎসনার জন্য ইচ্ছের নিকটে ক্ষমা চাহিতেও ক্ষণবিলম্ব করিত না, কারণ

ঝিয়ের নির্লিপ্ততা ব্যতিরেকে শুধু চায়ের পিপাসা কেন, অন্যান্য চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য বা পেয়ের প্রতি সময়ে অসময়ে তাহার যদি কোন গোপন পিপাসা জন্মাইত তাহা হইলে সে পিপাসা মিটান অনেক সময়েই অসম্ভব হইত, কেন না, সে পিপাসার পরিচয় প্রায়ই ইচ্ছে ঝির অগোচরে থাকিত না। তাই সে ইচ্ছের ভাতের কাঁসিটি যথাসম্ভব পরিপাটি ভাবে ভরিয়া দিত। তাই সংসারের বরাদ্দ ছাড়া এক আধ খানা মাছ-ভাজা সে গোপনে এক এক দিন ইচ্ছের ভাতের মধ্যে পুরিয়া দিত। তাই চায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে সে ইচ্ছের কাণে মধ্যে মধ্যে অজস্র বক্তৃতা বর্ষণ করিত, কারণ একবার চায়ের নেশায় ইচ্ছেমণি মশ্‌গুল হইয়া গেলে, আর খোকার দুধ হইতে একটু অস্বাভাবিক মাত্রায় দুধ সরাইতে এবং ভাঁড়ার হইতে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চিনির সদ্ব্যবহার করিতে তাহাকে এতটা উদ্বেগ ভোগ করিতে হইবে না এবং ইচ্ছেরও তোষামোদ করিতে হইবে না।

আজ সকালে রান্না-ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। গত রাত্রের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উনানে আগুন ধরাইয়া চায়ের কেট্‌লি জ্বালে চড়াইয়া দেওয়া দূরের কথা, ঝি আজ ঘরটা পর্য্যন্ত এখনও পরিষ্কার করে নাই। ইচ্ছের সম্বন্ধে একটা অশ্রাব্য উক্তি তাহার অন্তর হইতে দ্রুত ছুটিয়া আসিতে আসিতে যেন হঠাৎ কম্পিত অধরোষ্ঠে বাধা পাইয়া, তাহার মুখ-গহ্বরের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া গেল। গত রাত্রির কথাটা তাহার স্মরণ হইল। কোমরে হাত দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাসনগুলির দিকে বিরক্তভাবে চাহিতে চাহিতে ঠাকুর ঈষদুচ্চস্বরে কহিল, "নাঃ, এ বেটি

যা ব'ল্‌লে, তাই ক'র্‌লে দেখ্‌ছি। এখন উপায়? কি ব্যবস্থা এরা ক'র্‌লে কে জানে।" বলিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ঠাকুর রকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "দিদিমণি, ও দিদিমণি, কি গতি হবে গো আজ?"

দুই চারি বার নিষ্ফল চীৎকার করিয়া ঠাকুর নীরব হইতে বাধ্য হইল। দিদিমণির নিকট হইতে ঠাকুরের এ আহ্বানের কোন উত্তর প্রেরিত হইল না দেখিয়া ঠাকুর যত না বিস্মিত হইল, ততোধিক বিস্মিত হইল চারু এবং শান্তার এই ঔদাসীন্যে অমরও কতকটা চঞ্চল না হইয়া পারিল না। চায়ের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট স্বামীর মুখের দিকে অভিমান-ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া চারু কহিল, "দেখ্‌ছো একবার আক্রোশটা। আমাকে অপমান কর্‌বার ফন্দী। ঝি এমন কামাই ত মাঝে মাঝে করে।"

অমর যেন আজ রাত্রি জাগরণে শুষ্ক। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে সে নীরবে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"সেই সব দিনে ওই নিজে ত চালিয়ে নেয়। তবে আজ হঠাৎ এই চুপ্‌চাপ্ কেন?"

এবারে অমর কহিল, "তুমিই ত ইচ্ছেকে তাড়িয়েছ, চারু। সুতরাং ব্যবস্থার ভার শান্তা নেবে কেন?"

"ভার না নেওয়া এক কথা, আর ঘৃণা দেখিয়ে ভার ত্যাগ করা আর এক কথা।"

"কি রকম?"

"সে যদি স্পষ্ট এসে ঠাকুরের মুখের সাম্‌নে ব'ল্‌ত আমি কিছু ক'র্‌তে

পার্‌ব না, তা হ'লে তার মনের কথা—বেশ বোঝা যেত। কিন্তু চুপ্‌ ক'রে থাকা কেন?"

"একই কথা। পার্‌ব না বলার চেয়ে উত্তর না দেওয়াই বরং ভাল।"

চারু উত্তেজিত ভাবে বলিল, "না, না, কখনই নয়। পার্‌ব না ব'লে ছুটি নিলে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়। কিন্তু চুপ্‌ ক'রে থাক্‌লে কোন কৈফিয়তই দেওয়া হয় না।"

"তুমি ভুল বুঝ্‌ছ, চারু। কৈফিয়ৎ সে কেন দেবে? আর সে কৈফিয়ৎ না দেওয়ায় তোমারই বা অপমান কিসের?"

"কোন কাযের জবাবদিহি করা আমার কোন দিনই স্বভাব নয়। সে তা' ভাল রকমেই জানে। তাই জেনে আমার কাছে কৈফিয়ৎ আদায় করাবার জন্যই সে আজ নিশ্চিন্তে চুপ্‌ করে বসে আছে,—আমার কৈফিয়ৎ অলক্ষ্যে উপভোগ ক'র্‌বে ব'লে। এ আর আমি বুঝি না?"

"কিন্তু, আমি বুঝ্‌তে পারছি না। শান্তা কি এত হীন হবে?"

চারুর সুন্দর মুখখানায় কে যেন মসী ঢালিয়া দিল: তাহার ডাগর চক্ষু দুইটি অভিমানে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, নিমেষে বড় বড় মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার দুই কপোলে গড়াইয়া পড়িল। "না সে কেন হীন হবে? যত হীনতা শুধু আমার!" অঞ্চলে আপন নয়ন-কোণ ও গণ্ড শুষ্ক করিতে করিতে চারু কহিল।

চারুর আঁখি-জলের স্রোতে অমরের যুক্তিবোধ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তথাপি সে একবার শেষ চেষ্টা করিল,—"তুমি আমার প্রতি অবিচার ক'র্‌ছ, চারু। আমি সে কথা বলিনি। তোমার কাযের দায়িত্ব তোমার নিজেরই নেওয়া উচিত।"

"তা না নিলে, আমি হীন। কেমন? এই কথা বলাই ত তোমার উদ্দেশ্য? কিন্তু কিসের দায়িত্ব? আমার দাবীকে সংসার উপেক্ষা ক'র্‌লে আমি তার দায়িত্বকে মান্‌ব কেন? আমার দাবীকে অস্বীকার ক'রে যে সংসার তিলে তিলে আমাকে অপমান দিতে চায়, আমি তার দায়িত্বকে গ্রাহ্য ক'র্‌ব কেন?"

অমর কহিল, "দায়িত্ব না নিতে শিখ্‌লে দাবীর প্রতিষ্ঠা হয় না, দাবী জন্মায় না।"

চারু প্রতিবাদ করিল, "দাবীতে মানুষের জন্মগত অধিকার। দাবীকে অস্বীকার ক'র্‌লে যে আত্ম-মর্য্যাদা-বোধের ভিত্তির উপরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রাণের ভিত্তিকে নাড়া দেওয়া হয়। দাবীর সম্মান আগে।"

চারুর উত্তেজনায় অমরও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—

"সে দাবী, শিশুর দাবী। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত দায়িত্ব-বোধ জন্মায়, যতদিন পর্য্যন্ত না মানুষ নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে, ততদিন পর্য্যন্তই অমন দাবীর দাওয়া চলে। আস্ত মানুষের কাছে অমন দাবী অচল।"

"বেশ, তোমাদের আস্ত মানুষের সংসারে, আমার মত ভাঙ্গা মানুষ বা পশুর না হয় স্থান নাই হ'ল। আমাকে অব্যাহতি দিলেই পার।" অভিমানের আবেগে চারুর কণ্ঠ-রোধ হইল। কতদিনের কত সযত্নে সঞ্চিত অশ্রুর গোপন আধার যেন হঠাৎ কাহার অসাবধান স্পর্শে ভাঙ্গিয়া গেল। পত্নীর এই অপ্রত্যাশিত কাতরতায় অমর চঞ্চল হইয়া পড়িলেও, সে চারুর অভিযোগ একান্ত অযৌক্তিক

বলিয়া মনে করিল। চঞ্চলতার অসাবধান মুহূর্ত্তে সে বলিয়া ফেলিল, "ধনীর মেয়ে তুমি। তোমার পক্ষে দাবীকে বড় ব'লে মনে করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু—"

বাধা দিয়া চারু কহিল, "এর ভেতরে কিন্তু নেই, কোন কৈফিয়ৎ নেই। পরিস্কার অপমান ছাড়া আর কিছু তোমরা আমায় দেবে না, তার আমি আভাস পাচ্ছি। দরকার কি এ অপমানের? নিশ্চিন্তে বিদায় দিতে পার, যে আশ্রয়ে শৈশবে বেড়ে উঠেছি, সে আশ্রয়ে কি পরিণামে নিঃশেষ হ'তে পারব না?" সজল চোখে আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কথা কয়টি একনিঃশ্বাসে বলিতে চেষ্টা করিয়া চারুর হৃদয় যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অঞ্চলে দুই হাতে মুখ চাপিয়া সে রুদ্ধ রোদনে গুমরিয়া উঠিল।

চারুর শেষ কথায় অমর শিহরিয়া উঠিল এবং অসহায় শিশুর ন্যায় তাহাকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া সে আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না। আর নির্ব্বিকার থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। যাহার ক্ষণিক হাসিতে তাহার হৃদয়ে মনে হাসির লহরী খেলিয়া যায়, - তাহার কান্নায় সে যে কাঁদিতে বাধ্য। যাহার হৃদয়-রাগিণীর সুরে সে অকপটে এতদিন তাল দিয়া আসিয়াছে,—যে সুরে ও তালে এতদিন একটা সুনিবিড় সঙ্গত হইয়াছে, সে মোহন সুর যদি হঠাৎ ক্রন্দনের বে-সুর ধরে, তাহা হইলে তাহারও যে তাল কাটিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চিত্ত-রসের রসিক যে, সে ইহাতে বিরক্তি-বোধ না করিয়া বরং ব্যথা বোধ করিবে। চারুর ব্যথায় অমরেরও মনটা বেদনায় হু হু করিয়া উঠিল। এবং তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না

যে, তাহারই দোষে, তাহারই অসাবধানতায়, সে একটু বে-তালে কথা বলিয়াছে বলিয়াই, চারুর মনের সুরটা আজ অকস্মাৎ এমন ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। তাই অপরাধীর মত পত্নীর কাছে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া, সে দুই হাতে তাহার অঞ্চল-বদ্ধ হাত দুইখানি আকর্ষণ করিয়া তাহার অশ্রু-পাণ্ডুর মুখের দিকে সকাতরে চাহিতে চাহিতে কহিল, "ছিঃ অভিমানিনি, এত অভিমান তোমার ?"

পত্নীর গণ্ডে মুক্তার মত একবিন্দু অশ্রু যেখানে টল্ টল্ করিতেছিল অমর সেখানটায় একটা সপ্রেম চুম্বন দান করিয়া তাহার অশ্রুর ব্যথাকে পান করিয়া যেন নিঃশেষ করিতে চাহিল। স্বামীর সপ্রেম স্পর্শে অশ্রু-বিহ্বলা চারু চক্ষু মুদিল,অমনি নয়নপত্রের পশ্চাতে সদ্যঃসঞ্চিত জলরাশি ধারায় ধারায় তাহার গণ্ডে ঝরিয়া অমরের অধরোষ্ঠকে সিক্ত করিয়া দিল। সেই তপ্ত অশ্রুর স্পর্শে অমরের হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। দৃঢ় আলিঙ্গনে পত্নীকে আপন বক্ষ-মাঝে চাপিয়া ধরিয়া অমর কহিল, "কিসের দুঃখ ? কিসের অভিমান ? তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, সে আমি বুঝব।" চারু স্বামীর বক্ষমাঝে নীরবে মুখ লুকাইয়া রহিল। তাহাকে পুনরায় একটু আশ্বস্ত করিয়া মুগ্ধ অমর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

"কি হয়েছে, ঠাকুর ? ঝি বুঝি আসেনি ?"

"না। তার ত কাল জবাব হ'য়ে গেছে, দাদাবাবু। দিদিমণিও আজ এখনো নামেনি। এদিককার ব্যবস্থা কি হবে, কে জানে ?"

"আচ্ছা, তুমি এক কায কর। এই পয়সা চারটে নিয়ে রাস্তার দোকান থেকে এক কাপ ভাল চা এনে ওপরে পাঠিয়ে দাও। আমি

ভজুয়াকে ব'লে দিচ্ছি, রান্না-ঘর আজকের মত সাফ করে দিতে। বিপিনদা'র ওখানে গিয়ে একটা ঝিয়ের চেষ্টাও দেখ্ছি।"

ঠাকুর একটা ছোট গেলাস লইয়া চা আনিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মনে মনে বলিল, "যাও বাবা, মাথায় পাগ্ বেঁধে এখন খুঁজে বেড়াও। যাক্, দুপয়সার একটা ছোট কাপ নিজে খেয়ে নিয়ে, বাকী দুপয়সার চা আন্লেই হবে।" অমর আহ্বান করিল, "ভজুয়া, ভজুয়া।"

সদর ঘরে কর্ত্তাবাবুর হুঁকায় সদ্য প্রস্তুত ছিলামটি বসাইতে বসাইতে ভজুয়া উত্তর করিল, "যাতা হ্যায়, হুজুর।"

"আও ইধার—তনি জরুরি কাম হ্যায়।"

ভজুয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অমর কহিল, "এ বাচ্চু, রসুই ঘরঠো আজ সাফ কর্দেনা। বর্ত্তন ভি সব মল্ দেও। বক্শিস্ মিল্ যাই।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও বক্শিসের লোভে বালক-ভৃত্য ভজুয়া রান্নাঘরের কাযের জন্য অগ্রসর হইল; এমন সময়ে শান্তা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিয়া কহিল, "থাক দাদা, ওর রান্নাঘর ধুয়ে কায নেই। মেড়ুয়া ছিষ্টি একাকার ক'র্বে।" চকিতে শান্তা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

শান্তার এই আকস্মিক অথচ বিলম্বিত আবির্ভাবে অমরের মনে একটা খট্কা লাগিল। সে কি তবে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ নীরবে অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিতেছিল? অবশেষে তাহার কৃত ব্যবস্থাকে অকার্য্যকর বলিয়া উপহাস করিবে বলিয়াই কি স্বয়ং শেষ মুহূর্ত্তে কর্ম্মস্থলে আসিয়া দেখা দিল? ভগ্নীর প্রতি তাহার মনে

একটু অভিমানের উদ্রেক হইল, সঙ্গে সঙ্গে চারুর সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখা দিল। মনে মনে বলিল, "যাই হোক, বিপিনদা'র ওখানে একটু চা খেয়ে আসিগে। একটা ঝিয়ের যোগাড় যাতে করিয়ে দিতে পারে তাও ব'লে আসিগে।"

অমর সদর দরজাটা অতিক্রম করিয়া পথে পা দিতেছে, এমন সময়ে সদর ঘরের ভিতর হইতে শিবনাথ আহ্বান করিলেন, "অমর।"

পিতার আহ্বানে ফিরিয়া আসিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া অমর কহিল. "ডাকছেন বাবা?"

"হ্যাঁ, একটু বিশেষ কথা আছে। ব'স।"

অমর নিকটেই একখানা চেয়ারে বসিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "খুব চিন্তিত দেখ্‌ছি আপনাকে।"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই তোমাকে ব'ল্‌তে চাই। শরীর আমার ভাল নেই,—দিন দিন অসুস্থ বোধ ক'র্‌ছি।" বৃদ্ধ হঠাৎ নীরব হইয়া আপন মনে হুঁকার ছিদ্র হইতে বার বার ধূম আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ধূম-পান-নিরত পিতার মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া অমর একটু শঙ্কিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িল। চঞ্চল সাগরের গভীরতা অনুমান করিয়া মানুষ যেমন বিস্ময়ে ও শঙ্কায় মূক হইয়া যায়, আবেগ-চঞ্চল পিতার চিন্তার গভীরতা অনুমানে উপলব্ধি করিয়া সে তেমনি বিস্ময়ে ও শঙ্কায় মূক হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে, পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া শিবনাথ কহিলেন, "আমার পক্ষে এখন কোন তীর্থে বাস করাই সঙ্গত। তাই মনে ক'র্‌ছি"—বৃদ্ধের কণ্ঠ যেন অকস্মাৎ ভাবাবেগে কম্পিত হইল – "এবারে কাশী বাস ক'র্‌ব। বার্দ্ধক্যে বারাণসীই প্রশস্ত।"

পিতার মুখে সংসার-বৈরাগ্যের এই উক্তি শুনিয়া অমরের চিত্ত মমতায় ভরিয়া গেল। যাঁহাকে সে অনাবশ্যকবোধে অনেকদিন পরিহার করিয়াছে, অতীব নিকট হইলেও যাঁহাকে সে অনেকটা দূর করিয়া রাখিয়াছে. তিনি যখন বিদায়ের অভিমান লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন অমর সহসা বুঝিতে পারিল—তিনি তাহার কত অন্তরের অন্তরতম। বাহির হইতে এ অজানা সূত্রের আকর্ষণ সে অনেকদিন উপলব্ধি করে নাই এবং এ আকর্ষণ-সূত্রের অস্তিত্বের বিষয় সে ভুলিতে বসিয়াছিল। তাই, অপর পক্ষ যখন সে সূত্র এক রকম ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন তখন তাহার চিত্ত একটা গোপন আকর্ষণ অনুভব করিল এবং সে একটু ব্যথা অনুভব না করিয়া পারিল না। এবং এ ব্যথা যে তাহার ন্যায় যুবকের নয়নদ্বয়কে বেদনায় একটু আর্দ্র করিয়া দিবে তাহাও সে ভাবিতে পারে নাই।

আর্দ্র আঁখিদ্বয়কে সযত্নে সংযত করিয়া অমর কহিল, "আপনার ইচ্ছায় বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। তবে আপনার সেবা-শুশ্রূষার—"

মলিন হাস্যের সহিত পুত্রকে বাধা দিয়া শিবনাথ কহিলেন,—

"ভার কে নেবে? ঠিক কথা। সে কথা আমি আগেই ভেবে রেখেছি।" বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যে এতদিন নিয়ে আস্ছে সেই নেবে।"

"শান্তাকেও নিয়ে যাবেন?"

"না নিয়ে গিয়ে উপায় কি?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া শিবনাথ এ প্রশ্নের উত্তর যেন নিজেই দিলেন,

"একে অনাথা সে, তার উপরে তাকে একেবারে নিরাশ্রয় ক'রে রেখে যাওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। যতদিন আছি, ততদিন অন্ততঃ কাছে কাছে চোখে চোখে রেখে, অবশেষে ঈশ্বরের পদ প্রান্তে রেখে যাব।"

"কাছে রাখতে চান, ভালই। কিন্তু এতদিনের এই আশ্রয়ে সে নিরাশ্রয় হবে কেন?"

"এখনও হয়নি। তবে কালে হবে।"

"এ আপনার অন্যায় সন্দেহ।"

আষাঢ়ে ঘনকৃষ্ণ মেঘভরা আকাশে যেমন সৌদামিনীর চকিত চাপল্য দেখা যায়, তাম্রকূট-ধূমাচ্ছন্ন বৃদ্ধের মুখখানায় তেমনি হাস্যের ক্ষণিক চপল রেখা দেখা দিল। এ ক্ষণিক চাপল্যের পশ্চাতে বজ্রের শাসন-হুঙ্কার নাই, আছে শ্লেষের নীরব শেল। অভিমানী অমর তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল।

"অন্যায় সন্দেহ নয়, অমর। সংসারে যা কিছু অনাবশ্যক তা আশ্রয় নেয় কোথায়? সংসারের দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে ঐ পথে, ঐ পোড়ো জায়গায়,—খোলা আকাশের নীচে। আর একান্তই ঘরে যদি তার স্থান হয়, তা হ'লে সে স্থান—হয় আঁধার চোর-কুঠারী, নতুবা বাটীর সকলের চেয়ে অনাদৃত স্থান। তেমন অনাদৃত স্থানে মানুষের শ্বাস-রোধ হয়।"

"এমন অসম্ভব কল্পনা আমার মনে কোন দিনই স্থান পায়নি,—শান্তাকে আমি অনাবশ্যক কোন দিনই মনে করিনি।"

"আমি বিশ্বাস করি, তুমি মনে করনি। আমি বিশ্বাস করি, তুমি

মনে ক'র্‌তে পার না। কিন্তু সে বিশ্বাস এখনও কোন আশ্বাসের আভাস পায়নি।" অমরের মুখখানা ম্লান হইয়া গেল।

সে সাশ্চর্য্যে কহিল, "আমার দিক থেকে এমন কি অনাশ্বাসই বা আপনি পেয়েছেন?"

"তোমার দুটো দিক আছে, অমর।—তোমার যে দিকটা আমি এখন দেখ্‌ছি সে দিকটা ছাড়া তোমার আর একটা দিক আছে। আর, সে দিকটা তোমার এ দিকের চেয়ে অনেক প্রবল। আমি ভয় ও অনাশ্বাস পেয়েছি সেই দিক থেকে।"

পিতার উক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অমর অপ্রতিভ হইল। সে এবারে স্পষ্ট অভিমানের অনুযোগ করিল, "তা হ'লে সংসারটাকে আপনি অচল ক'রে দিতে চান।"

"না, না, তুমি ভুল বুঝ্‌ছ। দুটো অনাবশ্যক জিনিষে বাধা পেয়ে তোমার সংসার অচল হবার উপক্রম হয়েছে। তাই সেই বাধা দুটোকে সরিয়ে দিয়ে আমি তোমার সংসারকে সচল ক'রে দিতে চাই।"

"আপনি বার বার ঐ একই কথা ব'ল্‌ছেন। আমি কিন্তু আপনার যুক্তির বিধানকে প্রশংসা ক'র্‌তে পারি না।"

একটু উত্তেজিত ভাবে শিবনাথ বলিলেন, "আমিও তোমার বিধি-হীনতার প্রশংসা ক'র্‌তে পারি না। এতদিন বলিনি, আজ ব'ল্‌তে বাধ্য হ'লুম, অমর। আর, ক'র্‌তে পারি না ব'লেই আমি চলে যেতে চাই এবং আজই যাব। ভয় নেই, একটিও দায় তোমার স্কন্ধে রেখে যাব না। আজই আহারান্তে, বিগ্রহটিকে কুল-পুরোহিতের হাতে সমর্পণ ক'রে, তাঁকে সেবার ভার দিয়ে আমি এখান থেকে বিদায়

নেব।" বৃদ্ধ হুঁকাটি নামাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। অমর নতমুখে বসিয়া রহিল।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া শিবনাথ কহিলেন, "তৈরী হয়ে নাও, শান্ত। আজই যাওয়া।"

বাসন মাজিতে মাজিতে মুখ ফিরাইয়া শান্তা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আজই যাওয়া?"

"হ্যাঁ, সকাল সকাল ভোগ দিয়ে পুরুত মহাশয়ের বাড়ীতে নারায়ণকে রেখে আস্তে হবে।" শিবনাথ উপরে ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বামহস্তে অৰ্দ্ধভুক্ত মিষ্টান্নটি লইয়া, দক্ষিণ হস্তে পিসিমার গলা জড়াইয়া সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া কানু প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাওয়া পিসিমা?" পিসিমা নীরবে একটা দীর্ঘ শ্বাস মাত্র ত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যার পর কৰ্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমর শুনিল, পিতা শান্তাকে লইয়া তিনটার গাড়ীতে কাশী রওনা হইয়াছেন। সে দিন আর অবসন্ন দেহ মন লইয়া সে বিপিনদার সান্ধ্য আসরে যোগদান করিতে পারিল না;—বিশেষতঃ চারু তাহাকে সে দিন সন্ধ্যাবেলা বাহিরে যাইতে নিষেধ করিল, কেন না, সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কানু অবসন্ন হইয়া সবে মাত্র ঘুমাইয়াছে বটে, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কেমন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার গা যেন একটু উত্তপ্তও হইয়াছে।

৯

"কি অসম্ভব এক রকমের গলি, বাবা,—আর বাড়ীগুলোও কি অসম্ভব একটানা ধরণের।"

"হ্যাঁ, আজীবন পথ চ'ল্‌তে অভ্যস্ত আমি, আমারই গোলমাল হ'য়ে যায়। তুমি ত জীবনে পথে পা দিয়েছ খুব কমই।"

"একেবারে যেন গোলক-ধাঁধাঁ।"

"যাই হোক, তোমার লাগ্‌ছে কেমন ?"

শান্তা একটু ইতস্ততঃ করিল। ভোজন-পাত্রের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শিবনাথ কহিলেন, "এমন শান্তির স্থান সমস্ত ভারতবর্ষে আর নেই, তাই কাশীকে আনন্দ-কানন ব'লেছে।"

শান্তা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কানন কই, বাবা ? আশে পাশে দু'চারটে থাকৃতে পারে, কিন্তু এ যে একেবারে ইট-কাঠ-পাথরের কারাগার !"

"বন্ধন নেই কোথায় ? সমস্ত সংসারটাই ত বদ্ধ কারাগার। তবে এখানকার আকাশে-বাতাসে মুক্তির একটা সনাতন সুর আশ্বাসের বাণী নিয়ে অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়ায়। যার কাণে সে সুর পৌছায়, সে বন্ধনেও মুক্তির আনন্দ পায়। তার নিরানন্দ কারাগার আনন্দ-কাননের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এ কারাগারের প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে যে মুক্তির বাতাস বয়, তার কল্যাণ-স্পর্শ লাভ ক'র্‌লে জীব শিব হয়। এই জন্যই তীর্থ-মাহাত্ম্য স্বীকার ক'র্‌তে হয়।"

"আমার কিন্তু সব তীর্থ এখনও দেখা হয়নি, বাবা।"

শিবনাথ সহাস্যে কহিলেন, "এরই মধ্যে হবে ? সবে কাল এখানে

পা দিয়েছ। জায়গাটাও খুব ছোট নয়। তা' ছাড়া, আমিও সব জায়গা চিনি না। লোকের মুখে শুনে, যেতে হবে। এসেছ যখন, তখন এক এক ক'রে সব দেখবে বৈকি।"

"একটা খুব সুবিধে হ'য়ে গেছে, বাবা,—আমার দেখা-শোনার জন্যে আপনাকে আর ভাব্‌তে হবে না।"

"কি রকম?"

"এক জন বেশ সুন্দর লোক পাওয়া গেছে।"

"এরই মধ্যে তেমন লোক পেলে কি ক'রে!"

"ঐ পাশের বাড়ীর কমলা দিদি—খুব ভাল লোক। যেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা, তেমনি স্বভাবটি সুন্দর।"

শিবনাথ সহাস্যে বলিলেন, "একেবারে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছ যে। এত শীঘ্র এমন ঘনিষ্ঠতা হ'ল কেমন ক'রে?"

শান্তা মৃদু হাসিয়া কহিল, "মেয়েলি ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে কতক্ষণ যায়?" বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"ঠিক—বিশেষতঃ লোকটা যদি মনের মত হয়।"

"খুব মনের মত। এমন গায়ে-পড়া অথচ শিষ্ট মধুর ব্যবহার আমি দেখিনি।"

"প্রবাসে তা' হ'লে একজন বন্ধু জুটিয়েছ বল?"

"আমি জোটাইনি—আপনিই জুটে গেছে।"

বিস্মিত মুখে শিবনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি জুটে গেছে কি? চাকরির উমেদার নাকি? দেখো বাপু, অজানা জায়গা, অচেনা লোক!"

পিতার বিস্ময়ে শান্তা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ভয় নেই বাবা, চাকরির উমেদার নয় সে। তার কোন অভাব নেই। দেশ থেকে পয়সা আসে।"

"দেশ থেকে পয়সা আসে,—তা' হ'লে এখানে একলা ?"

"পুরুষ অভিভাবক এখানে বোধ হয় কেউ থাকে না। তবে, আছেও এখানে অনেক দিন ;—সবই জানে শোনে।"

"বিধবা ?"

"হ্যাঁ,—বলে, বিধবা হবার দু'এক বছর পরে থেকেই এখানে বিশ্বনাথের চরণ-তলে পড়ে আছি।"

"তুমি যে একেবারে তার কুলুজীর খবর এই অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ে ফেলেছ।"

"কাল এসেই যে দুপুরে ছাদ থেকে আলাপ হ'ল। তার পর বিকেলে ঘাটে বেড়াতে গিয়ে দেখা হ'তেই যেন কত দিনের পরিচিত আত্মীয়ের মত ব্যবহার ক'র্‌লে। কেমন সরল অমায়িক! আপনার মনে পড়্‌ছে না ?—সেই যে মেয়েদের বস্‌বার দিকটায়—যার পাশে ব'সে আমি কীর্ত্তন শুন্‌ছিলুম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে—দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তর দিকটায়। তুমি গরদের চাদরপরা একটি বিধবার পাশে বসেছিলে বটে। আমি কীর্ত্তন শুন্‌তে শুন্‌তে তন্ময় হ'য়ে ততটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করিনি।"

"সে-ই—কমলাদিদি। অমন নরম নির্ব্বিবাদী লোক, কিন্তু কি ভীষণ সাহস !"

আচমন করিতে করিতে হতভম্ব দৃষ্টিতে শিবনাথ কহিলেন, "সে কি!"

"মেড়ুয়াদের দুটো ছেলে পাশে গোলমাল কর্‌ছিল, কি ধমকটাই তাদের দিলে! অন্য কারো কথা তারা কাণেই তোলেনি,—কিন্তু দিদির এক ধমকেই একেবারে চুপ্‌,—আর পলায়ন।"

শিবনাথ একটু হাসিলেন।

"যাই বলুন বাবা, এদের দেশে একটু ঝাঁঝ না থাক্‌লে চলে না। কমলাদিদি নরম হ'লে কি হবে, ঝাঁঝটুকু বেশ আছে।"

শিবনাথ আসন হইতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "ভাল, ভাল।"

শিবনাথকে উঠিতে দেখিয়া শান্তার যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। সে ব্যাকুল ভাবে কহিল, "ওকি বাবা, আপনি উঠে পড়্‌লেন যে!—আর কিছু নিলেন না?"

শিবনাথ উচ্চহাস্যের সহিত কহিলেন, "তোমার কমলাদিদির গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আমার অর্দ্ধেক পেট ভরে গেছে।"

অপ্রতিভ শান্তা অনুযোগের স্বরে কহিল, "এ আপনার ভারি অন্যায়। আমি না হয় কথা কইতে কইতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম,—আপনার কি ব'ল্‌তে নেই কোন্‌টা চাই?"

তাহার অনুযোগে শিবনাথ ব্যস্ততার সহিত কহিলেন, "না, মা, সত্যিই এমন পরিতোষে আহার আমি অনেকদিন করিনি।"

হাত ধুইবার জন্য একঘটি জল দিয়া শান্তা কহিল, "আমরা এখন কাশীতেই বসবাস ক'র্‌ব শুনে, দিদি কত খুসী হ'ল। এই নিঃসঙ্গ

পুরীতে এত সহজে এমন একটা বন্ধু পাওয়া গেল, এইটাই খুব লাভ ব'ল্‌তে হবে।"

"নিশ্চয়ই।"

"আজও বিকেলে ঘাটে দেখা হবে ব'লেছে।"

"বেশ, বেশ।"

"সবই চেনে শোনে,—তার সঙ্গে নির্ভয়ে দেখা-শোনারও খুব স্থবিধে হবে। তা'ছাড়া পাশেই যখন বাড়ী"

"আচ্ছা।"

গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রবাসে বন্ধুলাভ, বিশেষতঃ তীর্থে মনের মত সঙ্গী পাওয়া সহজে ঘটেনা, শান্ত,—এও বিশ্বনাথের কৃপা।"

শিবনাথ প্রসন্ন মনে বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন। যাক্‌, অনেকটা নিশ্চিন্ত। একটা বিষম বোঝার ভার যেন তাঁহার বক্ষ হইতে নামিয়া গেল। গৃহত্যাগ করা অবধি তিনি এমন শান্তি আর পূর্ব্বে বোধ করেন নাই। একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল—গৃহ-ত্যাগ কালে শান্তার মুখে সেই অব্যক্ত কাতরতার ছায়া, কানুর আকুল ক্রন্দনের সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, সেই পিছু হইতে ব্যাকুল আহ্বান! কতকটা আবাল্য-আচরিত সংস্কারের বশে, কতকটা মায়ার বশে, তিনিও ব্যথিত হৃদয়ে পশ্চাতে একটু না ফিরিয়া পারেন নাই। সেই বিদায়-করুণ শেষ মুহূর্ত্তে বধূ আসিয়া তাঁহার চরণে একটি প্রণাম জানাইল। আশীর্ব্বাদের একটা বাণী তাঁহার হৃদয় হইতে রসনা-পথে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই বাধা পাইল

বধূর পববর্ত্তী এক নিমেষের একটা আচরণে। শান্তাও শিশুর আবেদনে একবার না ফিরিয়া পারে নাই। তাঁহার মনে পড়িল, শেষ-চুম্বনোদ্যতা শান্তার নিকট হইতে শিশুকে চারুর সেই সদম্ভ-চালিত আকর্ষণ। নাঃ —ভালই হ্ইয়াছে। অমর যাহাই মনে করুক, সে সংসারে শান্তার অটুট স্থান হওয়া অসম্ভব। তাহার অপেক্ষা, সে আমার সহায়তায় এমন একটা পথ দেখিয়া লউক, যে পথ যুগে যুগে সুচিন্তিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সে পথে মার নেই।

দুর্ব্বল অমর এতটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে নাই। অবোধ শান্তার কোমল দৃষ্টিতে এতটা ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে নাই, সে বর্ত্তমানেব ক্ষণিক মোহেই উদ্‌ভ্রান্ত। তাই, চির-পরিচিত গৃহের নিকট বিদায় লইয়া শিবনাথ যখন গাড়ীতে বসিয়া ছিলেন তখন তাঁহার নেত্র ক্ষণেকের জন্য ছল্ ছল্ করিয়া উঠিলেও, সম্মুখে উপবিষ্টা শান্তার করুণ-কঠোব নিশ্চল মুখচ্ছবি দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। শিবনাথ স্পষ্ট উপলব্ধি কয়িয়াছিলেন, তাঁহার এতখানি বয়সের দৃঢ়মূল সংসার-মায়া তাঁহার হৃদয়ে যত না বিদায়-বিরহ আনিয়াছে, ততোধিক বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে ঐ তরুণ-বয়স্কা নারীটির হৃদয়ে। নূতন দেশ দেখিবার জন্য তরুণী-হৃদয়ে উল্লাস-আগ্রহ কোথায়? শান্তা যদি ভাড়াগাড়ীতে মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত বসিয়া না থাকিয়া একটাও কথা কহিত, তাহা হইলে বোধ হয় শিবনাথ অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু সে কোন কথাই কহে নাই, তবুও তাহার মর্ম্মের অব্যক্ত বাণী যেন গাড়ীর দরজা-জানালা ভেদ করিয়া পশ্চাতে গাড়ীর গমনের বিপরীত দিকে ছুটিয়াছে। কানুর ক্রন্দনের

রেশ্‌টা যেন তখনও বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দে তাহা ডুবিয়া যায় নাই—যেন একটা ভিখারী শিশু প্রচণ্ড ক্ষুধার যাতনায় ক্ষীণ চীৎকার করিতে করিতে প্রাণপণে গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছিল।—এ কি ভুল?—শিবনাথ মনে মনে কহিয়াছিলেন—হ্যাঁ, এ মোহ। এ কি নিষ্ঠুরতা?—শিবনাথ মনে মনে কহিয়াছিলেন,—নিরুপায়, সংসারে কর্ত্তব্যের পথ চির-কঠোর।

হাওড়ায় ট্রেণে চড়িয়াও অনেকক্ষণ শান্তার এই দুশ্চেছ্য নীরবতাকে ভঙ্গ করিতে তিনি সাহস পান নাই। কিন্তু অল্প পরেই যখন শ্যামল প্রান্তরের পর প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া গাড়ীখানা হু হু করিয়া ছুটিতে লাগিল, দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্ত্তনে চিররুদ্ধা শান্তার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে একখানা চলচ্চিত্রের বাস্তব অভিনয় হইতে লাগিল, তখন ঐ উন্মুক্ত প্রান্তরের শ্যামল শান্ততায় শান্তার চিত্ত যেন কতকটা কোমল হইল। সে দুই একটা কথা কহিল,—শিশুর মত কৌতুহল লইয়া পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সম্বন্ধে পিতাকে দুই একটা প্রশ্ন করিতে লাগিল। শিবনাথ অগাধ নৈরাশ্য ও নিরুদ্যমতার মধ্যে আশা ও উৎসাহের ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। তারপর কত নদ, কত নদী, কত বন, কত অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া গাড়ী নৈশ-অভিযানে অবিরাম অগ্রসর হইয়াছে। তন্দ্রাতুর শিবনাথ মধ্যে মধ্যে তন্দ্রাভঙ্গে সচকিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, বিনিদ্রা শান্তা উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে উন্মনা দৃষ্টিতে বাহিরে জ্যোৎস্না-ম্লান দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছে; তাহার মুখেও যেন ঐ আলো ও ছায়ার রহস্যময় প্রহেলিকা!

শান্তার মুখে ঐ আলো ও ছায়ার খেলা শিবনাথ আজ তিন দিন

যাবৎ দেখিয়া আসিতেছেন। তাই কাল নিশাশেষে সৌধ-কিরীটিনী বারাণসীর জাহ্নবীতীর প্রভাত-কিরণে নয়ন-মোহন মূর্ত্তিতে যখন দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল, তখন শান্তার চোখে-মুখে প্রথম পুলকের বিপুল ব্যঞ্জনা দেখিয়া তিনি অত্যধিক আশান্বিত হইয়াছিলেন। উল্লসিত অন্তরের সে কি উচ্ছ্বাস! কাল সমস্ত দিন তিনি কন্যার আচরণে, কন্যার বাক্যে, তাহার ক্রিয়া-কলাপে সে উচ্ছ্বাসের ব্যর্থ অনুসন্ধানে ফিরিয়াছেন—সে উচ্ছ্বাস স্থায়ী হইয়াছে কই? কলিকাতার গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটার মত একবার আসিয়াছে, একবার মন্দীভূত হইয়াছে। এমন দোটানা অবস্থার মধ্যে তাহার মন স্থিরতা লাভ করিবে কি করিয়া? শিবনাথের শঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল; এমন সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, শান্তা এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে একটি মহিলা-বন্ধু লাভ করিয়াছে, সে তাহার সমবয়স্কা না হইলেও কতকটা সমবস্থ, অধিকন্তু তাহার মনের মত। তাহার সাহায্যে শান্তার অশান্ত মনটা কাশীতে শান্তভাবে বসিবে ভাবিয়া শিবনাথ যেন পরম আশ্বস্তি পাইলেন।

বৈকালে ঘাটের দিকে একটু বেড়াইতে যাইবার জন্য পিতা-পুত্রীতে যেমন পথে পা দিয়াছেন, অমনি পাশের বাড়ী হইতে একখানি গরদের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কমলাদিদি পথে বাহির হইল। শান্তাকে দেখিয়াই সে নিকটবর্ত্তি হইয়া প্রথমে একটা কুশল প্রশ্ন করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাবে?"

'চলুন ঘাটের দিকেই যাই।"

"তাই চল।" শান্তা কমলার সহিত গল্প করিতে করিতে পথ

চলিতে লাগিল। শিবনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা উভয়ে হঠাৎ থামিল। শান্তা পশ্চাৎ-দিকে মুখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, "বাবা, আজকে বিশ্বনাথের আরতি দেখ্‌তে গেলে হয় না—খুব সুন্দর।"

"বেশ, যাওয়া যাবে। কখন?"

"অল্প একটু রাত হবে।—তাতে ভয় কি?"

"নাঃ—কি আর ভয়?"

"দিদিও সঙ্গে যাবে।"

"বেশ, বেশ।"

বাঙ্গালীটোলার দিক হইতে যে গলিটা উত্তর মুখে কালীতলার দিকে গিয়াছে, তাহারা সেই গলিটা অবলম্বন করিয়া—প্রায় কালী-তলার নিকটবর্ত্তি হইয়াছে—এমন সময়ে দুইটি যুবক ত্বরিতপদে তাহা-দের অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পথটা বৈকালে বেশ কোলাহল-মুখর, সঙ্কীর্ণ পথে পথচারীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। জনতার চাপে ও ব্যস্ততার আতিশয্যে তাহাদের মধ্যে একটি যুবক যেন কমলাকে সামান্য একটু ঠেলিয়া দিয়া আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেল। শিবনাথ বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "কি অসভ্য এ ছোকরা!"

পথিপার্শ্বের এক দোকানী যেন তাহার হইয়া কৈফিয়ৎ দিল, "যে ভিড় মশায়, কি ক'র্‌বে ভদ্রলোক? অসাবধানে হয়ে গেছে, কিছু মনে ক'র্‌বেন না?

কালীতলার মোড়টা অতিক্রমপূর্ব্বক দশাশ্বমেধের ঘাটের পথের জনতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে, কমলা ও শান্তা

উভয়েই যুগপৎ দেখিল সেই যুবক দুইটি সম্মুখে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান। শুধু দণ্ডায়মান নহে, তাহাদের সাগ্রহ দৃষ্টি তাহাদের দিকেই নিবদ্ধ। কমলার সহিত চোখোচোখি হইতেই তাহাদের চোখে-মুখে ক্ষীণ হাস্যের তরল তরঙ্গ খেলিয়া গেল, কমলারও অধর ক্ষণিকের জন্য হাস্য-রাগে রঞ্জিত হইল। সে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। শান্তাও মুহূর্ত্তে আপন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "একি! আপনার চেনা লোক, দিদি?"

"হাঁ তাইত দেখ্‌ছি। আমার আত্মীয়! অন্যায় বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, দেখ্‌লে না কতটা কিন্তু কিন্তু ভাব?"

শিবনাথ শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, "হবেই ত। ভদ্র-লোকের ছেলে, অসাবধানে অনিচ্ছায় অন্যায় ক'রে ফেলেছে,—একটু কিন্তু কিন্তু হবেই ত।"

কি অসম্ভব জনতা এই ঘাটে! সমস্ত বাঙ্গলাদেশটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূজার ছুটি এখনও শেষ হয় নাই। কলিকাতার সমাজ-সৌধের প্রত্যেক স্তরের একটু আধটু অংশ যেন আশ্বিনের ছুটির ঝড়ে ভাঙ্গিয়া জাহ্নবীর উজান স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বারাণসীর ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। কাশীর গঙ্গার উত্তরবাহিনী তরঙ্গ-গতি সে ঝটিকা-চালিত গতিকে রোধ করিতে পারে নাই। কাশী যেন এ ঝটিকায় আবর্ত্ত-সঙ্কুল, সংক্ষুব্ধ। তাই তাহার পথে ঘাটে এত চঞ্চলতা। তাই তাহার বাজারে বাজারে জিনিষ পড়িতে না পড়িতে এ ঝটিকার ফুৎকারে আজকাল প্রতিদিন প্রাতে কোথায় যেন ঝটিতি উড়িয়া যায়। ঝটিকার আবর্ত্তে পেলব কুসুমগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া দূরে নিঃক্ষিপ্ত হয়,—

তাই বুঝি দশাশ্বমেধের ঘাট এমন ললনা-সঙ্কুল। বাঙ্গলার অন্তঃ-পুরোদ্যানের অনেক পেলবকুসুমই স্থানচ্যুত হইয়া দশাশ্বমেধের ঘাটের সোপানে সোপানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

শরতের "ঘর-ছাড়ানো" ডাকে এবং তাহার "পথ-ভোলানো" সুরে বাঙ্গালার কতকগুলি উন্মনা প্রাণী ঘরদোর ছাড়িয়া, পথ ভুলিতে ভুলিতে সমস্ত বিহার প্রদেশটা অতিক্রম করিয়া একেবারে কাশী সহরে আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়াছে। হায়রে শরৎ! তুমি সত্য সত্যই ঘরের প্রতি উদাসীন! যথার্থই তোমার বহিঃপ্রীতি সু-স্পষ্ট। তোমার হাওয়ায় যে ছুটির মাদকতা আছে, তাহা মানুষকে বাহিরে ছুটায়। শুধু ছুটায় নহে, বাহিরকে লুঠ্ করিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষাও তাহার মনে জাগাইয়া দেয়। একেবারে "লুঠ্!" তাই, অপরাহ্নের ম্লান-রাগ-রঞ্জিত কাশীর জাহ্নবী-তীরে আজ যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহারা যেন বাহিরকে লুঠ্ করিবে বলিয়া ক্ষুদ্র বাধা-বন্ধনের নিকট হইতেও ছুটি লইয়াছে। বাজাও তোমার ছুটির ঘড়ি!—দিকে দিকে সমস্ত বন্ধন ও জড়তা ছুটি লউক।

দশাশ্বমেধে এ ছুটির কোলাহল। শারদ অপরাহ্নে ছুটির ঘড়ির আওয়াজে সদ্য-বাঁধন-হারা নর-নারীর চাঞ্চল্যে পথ-ঘাট মুখর। ছুটির ঘড়ির আওয়াজে কোন কোন উদ্দাম-প্রকৃতি জীবের হৃদয়ে ও আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে;—আর বাঁধাধরা নিয়মের পীড়ন নাই, সমাজ-শিক্ষকের বেত্র-শাসনের ভয় নাই। এখন যে ছুটি! এ উদ্দামতা যদি সংক্রামক ব্যাধির মত শান্ত শিষ্ট-প্রকৃতি অন্যান্য জীবকেও অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে, তবে তাহাও ছুটির সনাতন

বিধানে উপেক্ষণীয়। কমলাদিদির হাত ধরিয়া ঘাটের সোপান অতিক্রমকালে—ছুটির জনতায় বাধা পাইতে পাইতে চির-অবরুদ্ধা ভীতা শান্তা এই বিপুল জনতার চঞ্চলতায় একটু আকুল হইয়া উঠিল। নীচে পৌঁছিয়া সে ব্যগ্রভাবে কমলাকে কহিল, "এখানটায় বড় ভিড় দিদি, চলুন একটু ফাঁকা জায়গায়।"

"বেশ ত' চলনা ঐদিকে।"

দক্ষিণে অহল্যাবাইএর ঘাটে বুরুজের উপর বসিয়া জনৈকা প্রবীণা নারী হার্মোনিয়াম সহযোগে সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন গাহিতেছে। সে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধা কীর্ত্তন-গায়িকা, সম্প্রতি কলিকাতার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য ছুটি লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে স-সম্মানে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া কয়েকটি শিশু, বালক, বালিকা, তরুণী ও বৃদ্ধা তাহার ছুটিকে শ্রদ্ধায় সার্থকতা দিতেছে এবং নিজেদের ছুটিকে সার্থক করিতেছে। তাহাদেরই একপাশে কমলা শান্তার হাত ধরিয়া বসিয়া গেল। অদূরে কয়েকজন যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে এ কীর্ত্তন-সুধা পান করিতেছিলেন। বৃদ্ধ শিবনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া, বাধ্য হইয়া এ দলের সন্নিকটে বসিয়া আপনার ছুটি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

"এত ভিড়ে আসা উচিত নয়।"

কথাটা যেন ভাল বুঝিতে না পারিয়া কমলা কহিল, "কাদের আসা উচিত নয়?"

"আমাদের।"

জরদার কৌটা হইতে এক টিপ্ জরদা লইয়া মুখে দিতে দিতে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? মানুষ হ'য়ে, তুমি মানুষ পছন্দ কর না?" শান্তার মুখখানা একটু ম্লান হইয়া গেল। স্থির কৌতূহল-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে, তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কমলা পুনরায় কহিল, "তা হ'লে তোমার মনটা মরে গিয়েছে।"

তাহার এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে শান্তা একটু অপ্রস্তুত না হইয়া পারিল না। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—এমন সহজ পরিষ্কার ভাবে কমলা কথা কয়টা বলিল যে, তাহার অভিমতের মধ্যে কোথাও কোন ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে এমন সন্দেহ করিবার অবসর যেন কাহারো নাই।

সত্য সত্যই কি শান্তার মনটা মরিয়া গিয়াছে? কমলার কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তা একবার নিজের কাছে নিজে কৈফিয়ৎ চাহিল। হাঁ, সত্যই মরিয়াছে—একটি শিশুর করুণ আর্ত্তনাদের মধ্যে কলিকাতার রাজপথে এ-মরণ-অভিসার সুরু হইয়াছে। এ মহামরণের

মহাদীর্ঘ পথ তাহাকে কাশীতে টানিয়া আনিয়াছে, আর কোথায় লইয়া যাইবে, কে জানে? সত্যই ত জীবন-দেউল শূন্য!—কার প্রতীক্ষায়?—যমের?—না, না। ঐ শারদ আকাশে, ঐ পূত-সলিলা জাহ্নবীর তরঙ্গে, ঐ অসংখ্য উচ্চশির মন্দিরে মন্দিরে, ঐ কোলাহলময় জনতায়—সর্ব্বত্রই যে পূর্ণতার উল্লাস-স্পন্দন! তাহার অন্তরও আকুলভাবে সাড়া দিয়া উঠিল,—"মরি নাই,—আছি,—আছি।" কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ—দিদি, মানুষটা বেঁচে থাকৃতে থাকৃতে তার মনটা মরে যায় কি ক'রে?"

বিস্মিতা কমলা সাশ্চর্য্যে বলিল, "তুমি কি জীবনে কোন দুঃখই কোন দিন পাওনি?"

"না,—হাঁ,—পেয়েছি বৈকি।—না, এমনই বা কি?"

সন্দিগ্ধা কমলা প্রশ্ন করিল, "কোন কিছুর অভাব?"

"কিসের অভাব?"

"এই ধর দেহের?"

'খাবার?"

"দূর।"

"পর্‌বার?"

"দূর।" শান্তার জ্ঞানহীনতায় কমলা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে-মুখে একটু সন্দেহেরও ছায়াপাত হইল—হয় এ জানিয়া শুনিয়া ন্যাকামী করিতেছে, নয় একেবারে শিশুর মত সরল। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া সে কহিল, "মন কোন কিছু চেয়েছে, যা পায়নি বা যা পাবার উপায় নেই?"

সে চাহিয়াছিল অনেক। সে পাইয়াছিল যথেষ্ট। কিন্তু—এখন? এ লোকটা কি মনের কথা পড়িতে পারে,—একেবারে মনের গোপন সুরটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছে! নিজের দুর্ব্বলতাকে গোপন করিবার জন্যই যেন শান্তা একটু ব্যস্ততার সহিত বলিল, "মন পৃথিবীতে অনেক জিনিষই চায়। সবই কি পায়, দিদি? তাতে আর দুঃখের কি আছে? বড় জোর একটু অভিমান হ'তে পারে। ছোটছেলে যেমন চাঁদ চেয়ে না পেলে, অভিমানে কেঁদে ওঠে। সে অভিমানে প্রাণান্ত হবে কেন?"

"ও হরি, সমস্ত দুনিয়ায় মানুষই বুঝি ছোট ছেলে? ছেলেকে ভুলিয়ে দিলে ভোলে, কিন্তু মানুষ ভুল্‌তে পারে না। আর, ভুল্‌তে পারে না ব'লেই ভোগে। এই কর্ম্মভোগেই মন আস্তে আস্তে ম'র্‌তে থাকে।" ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া কমলা পুনরায় কহিল,—"মানুষ যা চায়, ভাল ক'রেই চায়। সে শুধু চায়না, দাবী করে।"

"পাবার দাবী যথেষ্ট থাকৃতে পারে। কিন্তু, দাতার দানের উপরে ত দাবী চলে না।"

উৎসাহের সহিত কমলা বলিল, "পাবার একটা দাবী আছে ব'লে তুমি মনে কর?"

"আমার আছে এমন কথা আমি ব'ল্‌ছি না। কিন্তু কারো হয়ত' থাকৃতে পারে।"

"কারো যদি থাকৃতে পারে, তা হ'লে তোমারই বা নেই কেন? তুমি ত আর সৃষ্টি-ছাড়া নও?"

"হাঁ, আমি একটু সৃষ্টিছাড়া।" ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসের সহিত শান্তা পুনরায় কহিল, "আমার আবার দাবী-দাওয়া কিসের ?"

"সেই জন্যেই ব'ল্‌ছিলুম, তোমার মনটা মরে গিয়েছে। তুমি একটি সৃষ্টিছাড়া জীব। দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত দেনা-পাওনার হিসেব বন্ধ ক'রে বসে আছ। অথচ ন্যায্য দেনা যা তা'ও দাওনি ; নিজের ন্যায্য পাওনা যা তাও পাওনি।"

শান্তা ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বরে কহিল, "কে ব'ল্‌লে আপনাকে এ কথা? আমার যা দেবার আমি সর্ব্বস্ব নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি—"

উৎফুল্ল আগ্রহে তাহাকে বাধা দিয়া কমলা কহিল, "বুঝেছি। যা পাবার তা পাওনি। দুনিয়ায় এমন ঠক্‌তে হয়। এক আধ বার ঠক্‌লেই কি আর কারবার বন্ধ ক'র্‌তে হয় ?"

শান্তা কমলার আকস্মিক উৎফুল্লতার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। তবে সে যে তাহার ন্যায্য পাওনা পায় নাই, এ ধারণা কমলাদিদি এমন সহজে কিরূপে করিয়া ফেলিল, ইহা ভাবিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়াও পারিল না। এ ব্যর্থতার চিহ্ন শত চেষ্টাতেও তাহার চোখ-মুখ হইতে কি মুছিয়া যায় নাই? কমলাদিদির শেষ কথাটা কিন্তু অসম্ভব হেঁয়ালির মত! তাই শান্তা একটু অপেক্ষা করিয়া বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করিল,—

"কার সঙ্গে কারবার ?"

অধর-কোণে ক্ষীণ হাসিকে চাপিয়া কমলা কহিল, "মানুষের সঙ্গে,—দুনিয়ার সঙ্গে।"

"কিন্তু, যার সঙ্গে কারবার চল্‌ছিল, সেই অপর পক্ষ যদি হঠাৎ কারবার বন্ধ ক'রে দেয়, তখন উপায় ?"

"উপায় ত পরিষ্কার পড়ে রয়েছে—"কমলার অধর ও নয়ন-কোণে আবার একটা হাস্যের ক্ষীণ তরঙ্গ খেলিয়া গেল—"নূতন ক'রে নূতনের সঙ্গে কারবার ফাঁদ্‌তে হবে।"

"সেকি! আপনি কাদের কথা ব'ল্‌ছেন ?"

"আমাদের।"

"আমাদের! আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমরা মেয়ে-মানুষ।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমরা আগে মানুষ, তারপর মেয়ে মানুষ। মানুষের মতই শরীর মন আমাদের আছে। মানুষ যা ভাব্‌তে পারে আমরাও তা ভাব্‌তে পারি, বরং দু'একটা ভাবনা আমাদের বেশী আছে। মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক নয়, দোষের নয়, আমাদের পক্ষে তা' দোষের কেন হবে ?"

"যাই বলুন, একটু তফাৎ করে বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করেছেন।"

"কিসে ?"

"এই ধরুন দেহে। তারপর মনেও ঠিক পুরুষের মত কঠোর সবলতা আমাদের নেই।"

"কিন্তু দেহ ও মনের ক্ষুধা ঠিক তাদেরই মত আছে। সুতরাং সে ক্ষুধা আমরা মেটাবার চেষ্টা না ক'র্‌ব কেন ? দুনিয়ায় যা কিছু আদায় কর্‌বার, আমরা পূরো মাত্রায় আদায় ক'রে নেব। এ ক্ষুধা না মেটালে দেহ ও মনকে এক রকম অনাহারে রাখ্‌তে হয়। এমন অনাহারে মরে লাভ কি ?"

শান্তা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "অবিশ্যি, দেহ মনের একটা খোরাক, যেমন ক'রে হোক ধ'র্‌তে হয়।"

"ঐখানে তুমি ভুল ক'র্‌ছ। দেহ আর মন এক জিনিষ নয়। দেহ আর মনের খোরাক এক নয়।"

"কি রকম ?"

"ক্ষিদে পেলে খাও ত ?"

"হাঁ, তা খাই বইকি।"

"একটু বই পড়তে ইচ্ছে হ'লে পড় ত ?"

"হাঁ তা পড়ি বইকি।"

"তা হ'লে দেহ মনের দুটো ক্ষিদে, দু'রকম হ'ল না কি ?"

"তা হ'ল।"

"তা হ'লে দুয়েরই দরকার আছে ?"

"তা আছে। কিন্তু, আসল ক্ষিদেটা ঐ মনের, কেননা দেহের খাবার ইচ্ছে জাগে ঐ মনে।"

"তবু দুটোকে দু'রকম খোরাক দিতে হয়। তা না দিলে দুয়েরই মঙ্গল নেই। মন যেখানেই থাকুক, দেহের ক্ষিদেটাকে নিয়ত তুমি অস্বীকার ক'র্‌তে পার না। মন উঁচুতে থাকে ভালই, কিন্তু নীচে দেহটা যে ক্ষিদেয় হাহাকার ক'র্‌বে, সে ঠিক নয়। আবার, দেহ যা খুসী তাই খেয়ে নিক, মন যদি সাচ্চা থাকে, তাতে কি এসে যায় ?"

"এ যে সৃষ্টিছাড়া ক্ষিদে, দিদি,—আর সৃষ্টিছাড়া খাওয়া। দেহ আর মন এমন দুমুখো দু' রাস্তায় চ'ল্‌তে পারে ? হয় দেহের ক্ষিদেটা

মনকে উঁচু থেকে নীচে নামিয়ে আন্‌বে, নয় মন দেহটাকে আপনার রাস্তায় টেনে নিয়ে যাবে। একটা আর একটার পেছনে পেছনে যাবেই।”

পাণের একটু পিচ, ফেলিয়া একটা দম লইয়া কমলা কহিল, “তুমি সৃষ্টিছাড়া, তাই এই ক্ষিদেটাকে সৃষ্টিছাড়া ব’ল্‌ছ।” কমলা ‘ক্ষিদে’ কথাটাতে একটু জোর দিল দেখিয়া শান্তা শ্রান্ত কণ্ঠে কহিল, ‘ক্ষিদে আর ক্ষিদে,—এমন ক্ষিদের বাড়াবাড়ি আমি ত বাপু কোন দিন বোধ করিনি।”

“ক্ষিদে বোধ করনি?—তবে এতটা ক্লান্ত কেন? এই যে একটু আগেই ব’ল্‌লে অপর পক্ষ কারবার বন্ধ ক’রে দিয়েছে।” কমলা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল শান্তার মুখে-চোখে অকস্মাৎ একটা চমক লাগিয়াছে।

ক্ষুধা - ক্ষুধা—এ যে প্রচণ্ড বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! ঐ যে জাহ্নবী-বক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গ আপনার অগাধ পিপাসা অজানা সিন্ধুতে মিটাইবে বলিয়া পিপাসায় হাহাকার করিতে করিতে ছুটিয়াছে, ঐ যে কোন্ ভক্তিমতীর শ্রদ্ধাদত্ত একটি ক্ষুদ্র দীপ তরঙ্গ-বক্ষে নাচিতে নাচিতে হৃদয়ের প্রীতি-ক্ষুধার বহ্নিটুকুকে বহন করিয়া আকাঙ্ক্ষিতের অজানা উদ্দেশে চলিয়াছে—ঐ যে দেবালয়ের শঙ্খ-ঘণ্টা-নহবতের ধ্বনি দিকে দিকে কাহার অন্বেষণে ফিরিতেছে। চারিদিকে অন্বেষণ—কোথাও তরঙ্গ-নর্ত্তন—কোথাও বহ্নিজালা—কোথাও আকুল আবেদন। চারিদিকেই ক্ষুধার অভিব্যক্তি। উত্তেজিতা শান্তার হৃদয় একেবারে আলোড়িত, আকুল হইয়া গেল। কিন্তু কই তাহাতে ত অন্বেষ্য বস্তুর সন্ধানে

দিকে দিকে ছুটিতে হয় নাই! তাহাকে ত অন্বেষণ করিতে হয় নাই! সে যে ঐ অদূরে শিশুসহ দণ্ডায়মানা জননীটির মত আশে পাশে না চাহিয়াও আপনার অন্বেষ্য বস্তুকে নিজের কাছে নিবিড়ভাবে পাইয়াছিল। তাই বুঝি সে এ ক্ষুধার অস্তিত্বকে এতদিন বুঝিতে পারে নাই? আজ বিচ্ছেদের হাহাকারের মধ্যে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে, তাহার মন ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহার অন্বেষণে ফিরিতেছে। এ ক্ষুধাটা এতদিন ছিল কোথায়? আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানিমায় শান্তার চিন্তা ছায়াচ্ছন্ন মুখখানি আরো ম্লান হইয়া উঠিল।

শ্যেন-দৃষ্টি কমলা তাহার এই ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিল। সে আপন মনে কহিল—ঠিক্ ধরেছি, তবে বড্ড চাপা আর বেজায় অভিমানী। প্রকাশ্যে বলিল, "ক'ল্‌কাতায় তোমার কে কে আছে, শান্তা?"

শান্তা প্রথমবার কথাটা শুনিতে পাইল না দেখিয়া, কমলা দ্বিতীয় বার ঐ একই প্রশ্ন করিল।

নীরস কঠোর মুখে শান্তা উত্তর করিল, "কেউ নেই।"

"বাবা ছাড়া তোমার আর কেউ নেই?"

শান্তা নীরব।

তাহার নীরবতায় বিস্মিতা কমলা পুনরায় প্রশ্ন করিল, "শ্বশুর বাড়ীর?"

শান্তা তিক্তস্বরে উত্তর করিল, "কে জানে!"

তাহার তিক্তস্বরের পশ্চাতে একটা করুণ বেদনার অনুভূতি যে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেও, কমলা সহসা এ

বেদনার স্বরূপটুকু অনুমান করিতে পারিল না। কিসের এই বিরক্তি বা অভিমান? জানিবার জন্য একটা আকুল আগ্রহ তাহার মনকে উত্যক্ত করিল,—জিজ্ঞাসুভাবে তাহার চোখ, মুখ, অধর একবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল; কিন্তু উদাস-দৃষ্টি তরুণীর তমসাচ্ছন্ন মুখখানার দিকে চাহিয়া তাহার বাক্‌শক্তি যেন সহসা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কমলা বুঝিল, এ উদাস নীরবতাকে ভঙ্গ করিতে গেলে শূন্যদৃষ্টি শান্তার মন অকস্মাৎ এমন একটা আঘাত পাইবে যাহাতে সে তাহার প্রতি বিরক্তিতে হয়ত বিমুখ হইয়া উঠিবে,—এস্থলে নিঃস্তব্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ।

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। দিবাকর-পত্নী ছায়া দূর-অস্তাচলগত পতির অন্বেষণে ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিতে আসিতে পতি-বিরহে ক্লান্তভাবে ধরণীর কোলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মণি-মুক্তা-খচিত কৃষ্ণ অলকদাম বায়ুভরে গগনে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাহার কালো সাড়ীর শিথিল অঞ্চলখানি বিচিত্ররূপা মেদিনীর অঙ্গকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পূরবীর করুণ বিলাপে তাহার বিরহ-ব্যথাকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দেবালয়ের নহবতগুলি ক্ষণপূর্ব্বে নীরব হইয়াছে। ওই পর পারের তীরভূমির কৃষ্ণ ছায়ায়, ওই তিমিরকৃষ্ণা জাহ্নবীর মৃদু কলনাদে, ওই প্রস্তরময়ী পুরীর তমসাবৃত মূর্ত্তিতে, ওই ম্লান তারায় তারায় কি অপরূপ করুণ শান্ততা! ক্ষণপূর্ব্বে সে যেখানে ক্ষুধার উন্মাদ উত্তেজনা দেখিয়াছে, এখন সেখানে দেখিল ব্যথার শান্ত নির্লিপ্ততা। ব্যথাভরা প্রাণে, উদাসীনের দৃষ্টিতে যে এ দৃশ্য কিয়ৎক্ষণ দেখিয়াছে, সে বিশ্ব ভুলিয়া যায়, চারিপাশের হৃদয়হীন মুখর জনতার কোলাহল তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রকৃতির এ করুণ মূর্ত্তি

দেখিয়া তাহার হৃদয়ের গোপন পুরে যে করুণ রাগিণীর সুর উঠে তাহাতে সে তন্ময় হইয়া যায়। শান্তা তন্ময়ভাবে সে গোপন ব্যথাকে উপভোগ করিতে লাগিল।

কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল। ঘাটের জনতা ক্রমশঃ ক্রমশঃ লঘু হইতে লাগিল। দুই একটা প্রশংসা-বাণীর অর্ঘ্য লইতে লইতে গর্ব্বভরা কীর্ত্তন-গায়িকা আপন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। মুখরা কমলা শান্তার দীর্ঘ নীরবতায় বিরক্ত হইয়া এতক্ষণ মনে মনে আলোচনা করিতেছিল,—এমন আপন-ভোলা লোক দেখিনি বাপু। এবারে অধীর হইয়া কহিল,—"রাত হ'য়ে গেল।"

"সত্যিই ত। বাবা গেলেন কোথায়?" আশে পাশে চাহিয়া শান্তা দেখিল পিতা নাই। ত্রস্তা হরিণীর মত চকিত দৃষ্টিতে শান্তা কহিল, "তাই ত, বাবাকে দেখ্‌ছিনা যে।"

একবার সচকিতে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কমলা কহিল, ' ওই যে, জলের ধারে সিঁড়িতে ব'সে আহ্নিক ক'র্‌ছেন।"

শান্তা যেন একটা হাঁফ্‌ ছাড়িল এবং কমলারও তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলে। ভয় নেই, অগাধ জলে পড়নি।"

শান্তা অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "না, তা' আমি মনে করিনি। তবে, বাবাও এদেশে অ-চেনা লোক, নতুন।"

"হারিয়ে গেলেও খুঁজে বার ক'র্‌তে বেশিক্ষণ যাবে না।"

"বলকি দিদি!"

"আমার এখানে অনেক আত্মীয় ভাল লোক আছে।"

শান্তা যেন এ সংবাদে কতকটা আশ্বস্ত হইল। কথা কহিবার সুযোগ লাভ করিয়া কমলা কহিল,—"বেশ গায় ঐ কীর্ত্তন-ওয়ালী।" কীর্ত্তন-গায়িকা তখন হেলিতে দুলিতে কুঞ্জর-গতিতে তাহাদেরই সন্নিকট দিয়া চলিয়া গেল।

শান্তা কহিল, "মন্দ নয়।"

"ওমা! শুধু মন্দ নয়,—ওর কত বড় নামডাক জানো?"

"কি জানি দিদি, আমি অত খবর রাখি না।"

"ক'ল্‌কাতায় কি নাম-যশ! আর এখানেই বা কসুর কি? দেখ্‌লে না কত লোকে ঘিরে ব'সে কেমন ধন্যি ধন্যি ক'র্‌তে লাগ্‌ল? মুখের দুটো কথা শোনবাব জন্যে, দুটো কথা ওর সঙ্গে কইবার জন্যে কত মেয়ে ছেলে কেমন লালায়িত। শুধু মেয়েরাই বা কেন?—অনেক পণ্ডিতেও ত ওকে মান দিয়েছে, ওর মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধে।"

"হোক গে দিদি, তবু ও ছোট।"

"ছোট কিসে? ছোট কাযে দেহটাকে দিয়েছিল ব'লেই কি ও ছোট? কিছু নয়—কিছু নয়,—দেহটা যে কিছু নয়। দেহটাকে পণ্ডিতেরা কত ছোট জিনিষ ব'লে মনে করে তা' জানো!"

"তবে কোন্‌টা বড়?"

"মন—মন। মনে দুটো চারটে ভাল খেয়াল, দুটো পাঁচটা ভাল কল্পনা থাক্‌লেই যথেষ্ট। দেহের কলঙ্কের দিকে চেয়ে দেখ্‌বার কোন দরকার নেই। তা ছাড়া, তারা বলে আত্মায় কখনও দাগ লাগেনা, যেখানে জীব, সেখানে শিব!"

"আচ্ছা দিদি, দেহটাকে তারা এত ছোট জিনিষ ভাবে কেন?

বাপ-পিতামহের কাছে থেকে পাওয়া যে দেহটা তাদের প্রথম ও প্রধান গর্ব্বের বিষয়, সে দেহটা এত ছোট হ'ল কিসে? সেই দেহ নিয়ে যথেচ্ছাচার করা কি একটা ছেলেখেলার সামিল?"

"ধূলো-কাদা-মাখা ছেলেকে কি কেউ কোলে নেয় না?"

"যদি সে কাঁদে তখন তাকে নিতে পারি, তবু ধূলো-কাদা বেশ কোরে আগে ঝেড়ে নিয়ে তবে। যদি স্বেচ্ছায়ও নিই, তা'হলেও পরিষ্কার ক'রে তবে নিতে হবে, না হ'লে নিজেরই কাপড় চোপড় ময়লা হ'য়ে যাবে।" শান্তা সহাস্যমুখে কথা কয়টি বলিল।

কমলা উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিল, "পাপীকে ঘৃণা করার অধিকার কারো নেই।"

"পাপীর প্রতি ঘৃণা না থাকলে যে, পাপের উপর ঘৃণা ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আসবে।"

"তা ব'লে মানুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার ক'রবে না?"

"না, মানুষ মানুষের মত না হ'লে, তাকে সম্মান দিয়ে তুলে নিতে আমি রাজী নই।"—

তাহাকে বাধা দিয়া কমলা কহিল, "তুমি ভুল ক'রছ। মানুষ দেবতা নয়, কোনও দিন হবেও না। তার অপরাধকে তুমি অনর্থক বড় ক'রে দেখ্‌ছ। আসলে রক্ত মাংসের শরীরে এটা একটা মস্ত অপরাধই নয়।" কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই, শান্তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের বিপুল বিকাশ দেখিয়া, কমলা মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "ক্ষমা করা আমাদের উচিত নয় কি?"

"তবে চোর-ডাকাতকে জেলে পাঠায় কেন? খুনীকে ফাঁসী দেয়

কেন?—শুধু ঘৃণা?—শান্তির মাত্রাকে একেবারে চরম ক'রে তোলে যে?"

কমলার মুখখানা যেন হঠাৎ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ক্ষীণ হাস্যের সহিত কহিল, "এই যে তুমি বেশ তর্ক ক'র্‌তে পার দেখছি। পড়াশুনো কতদূর ক'রেছ?

"এমন বেশী নয়। ঘরেই সামান্য একটু। আপনি?"

"ইস্কুলেও দিন কতক গিয়েছিলুম—দু'পাঁচ খানা বইও মধ্যে মধ্যে পড়ে থাকি। আর তা'ছাড়া পাঁচটা লোকের কাছেও ত পাঁচটা কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়।" ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া কমলা পুনরায় বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে বেশ তৃপ্তি আছে। দুপুর বেলা কি কর? আচ্ছা, আমি যদি পারি ত মধ্যে মধ্যে যাব। একলা আমার ভাল লাগে না।"

শান্তা সংক্ষেপে কহিল, "আচ্ছা।" শিবনাথ উঠিয়া পড়িলেন দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, "চলুন, বাবা উঠেছেন।"

শিবনাথ উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, "কোন দিকে যাবে শান্ত, চল।"

কমলা শান্তাকে কহিল, "বিশ্বনাথের আরতি দেখ্‌বে বলেছিলে যে?"

"সেখানেও ত এমনি ভিড় দিদি?"

"ভিড়ের ভয়ে দেব-দর্শনে যাবে না? ভিড়ের সঙ্গে তোমার আমার সম্বন্ধ কি? আমরা ত আর ভিড়ের দয়া-ভিক্ষা ক'র্‌তে যাচ্ছি না। যাচ্ছি, দেবতার উদ্দেশে, দূর থেকে তাঁরই উদ্দেশে না হয় প্রণাম ক'রে চলে আস্‌ব।"

কমলার উক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শিবনাথ কহিলেন, "ঠিক বলেছ, মা। না হয় দূর থেকে দেখেই চলে আস্‌ব।"

"তা হ'লে এইখান থেকেই উদ্দেশে সেরে নিলে হয় না?"

"সে কি শান্ত, হঠাৎ তোমার এ ভাবান্তর? তুমিই যে যাবে ব'লে কত আগ্রহ করেছিলে, মা?"

কমলাও যেন কোনমতে আপন বিস্ময়কে দমন করিতে না পারিয়া কহিল, "অবাক্ ক'র্‌লে বাপু। যাঁকে একটিবার দর্শন কর্‌বার জন্যে কত দূর দেশান্তর থেকে লোক পাগলের মত ছুটে আসে, যাঁর নামে জীব মোক্ষ পায়, তাঁর এত নিকটে এসেও তুমি একটা আকর্ষণ বোধ ক'র্‌ছ না? এখানে এসেও মানুষ ইতস্ততঃ করে কেন, আমি বুঝতে পারি না।"

কমলার দিকে স্নিগ্ধ নেত্রে একবার চাহিয়া শিবনাথ বলিলেন, "ও যে একেবারে শিশু, দুনিয়ার পথে একরকম নূতন ব'ল্‌লেই হয়। একটু রাত হয়েছে, তাই মা আমার চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে। তা বেশ, আজ থাক্। চল বাসায় ফিরে যাই।"

শান্তা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আমি অতটা দুর্ব্বল নই, বাবা। চলুন আরতি দেখিগে।"

সোৎসাহে কমলা বলিল, "একটু রাত ছাড়া যে এখানে আরতি হয়ই না। তা ব'লে অমন উপভোগ্য জিনিষটা দেখ্‌বে না? বৃন্দাবনের মত এখানে ত সন্ধ্যে হ'তে না হ'তে মন্দিরের দোর-তাড়া বন্ধ হয় না। এ যে ভোলানাথের ভুলের রাজ্য—পৃথিবীর মাটিতে কাশী ঠেকে নেই—এখানে সবই একটু সৃষ্টি-ছাড়া। তাই একটু রাত না হ'লে ভোলানাথের বিলাস-বিভ্রম সুরু হয় না।"

কমলার হাস্য-চটুল কথন-ভঙ্গীতে তাহার প্রবীণ সঙ্গীটিও একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বৃন্দাবনেও গিয়েছিলে, মা ?"

"কি করি বলুন ? পাঁচটা তীর্থ-ধর্ম্ম নিয়েই ত আছি।" কথাটা বলিয়া গম্ভীর মুখে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কমলা শান্তাকে কহিল, "তা'হলে চল আস্তে আস্তে যাওয়া যাক্ ঐ দিকে। শীতলা দর্শন ক'রে পথে আর আর দর্শনগুলোও সেরে নেওয়া যাবে।"

ধীর মন্থর গতিতে দুইজনে অগ্রসর হইল, শিবনাথ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

১১

শিবনাথ সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেবতাদর্শনের আশায় দুই একবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সম্মুখের জনতা-শৈলে বাধা পাইয়া তাঁহাকে দ্বিগুণ পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া এক পাশে সসঙ্কোচে দাঁড়াইলেন। হায় বিশ্বনাথ! নিখিল বিশ্বের অধিপতি তুমি, তোমার ঘরেই এমন স্থানাভাব!

ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনে হইল, এমন ভিড়ের সময় না আসাই ভাল ছিল। অপাঙ্গে একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কই?—না, তাহার মুখে কোন বিরক্তির চিহ্নই ত ফুটিয়া উঠে নাই। শিবনাথ একটু আশ্বস্ত হইলেন। সত্যই কি অপরূপ দৃশ্য! শান্তার চমক লাগিবারই কথা, তিনি এতখানি বয়সে এমন নয়ন-মোহন আরতির দৃশ্য কোথাও কোন দেব-মন্দিরে দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আত্মবিস্মৃতা শান্তার নয়নে পলক নাই, হৃদয়ের স্পন্দনও বুঝি অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে।

পূজারীগণ-কণ্ঠ-নিঃসৃত সামগানের সমবেত ধ্বনিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। উদাত্ত-অনুদাত্ত, প্লুত ও আপ্লুত স্বরভেদে—ভক্তকণ্ঠের সে কি প্রাণময় আবেগময় সঙ্গীত! হৃদয়ের সকল তন্ত্রী যেন সে সুরের স্পর্শে সাড়া দিয়া উঠে, যেন কোন্ সুদূরের আহ্বান সংসারের সমস্ত কর্ম্ম-কোলাহলকে পরাস্ত ও শান্ত করিয়া কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে এবং মর্ম্ম হইতে প্রাণে প্রবেশ করে—মানুষ আপনাকে

বিস্মৃত হয়। নিপুণ-হস্তচালিত দীপদান সমূহের বিচ্ছুরিত আলোক-লীলায় গর্ভমন্দির সমুজ্জল, বিশ্বনাথের মরকত-খচিত রজতছত্রে সে আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া—দর্শকদের দৃষ্টিতে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের মহিমা প্রচার করতঃ—যেন দীন ভক্তের নয়নের চিরসঞ্চিত পিপাসাকে মিটাইতেছে। তুমি বিশ্বনাথ, তোমার এমন সাজ-সজ্জা না হইলে মানাইবে কেন? তাই ভোলানাথ ভক্তের খেয়ালে তোমার আজ এই বিলাস-বিভ্রম! তোমার চির-বিভূতি-মাখা অঙ্গে আজ দিব্য চন্দনের অনুলেপন, তোমার শ্মশান-ধূম-কলুষিত দেহে আজ নন্দন-সুরভি! হ্যাঁ, কমলা যথার্থই বলিয়াছে—দেবাদিদেবের এই বিলাস-লীলা উপভোগ্য বটে।

আরতি-অন্তে, প্রণাম করিতে করিতে শিবনাথ শুধু নিজের এ জন্মের অ-দৃষ্টের জন্য নয়,—জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মফলের জন্য দেবতার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। আর শান্তা? ভূমিতে ললাট-স্পর্শ করিবামাত্রই নতমুখী তরুণীর নয়ন-কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু শীতল পাষাণের বক্ষে সকলের অগোচরে ঝরিয়া পড়িল। কিসের এই অশ্রু?—কেহই জানিল না। শান্তা উঠিয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইতেই অপরাপর যাত্রীর পদস্পর্শে সে অশ্রুর ম্লান রেখাটুকু নিমেষে পাষাণের বুক হইতে বিলীন হইয়া গেল। জ্ঞাতসারেই হোক, অজ্ঞাত-সারেই হোক, পরের অশ্রুকে পদদলিত করিয়া মানুষ বিশ্বের প্রাঙ্গণে অহরহ এমনি ভাবেই চলে।

কমলা শিবনাথের দিকে ফিরিয়া কহিল, "চলুন, দেখা ত হল, এবারে বাসায় ফেরা যাক্।"

মন্দির ত্যাগের পূর্ব্বে শান্তা আর একবার সতৃষ্ণ নয়নে দেবদর্শন করিয়া লইল,—ভিড় একটু কমিয়াছে, কাজেই দর্শনে কোন বাধা হইল না। পথে পা দিয়া কমলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি যে গোড়ায় আস্‌তে চাইছিলে না, শান্তা ?"

শান্তা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "আস্‌ব, আস্‌ব, রোজ আস্‌ব।" তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া—কমলা বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "খুব, যা হোক, এতক্ষণে বিশ্বাস হয়েছে যে আমার কথা বাজে নয়।"

শিবনাথ সাবধানে পথ চলিতে চলিতে কহিলেন, "বাস্তবিকই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হ'লে এ সৌভাগ্য ঘটে না, মা। যথার্থ, দর্শনে নয়ন সার্থক হয়।"

"সেই জন্যই ত আমি প্রায়ই আসি।"

"আমরাও মধ্যে মধ্যে আস্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব।"

"আমিও ত সেই কথা শান্তাকে ব'লছিলুম—কিন্তু ও যে ভয়-তরাসে!"

কথাটা তেমন শুনিতে না পাইয়া শিবনাথ কহিলেন, "তুমি কি একাই আস, মা ? তবে যে শুন্‌লুম কাশীতে পথে ঘাটে চলায় ভয় আছে।"

"কিছুনা, কিছুনা। এই দেখুন না, আজকাল কত বাঙ্গালী মেয়ে-ছেলে হাওয়া খেতে এসে পথে ঘাটে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। ভয় কিসের ? আর তা ছাড়া, সকলের চেয়ে বড় সহায়—ধর্ম্ম। তার তেজের কাছে সব বিঘ্নকে পুড়ে ছাই হ'তেই হবে। তার দীপ্তিতে

সব আঁধারকেই লোপ পেতে হবে। সেই ভরসাতেই পথে নির্ভয়ে চ'ল্‌তে সাহস করি।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ঠিক, ঠিক—তোমার মত তেজস্বিনীর যোগ্য কথাই বটে।"

একটা গর্ব্বে যেন কমলার গণ্ডস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। সে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বলিল, "অবলা আমরা—আমাদের বল শুধু এইখানে।" কমলা আপনার হৃদয়দেশ হস্তদ্বারা নির্দ্দেশ করিল।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে বৃদ্ধ কহিলেন, "অন্তরের বল না থাকলে তুনিয়ায় কোন শক্তিই তোমাদের রক্ষা ক'র্‌তে পারে না। খুব সন্তুষ্ট হলুম মা, তোমার কথা শুনে। তোমাব কাশীবাস সার্থক, তুমি যথার্থই তীর্থবাস ক'র্‌ছ।"

জড়িতকণ্ঠে নতদৃষ্টিতে কমলা উত্তর করিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ, আর বিশ্বনাথের কৃপা।"

আর কোন কথা হইল না। তিনজনে নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কমলার নেতৃত্বে অসংখ্য অন্ধকার গলিপথ অতিক্রম করিয়া পিতাপুত্রীতে বাসায় উপস্থিত হইয়া কমলাব নিকট বিদায় লইলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কমলা ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইল,—শান্তা দ্বার অর্গলবদ্ধ কবিয়া চলিয়া গেল। একবার কমলা পিছনের দিকে চাহিল,—আসিবার সময় বহুক্ষণ হইতেই পিছনের দিকে একটা পদশব্দ সে শুনিতে পাইতেছিল। সত্যই একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন তাহার দিকে আসিতেছে। কমলা নিজ বাসার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে সে ছায়ামূর্ত্তি

প্রায় তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি মাসী? ব্যাপার কি?"

কমলাও সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্বরে কহিল, "অনেকক্ষণ বুঝেছি।"

"কি বুঝেছ?"

"কোন্ গুণনিধি আজ পিছন নিয়েছে।"

"বটে? আজকাল তা'হলে খড়ি পাত্‌তে শিখেছ দেখ্‌ছি।"

"খুব যা হোক, আজ যে একটা কেলেঙ্কারী হয়নি, সেইটেই সৌভাগ্য।"

যুবক চাপা হাসির সহিত মৃদুকণ্ঠে সুর ধরিল. "কলঙ্কেতে ভয় কর না যাদু—"

কমলা বাধা দিয়া বলিল, "থাম থাম, খুব হয়েছে। অনেক রাত হ'য়ে গেল, আমি চল্লুম।"

'কি? আসল খবরটা না দিয়েই?—বুকে ছুরী মেরে যাওনা বাবা!"

"হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে কাশীতে গো-হত্যা ক'র্‌ব! তুই বলিস্ কি?"

"তবেই বোঝ। গরুই বল, আর যাই বল,—একটা হত্যের পাতক হবে নিশ্চয়।

"হঠাৎ এতটা বাড়াবাড়ি?"

"হঠাৎ! কাল থেকে তোমার সঙ্গে কথা কইবার ফুরসুৎ খুঁজছি। —পেলে কোথায়? পাখী পড়ে কেমন?"

"মরণ আর কি! তাই বিকেল থেকে সঙ্গ নিয়েছ?"

"কি করি—নেহাৎ নাচার।"

"এতটা গরজ ?"

"গরজ নয়, দরদ বল।"

"তবে অদৃষ্টে এখনও অনেকখানি বাকী আছে।"

"শাপ দিচ্ছ নাকি, মাসী ?"

"সত্যি যা, তাই ব'লছি।"

"এতটা আশা নিষ্ফল হবে ? তুমি থাকৃতে ?"

"উড়তে মোটেই শেখেনি।"

"পায়ে শিকল নেই ত ?"

"নেই ব'লেই মনে হয়—কি জানি বাপু, এখনও বুঝতে পারিনি।" কমলা একটা হাই তুলিয়া আবার বলিল, "রাত হয়ে গেল, আর নয়। অনেক ঘুরেছি আজ। চল্লুম।"

"দোহাই মাসী, একটু নেক্ নজরে রেখো।—হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কদিন ওখানে যাওনি কেন,—সবাই ব'ল্ছিল।"

"অবসর পেলেই যাব। আচ্ছা, এখন আসি।"

"আমিও আজ আসি," বলিয়া যুবক বিদায় লইল এবং নির্জ্জন অন্ধকার পথে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। কমলাও ত্বরিতে নিজ বাসায় প্রবেশ করিল।

১২

"জ–ল—জ—ল—পি—সি—মা—একটু খানি জ—ল।"
ব্যগ্রভাবে শিশুর দিকে অগ্রসর হইয়া, তাহার মস্তকে একখানি হাত দিয়া চারু সস্নেহে কহিল, "জল খাবে বাবা?" শিশু একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ছোট একটা মেজার গ্লাসে জল ঢালিতে ঢালিতে চারুর বুক আশার উৎসাহ-পুলকে দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত দিন অঘোর অচেতন থাকিয়া কানু একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে! হোক ক্ষণিক, সে যে ওই ক্ষণিক দৃষ্টিটুকুর ভিক্ষায় আজ তৃষিত সজল চোখে শিশুর মুদিত নয়নের দিকে চাহিয়া—পল পল করিয়া প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দিয়াছে। পলে পলে তাহার বক্ষ-শোণিত যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া শুষ্ক হইতেছিল, মর্ম্মন্তুদ যাতনায় কাতরা নারী সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণপণে রোদনেচ্ছাকে দমন করিয়া এত দীর্ঘ সময় কাটাইয়াছে। ওই ক্ষণিকের শূন্য দৃষ্টিটুকু মুহূর্ত্তে যেন নারীর রিক্ত হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দিল। জীবনে আজ এই প্রথম কোন্ এক অজানা বিধাতার এই অমূল্য করুণা-বিধানের জন্য তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। নতজানু হইয়া গ্লাসে জল ঢালিতে ঢালিতে চারু একবার চকিতের জন্য মুদিত চক্ষে মাথা একটু নত করিল।

শয্যাপার্শ্বে ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া চারু সস্নেহে আহ্বান করিল, "কানু, জল এনেছি নাও—খাও।" কানুর অধরোষ্ঠ একবার কম্পিত

হইল, কিন্তু সে কোন কথাই কহিল না, বা চাহিয়া দেখিল না। তাহার রুক্ষ কেশগুচ্ছগুলি ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে কিছু পরে চারু পুনরায় ডাকিল, "কানু, জল চাইলে যে খাও।"

আবার কক্ষ নীরব হইয়া গেল। সে নীরবতাকে কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ ভঙ্গ করিয়া কানু চীৎকার করিয়া উঠিল,—"পি—সি—মা,—পি—সি—মা—"

একটা আকুল দীর্ঘশ্বাসে চারুর বক্ষ আলোড়িত হইল। অতি কষ্টে তাহাকে দমন করিয়া নারী সোদ্বেগে একটু পিছাইয়া গেল, একটা চাপা নিঃশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল মাত্র। কানু চক্ষু মেলিয়া একবার শূন্যদৃষ্টিতে কাহার যেন অন্বেষণ করিল। ভরসা পাইয়া চারু ঝুঁকিয়া আবার বলিল, "জল খাও বাবা।"

তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া—আবার একবার শিশু ডাকিল —"পি-সি-মা,—পি-সি-মা—"

"পিসিমা নয়, আমি, এই যে জল এনেছি।"

চকিতের জন্য অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া শিশু কহিল—"দ্যাৎ"—তারপর সে ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদিল।

চারুর হাত মুহূর্ত্তের জন্যে কাঁপিয়া উঠিল। জলটা বিছানায় পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া সে ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিয়া গ্লাসটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সন্তানের এই প্রত্যাখ্যানে অভিমানিনী মায়ের হৃদয় যেন শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িল, বুকের মাঝে সে বেদনার রোদন-রোল শুনিতে পাইল। পাছে সে বেদনার হাহাকার ব্যক্ত হইয়া পড়িয়া অসুস্থ সন্তানের শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়, তাই সে দূরে জানালার

কাছে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। তাহার শ্রান্তদুর্ব্বল আঁখি-পল্লব আর কোনমতে অশ্রুকে সংরোধ করিতে পারিল না। ক্ষিপ্রহস্তে অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া সে অপরাধিনীর মত একবার আশেপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। কিন্তু সিক্ত অঞ্চলটি শিথিল ভাবে হাত হইতে খসিয়া পড়িতে না পড়িতেই আবার তাহার সদ্যশুষ্ক নয়ন জলভারে কাঁপিয়া উঠিল; হায়! কত দিনের সঞ্চিত অশ্রুর একি গোপন উৎস আজ খুলিয়া গিয়াছে! এত অশ্রু ছিল কোথায়? কোন্ ভগীরথ আজ এই অশ্রু-মন্দাকিনীকে আকর্ষণ করিয়া বিপুল প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে?—ঐ রোগশয্যায় শায়িত ক্ষীণ শিশু? বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে সন্তানের দিকে চাহিতেই তাহার মাতৃহৃদয় যেন বজ্র-নির্ঘোষে উত্তর করিল,—"না—না, ওযে স্নেহের পীযূষ-গঙ্গাকে আনিয়া ঊষর সংসারকে সরস করিয়াছে।"

তবে—তবে—এ অভিমান কার উপরে? জানালার একপাশে ললাট সংলগ্ন করিয়া নারী উদাস শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দিবসের শেষ আলোটুকু ম্লান হইয়া আসিয়াছে, আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধরণীর বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দিবস ও রজনীর এই সন্ধিক্ষণে, আলো ও ছায়ার এই ক্ষণিক মিলন-লীলায়, বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গে যে বিচিত্র স্পন্দন সুরু হইয়াছে,—তাহার ভাবতরঙ্গ বুঝি বিষাদিনী নারীর চিত্তকে স্পর্শ করিয়া বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করিল। সে অনুভূতির মধ্যে আছে যুগব্যাপী বিলাসোজ্জ্বল জীবনের নির্ম্মম বিদায়-বাণী এবং ভীতি-সঙ্কুল ভবিষ্যতের ভয়াবহ ছায়া-স্বপ্ন। সে বিদায়-বাণীর মধ্যে সরস মাধুর্য্য নাই, বেদনার বিলাপ নাই, আছে অশান্তির তীব্র ভৎর্সনা ও নির্দ্দয় কশাঘাত, আছে বিবেকের ধিক্কার ও

বিদ্রূপের অট্টহাস্য। অহোরাত্রের এই সন্ধিক্ষণে রোগাতুর সন্তান সন্নিধানে এই নীরব কক্ষে দাঁড়াইয়া চারুর হৃদয়ে আজ আলো ও ছায়ার, স্মৃতি ও ভীতির দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কে জানে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ঘন মসীময়ী ছায়ায় মেদিনীর বুক একেবারে ঢাকিয়া গেল। অতীতের আলোর স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিয়া বিস্মৃতির কৃষ্ণ যবনিকা এমনি করিয়াই কি ধীরে ধীরে জীবনকে গ্রাস করে?

শঙ্কায় চারু একটু শিহরিয়া উঠিল। নির্দ্দয় আঁধারের দিকে চাহিয়া সে আর একবার আকুলভাবে নিজের মর্ম্মস্থলকে প্রশ্ন করিল—"কাহার প্রতি অভিমানে আজ এই চোখের জল?" মর্ম্মদ্বার ঠেলিয়া সবেগে উত্তর আসিল, 'নিজের প্রতি,—নিজের প্রতি।' ঘৃণায়, অপমানে, অবজ্ঞায়, বিদ্বেষে—প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সে যাহাকে নিষ্ঠুরভাবে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, তাহাকেই বারম্বার আহ্বান করিয়া, তাহারই মর্ম্মের মর্ম্ম, তাহার গোপন প্রাণের সর্ব্বস্ব ঐ ক্ষুদ্র রুগ্ন শিশুটি আজ একি মর্ম্মন্তুদ রহস্য করিতেছে! প্রকৃতির একি ভীষণ প্রতিশোধ! সমস্ত বিশ্বের প্রতি বিদ্রোহে নারীর আহত হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল, একটা অভিমানের কর্কশবাণী তাহার কণ্ঠপথে দ্রুত ছুটিয়া আসিল; কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া কহিল,—"অপরাধিনি! সাবধান!" একটা অতিপরিচিত পুরাতন স্বর যেন তাহার কাণের কাছে শ্লেষের ভঙ্গীতে কহিয়া গেল,—

"বিদায় দিয়াছ যারে আঁখিজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে সংসারের অনেক কিছুই যে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে! কাব্যের, রূপের, অহঙ্কারের অলীক স্বপ্নে বিভোর হইয়া সে যে তখন ফিরিয়াও দেখে নাই!

হঠাৎ কক্ষটি আলোকিত হইয়া উঠিল, তন্ময়া চারুর চমক লাগিল। সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, আলোটা জ্বালিয়া অমর তাহারই মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাইত বহুক্ষণ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ সে ঘরে আলো জ্বালে নাই! স্বামীর পদশব্দও তাহার কাণে যায় নাই! সঙ্কোচের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া সে স্বামীকে কহিল,—"এই যে তুমি এসেছো। উঃ সারাদিন কি দুর্ভাবনাই গেছে!"

সোদ্বেগে অমর জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছে এখন?"

"সেই একই রকম।"

"যাক্, তবু কতকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। ঘরে ঢুকে, তোমায় দেখে আমার ভয় হয়েছিল।"

"কেন?"

"তোমার অমন করুণ ক্লান্ত মূর্ত্তি আমি কোনদিন দেখিনি।"

"আজ ক'দিন হ'য়ে গেল একটু বিশ্রাম নেই।"

"না, না, তুমি যেন কি গোপন ক'র্‌ছ চারু! তোমার শরীর ভাল আছে ত?"

স্বামীর শঙ্কাকে দূর করিবার জন্য ম্লান হাসিয়া চারু কহিল, "বেশ আছে।—আশীর্ব্বাদ কর, এই শরীরের সব সামর্থ্যটুকু দিয়ে যেন বাছাকে আমার বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি।"

"ডাক্তারে বলেছে, এখন থেকে অতটা উতলা হবার দরকার নেই।"

"এ বেলা গিয়েছিলে ডাক্তারের কাছে?"

'হ্যাঁ,—খানিক পরে আস্‌বে বলেছে।" আফিসের পরিচ্ছদ ছাড়িতে ছাড়িতে অমর পুনরায় একবার পত্নীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিল, "অতটা ভেবো না। তোমার শরীর ভেঙ্গে প'ড়্‌লে, কি হবে?"

"যা ভাঙ্গবার, ভেঙ্গে গিয়েছে।"

অমর ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

"আমার মান, অহঙ্কার, গর্ব্ব।"

অমর নীরব।

"আমার নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা।"

অমর বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

"আমার দিবা-স্বপ্নের ঘোর।

"কি ব'লছ, চারু?"

চারু সজল কম্পিত চোখে কহিল, "কিন্তু, এমন নিষ্ঠুর ভাবে ভাঙ্গবে আমি আশা করিনি। প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রকৃতি এমন প্রচণ্ড আয়োজন ক'র্‌বে, তা আমি কল্পনাও করিনি।" রুগ্ন-সন্তানের দিকে চারু একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিল।

পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে অমরও একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিল। অতর্কিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আপনাকে সংযত করিয়া সে কোমল ভাবে বলিল, "বিধির ইচ্ছা—কে বুঝতে পারে, চারু? শাস্তি অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন শান্তিকে নিয়ে আসে, আবার শাস্তি নিয়ে আসে অনন্ত শান্তিকে। শান্তিই আসুক আর শাস্তিই আসুক, সমান ভাবে মাথা

পেতে উভয়কেই নিতে হবে। শাস্তির ভারে আমরা যেন ভেঙ্গে না পড়ি।"

"ভয় নেই। যা ভাঙ্গবার নয়, তা সহজে ভাঙ্গবে না।"

"সবই যে দুনিয়ায় ক্ষণ-ভঙ্গুর।"

"শুধু একটা জিনিষ আছে যা সহজে ভাঙ্গে না—সেটা হচ্ছে মাতৃ-হৃদয়—তার স্নেহ-মমতা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা,—তার আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ন। শুধু ঐগুলিকে সম্বল ক'রে সে দুনিয়ার সমস্ত অবিচারের সঙ্গে যুঝ্‌তে পারে, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে উপহাস ক'র্‌তে পারে।"

অমর শান্তস্বরে কহিল, "তোমাকে আমার কিছু বল্‌বার নেই।"

"কেন নেই? তুমি একদিনের জন্যেও আমাকে তিরস্কার করনি কেন?"

"সে কি চারু! তোমাকে তিরস্কার?"

"তোমার কাছে পাইনি, কিন্তু আজ নির্ম্মমভাবে পাচ্ছি বিধাতার হাতে। আশীর্ব্বাদ কর, এই শাস্তি যেন আমার সমস্ত দুর্ব্বলতাকে চূর্ণ করে দেয়, যেন আমার সমস্ত শক্তি পূর্ণভাবে জেগে উঠে আমার ব্যর্থ জীবনকে সার্থকতা দেয়।"

অমর সস্নেহে পত্নীর বাষ্প-মলিন চক্ষে একটা চুম্বন দান করিল।

"চল দেখিগে কেমন আছে।" উভয়ে শিশুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইল। কপালে হাত দিয়া অমর একবার তাহার উত্তাপ পরীক্ষা করিল।

"ওঃ, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সারাদিনই কি এমনি নিঝুম্ ভাবে পড়ে আছে? একবারও কথা কয়নি?"

"জ্বরটা বরাবর একই ভাবে আছে। বিশেষ কোন সাড়াশব্দ আজ পাওয়া যায়নি। তবে মাঝে মাঝে যেন জ্বরের ঘোরে—সেই একই কথা—"

"উঃ—শান্ত—বাবা—কি শত্রুতাই আমার সঙ্গে ক'রে গেছেন!"

"ওগো থামো, থামো। কার উপর কে শত্রুতা ক'রেছে, কে জানে!"

"ডাক্তার ব'ল্‌ছিলো, কোমল প্রাণে 'সক্'টা হঠাৎ লাগাতেই—"

"সে ভেবে আর কি হবে?"

"আজ বুঝি চোদ্দ দিন হ'ল?"

অবসাদ-জড়িত কণ্ঠে চারু উত্তর করিল—"কি জানি, আমার মনে নেই—চোদ্দ মাস হ'লেও হ'তে পারে।"

"চারু, দোহাই তোমার, তুমি একটু বিশ্রাম করগে—আমি একটু বসি।"

"হাঁ, আমি একটু আসি। তুমি একটু বস।" যাইতে যাইতে ফিরিয়া সে আবার কহিল, "ওডিকলমের পটীটা যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে ত, আবার ভিজিয়ে দিও। আর পনের মিনিট পরে ঐ লাল শিশিটার একদাগ খাইয়ো।" চারু নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অমর কপালের পটীটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ক্ষুদ্র বস্ত্র-খণ্ডটি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। সাবধানে কপাল হইতে সেইটি সে যেমন উঠাইয়াছে, অমনি শিশু চমকিত ভাবে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—'দা—দু—দা—দু।' অমর ক্ষিপ্রহস্তে পটীটি পুনরায় সিক্ত করিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিল। শিশু শূন্যদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে

পড়িয়া রহিল। অমর ঘড়ির দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে উঠিয়া এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া আনিল। অনেক সাধ্য সাধনার পর শিশু সেটা ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিলে, অমর একখানা পাখা হস্তে তাহার শিয়রে বসিল। শিশু আবার চক্ষু মুদিল।

কিছুক্ষণ পরে একহস্তে একখানা রেকাবী ও অপর হস্তে এক পেয়ালা চা লইয়া চারু ঘরে প্রবেশ করিল। টেবিলের উপরে সযত্নে আহার্য্য ও চা রাখিয়া সে অমরকে আহ্বান করিল, "এস, একটু জল খেয়ে নাও।"

"এই বুঝি তোমার বিশ্রাম?" অমর উঠিয়া আসিল।

চারু কোন কথা কহিল না, শুধু মলিন হাস্যে তাহার অধর একটু কুঞ্চিত হইল।

অমর অনুযোগের স্বরে কহিল, "এ ভারি অন্যায়। রোগীর সেবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের এত খুঁটিনাটি বাজে কাযে হাত দিতে গেলে, পেরে উঠ্‌বে কেন?"

অভিমানের স্বরে তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া চারু কহিল, "বাজে কায! তোমার সেবা বাজে কায?"

অমর আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, সে নিঃশব্দে আহারে মনঃসংযোগ করিল। চারু শিশুর শিয়রদেশে গিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত পাখাখানি উঠাইয়া লইল। অমরের ভোজন যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে নীচে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অমর তাড়াতাড়ি ভোজন নিঃশেষ করিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে নীচে নামিয়া গেল। চারু উঠিয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইল।

ডাক্তার বিশেষ ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া অমরকে কহিলেন, "এ সপ্তাহটা একটু বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখতে হবে।"

"কি বুঝ্ছেন? কেস্ কি ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে?" অমরের মুখখানায় কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না, তা নয়। অতটা শঙ্কিত হবেন না। তবে টাইফয়েডের লক্ষণ পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই এখন কিছু দিন পর্য্যন্ত একটু বিশেষ ক'রে ওয়াচিং আর নার্সিং চাই।"

"আজ সমস্ত দিন জ্বরটা একভাবেই আছে."

"কাল থেকে ওঠা পড়ার সম্ভাবনা। তিন ঘণ্টা অন্তর তাপ নেবেন।"

"আজ মাঝে মাঝে যেন বিকারের ঘোরে চীৎকার করেছে।"

"না বিকারের লক্ষণ কই দেখ্ছি না। সেই একই রকমের চীৎকার ত—'পিসিমা' আর 'দাদু'। আমি পূর্ব্বেই ত ব'লেছি, 'সক্' থেকে জ্বরের উৎপত্তি, তবে এখন বিশ্রী 'টার্ণ্' নিয়েছে।" ডাক্তার উঠিলেন।

অমর যেন আপন মনে কহিল, "সাহেবকে ছুটির জন্য একখানা চিঠি লিখে দিই।"

"হ্যাঁ, আপনার ত নার্সিং কর্বার লোকের একান্ত অভাব। একটি সিষ্টার ছিলেন, তিনিও ত উপস্থিত নেই—তা একটা নার্সিং সিষ্টার না হয় এন্গেজ করুন।"

অমর ডাক্তারের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, ডাক্তারের শেষ কথাটায় যেন শ্লেষের সন্ধান রহিয়াছে। নীচের ঘরে বসিয়া একখানা প্রেস্ক্রপশন লিখিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। অমর

ভজুয়াকে ঔষধ আনাইতে পাঠাইয়া, সাহেবকে ছুটির জন্য চিঠি লিখিতে বসিল।

সেদিন আর রান্নাঘরের চুল্লীতে আগুন পড়িল না। শত চেষ্টাতেও অমর একটা পাচক সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এই কয়দিন রান্না-ঘর ও রোগীর ঘর উভয় দিকেরই সমভাবে তত্ত্বাবধান চারু একাকিনীই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, আজ আর তাহা সম্ভব হইল না। ডাক্তার নীচে নামিয়া গেলে, চারু সরাসরি শিশুর শয্যায় গিয়া নিশ্চল নেত্রে বসিয়া রহিল। শুধু যন্ত্র-চালিতের মত তাহার বাহুতে পাখাখানা স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অমর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "শুন্‌লে ত ডাক্তার একটা নার্সিং সিষ্টারের কথা ব'লে গেল।"

"আর আমি?—আমি?"

"তুমি একা সব পেরে উঠ্‌বে কেন? রাঁধুনী বামুনের চেয়ে নার্সিং সিষ্টার পাওয়া সহজ। কাজেই তুমি একটা দিক থেকে অব্যাহতি নাও।"

"দোহাই তোমার, আর আমায় অব্যাহতি দিও না। শুশ্রূষার জন্যে যত খুসী লোক রাখ্‌তে পার রাখো, কিন্তু আমায় ছুটি দিও না। হ্যাঁগা, মাইনের লোক কি আমার মত দরদ দিয়ে ক'র্‌বে? তোমার সাহায্য পেলে আমি যে সব দিক বজায় রাখ্‌তে পারি।—না—না—সে হবে না—আমি পরিত্রাণ চাই না।"

আবেগময় কণ্ঠে কথাকয়টি বলিয়া চারু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই রান্নাঘর হইতে তৈজসপত্র নাড়ার শব্দ শুনিতে

পাওয়া গেল। অমর স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। চির-হাস্যোজ্জ্বল কক্ষের এই করুণ নিস্তব্ধতায় সে আপন বক্ষদেশে যেন একটা হিমস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। একটা নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাইতে ছিল না, শুধু কাল-যন্ত্রের হৃদয় তালে তালে আঘাত করিতেছিল—টক্—টক্—টক্—টক্। রোগীর কক্ষে আসীন শূন্যমনা অমর মধ্যে মধ্যে বিরক্তভাবে ঘড়িটার দিকে চাহিতেছিল।

১৩

আজ প্রায় একপক্ষ কাল শিবনাথ দুহিতাসহ কাশীবাস করিতেছেন। অন্য কেহ হইলে এই সুদীর্ঘ একপক্ষ কালের মধ্যে এই সুদূর প্রবাসে, এই অগণ্য বাঙ্গালী অধ্যুষিত নগরীতে, অন্ততঃ পথের সহচর হিসাবে, গল্প-গুজবের সঙ্গীরূপে, কাল-কর্ত্তনের অমোঘ সহায়-স্বরূপে, দুই এক জন বন্ধুর অন্বেষণে ফিরিত এবং দুই একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত করিত। প্রবাসে এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইতে বিশেষ বিলম্বও হয় না, দূরও অতি সহজে নিকট হয়,—যেন তাহার সহিত কত দিনের পবিচয়! পথেই হউক ঘাটেই হউক, বাজারেই হউক, দিনের মধ্যে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, সমস্ত দিনটাই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। প্রয়োজনে হউক, অপ্রয়োজনে হউক, ব্যস্ততায় হউক, অবসরে হউক, পথ চলিতে চলিতে সাক্ষাৎ হইলে মৃদু হাসিয়া তাহাকে অন্ততঃ একটা কুশল প্রশ্ন করা চাই। অন্ততঃ এভাবেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ফাঁকা দিনের যেন অনেকটা ভরাট হইয়া যায়। শিবনাথেব কিন্তু এমন কোন বন্ধুই জুটিল না,—অথচ বারাণসীতে সমবয়স্ক নিষ্কর্ম্মা প্রবীণের অপ্রতুলতা নাই। বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলাই উপযুক্ত পরিমাণে আপনার জরাগ্রস্ত সন্তানের নমুনা বারাণসীকে উপহার দিয়াছে। কেহ হয়ত স্বয়ং সংসারের নিকট হইতে অবসর লইয়াছেন, কাহাকেও হয়ত সংসার নিজেই অবসর দিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক বাহুল্য বোধ বর্জ্জিত বা নির্ব্বাসিত ব্যক্তি যেমন আছেন, তেমনি আবার

অনেকে আছেন যাঁহারা দীর্ঘকাল দাসত্বের তরী বাহিয়া শেষে বার্দ্ধক্যের এই পোতাশ্রয়ে আশ্রয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সকলেই কি মোক্ষকামী? কাশীর স্বাস্থ্যকর জল-বাতাস ও দ্রব্য-মূল্যের সুলভতা যে অনেক হিসাবী মরণপথের যাত্রীকে বিশেষ করিয়া এই মোক্ষপুরীতে টানিয়া না আনিয়াছে, একথাও শপথ করিয়া বলা যায় না।

কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, ঐ বিপুল বাহিনীর মধ্যে এমন অনেক শান্ত, দান্ত, সংসারের অগ্নি-পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ, খাঁটি লোক আছেন যাঁহারা প্রকৃতই মুক্তি-পথের অন্বেষণে তৎপর; কাশীর কোন কর্ম্ম-কোলাহলই তাঁহাদের চিত্তকে স্পর্শ করে না, চপল সংসারের সমস্ত সংস্রব তাঁহারা পরিহার করিয়া চলেন। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই, কর্ম্ম হইতে অবসর-প্রাপ্ত বিপত্নীক শিবনাথ লোক-লৌকিকতা, সমাজের সংস্রব প্রভৃতি একরকম ত্যাগই করিয়াছিলেন; এখানে অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া তাঁহার শাস্ত্রনিষ্ঠ তত্ত্বান্বেষী মন শাস্ত্র-সাগরে রত্নের সন্ধানে অধিকতর ব্যাপৃত হইয়া গেল। কাজেই, প্রবাসে তাঁহার বন্ধু-লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। কদাচিৎ কন্যাসহ তিনি ঘাটের দিকে বেড়াইতে অথবা দেব-দর্শনে যাইতেন। নিজের জন্য বাজার করিতে যাইয়া পিতা-পুত্রীর সামান্য বাজারটুকু স্বয়ং করিয়া আনিয়া দিয়া কমলা বৃদ্ধের অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিত। কমলার এই অহেতুকী প্রীতিকে শিবনাথ অন্নপূর্ণার অযাচিত করুণা বলিয়া মনে করিতেন।

"সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা—"

পিতার কথায় সায় দিয়া শান্তা বলিল, "হ্যাঁ বাবা, লোকটা পরোপকারী।"

"শুধু পরোপকারী নয়, মনটাও বেশ পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে।"

"খুব খোলসা—তবে—"

শান্তাকে বাধা দিয়া বৃদ্ধ যেন আপন মনে বলিয়া গেলেন, "একেবারে নির্ম্মল, স্বচ্ছ। সাক্ষাৎ আনন্দরূপিনী। তার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে।—যাক্, সে পরের কথা,—আজ আমরা বাপে-ঝিয়ে যে, বিনা চেষ্টায় বাজারের বাছা জিনিয পত্তরগুলো হাতের কাছে পাচ্ছি, সেটা ওরই কৃপায়।" আহারে বসিয়া কলিকাতার বাজারের শুষ্ক শাক-সব্জী ভোজনে চিরাভ্যস্ত বৃদ্ধের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল।

শান্তা অদূরে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে কহিল, "এখানকার শাক-সব্জীগুলো খুব তাজা।"

"তবু, আমি কিন্‌তে গিয়ে দেখেছি, দোকানীরা বড় দর করে, আর সুবিধে পেলেই ঠকিয়ে দেয়। ওরা লোক চেনে। কমলা কিন্তু ঠক্‌বার পাত্রী নয়।"

বৃদ্ধ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শান্তা কহিল, "কমলাদিদি যেন একটা মস্ত হেঁয়ালী।"

"কি রকম?"

"কি যেন তার গোপন কর্‌বার আছে—অথচ সেটা যেন চোখে-মুখে সর্ব্বদাই ফুটে ওঠে।"

"তুমি ভুল বুঝেছ। তার সবটাই দিনের মত পরিষ্কার—কাচের মত স্বচ্ছ। প্রাণের নির্ম্মল আনন্দকে মনের মধ্যে গোপন ক'রে রাখ্‌তে পারেনা ব'লেই, সেটা সময়ে অসময়ে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

তাতে ক্ষতি কি, শান্ত ? আনন্দ জিনিষটা সংক্রামক—তার সংস্পর্শে এলে চকিতে নিরানন্দের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়।”

শান্তা সঙ্কুচিতভাবে বলিল, “আপনি তার একটা দিকই দেখেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ওই হাসি-চপলতার নীচে অনেকখানি ব্যথা-বেদনা লুকিয়ে আছে।”

“অন্তর্য্যামী জানেন। তবে লোকটা মোটের ওপর মন্দ নয়—প্রথমটা আমার সন্দেহ ছিল; ভয় ছিল।”

“ওর জীবনের দুটো দিক আমার নজরে পড়ে; একটা দিকে আলো আর একটা দিকে ছায়া, একটা দিকে হাসি, আর একটা দিকে কান্না। দুটোর সঙ্গে সমান ভাবে যুঝে কেমন হেসে খেলে জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্ছে! কয়দিন তার সঙ্গে মিশে, আমি যেন তার মনের সঙ্গে নিজের প্রাণের নাড়ীর একটা সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছি।”

শিবনাথ সবিস্ময়ে একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন।

শান্তা বলিয়া যাইতে লাগিল, “কিন্তু তবু, তার মনের নাগাল পাই না—তার সব কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারি না—একটা মস্ত হেঁয়ালীর মত মনে হয়।”

“কি রকম হেঁয়ালী ?”

“কতকটা কাব্যের মতো—কতকটা খেয়ালের মতো—কতকটা স্বপ্নের মতো—কতকটা যেন আর কিছু—”

শিবনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, “তোমার যোগ্য জুড়ি-দার হয়েছে, আধা কবি—আধা দার্শনিক।” শান্তা একটু অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইল। আহার শেষ করিয়া বৃদ্ধ বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেলেন।

শান্তার এই নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নটা যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না। পিতা নিজের কক্ষে বিশ্রাম লইতেছেন। নীচের তলায় দুইটি বৃদ্ধ দম্পতী বাস করেন, তাঁরা দিবানিদ্রার আরামে আচ্ছন্ন। সমস্ত বাড়ী-টাই যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। সকাল বেলাটা কায-কর্ম্মে একরকম কাটিয়া যায়, কিন্তু, এই নীরব পূরীতে দীর্ঘ অলস মধ্যাহ্নটা নিঝুম্ নিদ্রাহীন রাত্রির সমস্ত অস্বস্তি তাহার জন্য বহন করিয়া আনিত। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাহার ছিল না; কত চঞ্চলতার উৎপাতে তাহার মধ্যাহ্নগুলি একদিন ভরা ছিল!—একটা ক্ষীণ-স্মৃতির বিদ্যুৎরেখা মধ্যে মধ্যে তাহার অন্তরে শিহরণের সঞ্চার করিত।

ছাদে একটা বানর বসিয়াছে। দুরন্ত শিশুর মত অগ্রসর হইয়া শান্তা তাহাকে তাড়াইতে গেল, কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা, অসভ্য জীবটি মুখ বিকৃত করিয়া তাহাকেই ভীতিপ্রদর্শন করিতে লাগিল; নারীর অনুজ্ঞার মর্য্যাদা কোন বানরেই কোনদিন রক্ষা করে নাই। একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হইল। নিদ্রাভঙ্গে শিবনাথ ব্যাপার বুঝিয়া বাহিরে আসিলেন; নরের রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে বানর রণে ভঙ্গদিয়া পলাইল। শান্তা বানরের এই অপূর্ব্ব রীতি দেখিয়া হাসিয়া আকুল।

পল্লীর একটী ক্ষুধাতুর বিড়াল পরস্পর-সংলগ্ন ছাদ বহিয়া আসিয়া একেবারে শান্তার উন্মুক্ত কক্ষ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, —“মিউ।” শান্তা তাড়াতাড়ি তাহার সমীপস্থ হইয়া কহিল,—“কি—উ?” প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বোধ জীবটি ফ্যাল্ ফ্যাল চোখে প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল,—তাহার মুখে যেন

নিরীহ সরলতা মাখানো! আহা গো-বেচারী! শান্তা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার এই আকস্মিক হাস্যে যেন বিদ্রূপের আভাস পাইয়া আর একবার মার্জ্জার-নন্দন বিশেষ করুণভাবে কহিল, "মিউ।"

"হোয়েছে আয়, খাবি আয়"—উচ্ছিষ্ট ভাতগুলি সে বুভুক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিল। আহার-অন্তে জিহ্বা দিয়া ওষ্ঠ চাটিতে চাটিতে সে শান্তার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—"ম্যাও।"

শান্তা হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ যাও, কাল আবার এসো।"

শান্তা আপনার নিভৃত কক্ষে ফিরিয়া গেল, কিন্তু দিন আর যেন কিছুতেই যায়না। শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, এপাশ ওপাশ করিতে করিতে, সে তাক হইতে একখানা বই টানিয়া লইল। দু'চার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেল—দূর ছাই! মন আব কিছুতেই বসে না। সেখানা সরাইয়া রাখিয়া, আর একখানি হাতে তুলিয়া লইল। প্রথম পৃষ্ঠার পর দশম পৃষ্ঠা, তারপর চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠায় অলসভাবে চোখ বুলাইতে বুলাইতে, সে পৃষ্ঠাটা শেষ না করিয়াই, শান্তা অধীরভাবে আর কয়খানা পাতা উল্টাইয়া গেল। পুস্তকের মধ্য হইতে একখানা ফটোচিত্র তাহার বুকের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

পুস্তকখানা পাশে রাখিয়া, সে সাগ্রহে ছবিটি তুলিয়া চোখের সম্মুখে ধরিল। একখানা পোষ্টকার্ড-আকারের ক্ষুদ্র ফটো। কোমল চোখের কি মধুর চাহনি! কুঞ্চিত কেশের আবেষ্টনে ক্ষুদ্র ললাট টুকুর শুভ্রতা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মরি মরি, বিশ্বের সমস্ত হাসির তরঙ্গ যেন ওই ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠে বাধা পাইয়া দোদুল আবেগে

উচ্ছ্বসিত। বিশ্বের সমস্ত কমনীয়তা যেন ওই কচি মুখে জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে বাঁধে নাই। এই দিব্যকান্তি মুখখানি যাহাকে মাতৃসম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়াছে, না জানি সে নারী কত ভাগ্যবতী !

শান্তার বুকটা যেন একটু তপ্ত হইয়া উঠিল, কপালের শিরাগুলি একটু স্ফীত হইল, চক্ষু দুইটি যেন একটু ভারী হইল। সে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। কানু যেন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়াই আকুল। উদ্দাম আবেগে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সে কানুর ওই হাস্য-প্রফুল্ল অধরোষ্ঠে একটা সস্নেহ চুম্বন দিয়া, ক্ষুদ্র ফটোখানাকে আপন বক্ষদেশে চাপিয়া ধরিল। তবু যেন তৃপ্তি নাই,—আর একবার সে ছবিখানা চোখের সম্মুখে ধরিল।

কানু যেন ইঙ্গিতে বলিতেছে, "তোমার জন্যে এত হাসি নিয়ে এতদূরে এসেছি, পিসিমা,—তোমার চোখে জল কেন ?"

শান্তা নিম্নস্বরে বলিল, "আমার দূর-প্রবাসের শান্তি, আমার হারাণো সুখের স্মৃতি তুমি।"—মনে মনে বলিল, "যেখানে থাক, সুখে থাকো।" আশীষ-বচনের সঙ্গে সঙ্গে সে কুঞ্চিত কেশ-কলাপের উপরে একটা প্রগাঢ় চুম্বন দিল।

দ্বারের দিক হইতে খুট্ করিয়া একটা শব্দ আসিল ; শান্তা বক্ষবস্ত্রের মধ্যে চকিতে ফটোখানা সংগোপন করিয়া ফিরিয়া চাহিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া কমলা দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা। উভয়ের দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই কমলা স-সঙ্কোচে পশ্চাতে একটু পিছাইয়া গেল, পরে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমার এ অনধিকার প্রবেশ নয় ত ?" শান্তা সাশ্চর্য্যে

বলিল, "কি যে বলেন আপনি!—আপনার আবার অনধিকার প্রবেশ কি, দিদি?"

"কি জানি বাপু! এমন নিরালার মাহেন্দ্র ক্ষণটিতে—না, এখন আমি যাই"—কি ভাবিয়া কমলা ফিরিতে উদ্যত হইল। কমলার আচরণে শান্তা অবাক। সত্য সত্যই কমলা যখন কোন বাধা না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তখন শান্তা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "সে কি দিদি, এসেই চল্লেন যে?"

কমলা ফিরিয়া কহিল, "ঠিক ব'স্তে অনুরোধ এখনও কেউ করেনি।"

শান্তা এবারে হাসিয়া ফেলিল।—"ভারি ভুল হ'য়ে গেছে।"

"কার?—তোমার না আমার?

"বাঃ! আপনার ভুল হবে কেন? আমারই ব'স্তে বলা উচিত ছিল।"

"না, আমারই নিঃশব্দে চলে যাওয়া উচিত ছিল।"

শান্তা অনুযোগের স্বরে কহিল, "আপনি দিদি বেজায় অভিমানী।"

তাহার কাছে বসিয়া, গালটি টিপিয়া দিয়া, কমলা কহিল, "না শান্ত, সব জিনিষের সময় অসময় আছে। সব সময় মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না।" একটু থামিয়া, একটা ঢোঁক গিলিয়া সে পুনরায় বলিল, "বিশেষতঃ নির্জ্জন নিরালায়—যখন মনের কোণে স্মৃতির গোপন অভিসার চ'ল্‌তে থাকে—।" ক্ষীণ হাস্য-চঞ্চল অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া কমলা চুপ করিল। শান্তার মুখখানা যেন একটু সঙ্কুচিত হইল। কমলা তাড়াতাড়ি বলিল, "এতে সঙ্কোচের কি আছে?"

কমলার কথায় শান্তার সঙ্কোচ-মাখা মুখখানায় একটা কৃষ্ণ ছায়া পড়িল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি কমলা আশ্বাসের স্বরে কহিল, "লজ্জা কি, ভয় কি ভাই? আমি এতে কোন দোষ দেখি না।"

অকস্মাৎ উত্তেজনায় আরক্তিম মুখে শান্তা বলিল, "তুমি দরদী — তাই দেখ না, কিন্তু দিদি, দুনিয়ার সকলেই পরের দরদকে উপহাসের চোখে দেখে ;—বাধা দিয়ে, ব্যথা দিয়ে, শ্লেষ দিয়ে, তাকে আরও ক্ষত বিক্ষত করে। তাই স-সঙ্কোচে, গোপনে—।" শান্তার কণ্ঠ-রোধ হইবার উপক্রম হইল, আকুল আবেগে তাহার মুখে আর বাক্য সরিল না।

কমলার চোখে একটা চমক লাগিল ; অকস্মাৎ তরুণীর চিত্ত-পুরীর গোপন কক্ষের দ্বার যেন তাহার সম্মুখে পূর্ণ দিবালোকে খুলিয়া গেল। তবু যেন একটা সংশয়-প্রশ্ন তাহার মনে জাগিতেছে! না থাক,—যে টুকু আজ দেখিল হঠাৎ এতটা প্রত্যাশাই সে করে নাই ;—একদিনে বেশী আগ্রহ দেখান উচিত নয়। আবেগ-চঞ্চলতাকে শান্ত করিতে শান্তা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, পরে একখানা বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

দীর্ঘ নীরবতায় অসহিষ্ণু হইয়া কমলা একটা অন্য কথার সূত্রপাত করিল। ক্রমে ক্রমে সে প্রসঙ্গ হইতে বিশ্বসংসারের ছোট বড় অনেক খুঁটিনাটির আলোচনা হইল, অনেক গল্প-গুজবের অবতারণা হইল। সদা-হাস্যময়ী কৌতুক-পরায়ণা কমলার কথা-কুশলতায় শান্তার অন্তরের বিষাদ-কালিমা ঘুচিয়া গিয়াছে, আবার তাহার মুখশ্রীতে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। কথায়, কৌতুকে, গল্পে, প্রমোদে, বেলা

প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া কমলা কহিল, "বেলা প'ড়ে এল—বেড়াতে যাবে না?" সাগ্রহে শান্তা বলিল, "যাব বৈকি,—বাবাকে বলে আসি।" শান্তা পিতার কক্ষে চলিয়া গেল। আজকাল পথেঘাটে জনতা একটু কমিয়াছে, শান্তার সঙ্কোচও পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে।

কমলা সন্দিগ্ধ চিত্তে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, "আমার হারাণো সুখের স্মৃতি তুমি!" কে?— মরা স্বামী?—হঠাৎ তার ছবি নিয়ে? না—না—খুব ছেলেবেলায় ত স্বামী মরেছে শুনেছি। "আমার দূর প্রবাসের শান্তি"—একটা জল-জ্যান্ত মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। কে—সে? ছবিখানা কার? অমন ক'রে লুকিয়ে ফেল্‌লে কেন? আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ব'লেছিল। তবে কার ছবি! জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে, জান্‌তে হবে। গোপন ক'র্‌লে কেন?— মস্ত প্রহেলিকা! –নাঃ—এ ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা, আজই একটু যাচাই ক'রে দেখ্‌বো।"

শান্তা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা আজ প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে এমন তন্ময় হ'য়ে গেছেন যে, তাঁর আজ বাইরে যাবার ফুরসৎ হবে না। তবে, আমি অনুমতি পেয়েছি, তোমার সঙ্গে যাবার। কিন্তু, বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন, যেন সকাল সকাল ফেরা হয়। তুমি তা হ'লে দিদি, তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে এস।"

শান্তার ব্যস্ততায় কমলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, সে শুধু সংক্ষেপে কহিল, "আচ্ছা।" কমলা বিদায় লইল।

১৪

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার গলির গোলক-ধাঁধায় ঘুরিতে ঘুরিতে শান্তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল, শ্রান্তিতে তাহার শ্বাস-রোধ হইবার উপক্রম হইল। জালবদ্ধা হরিণীর মত গলির বেড়াজালের মধ্যে ফিরিতে ফিরিতে শঙ্কিতচিত্তে সে কহিল, "পথ যে আর শেষ হয় না, দিদি? আপনার পথ-ভুল হয়নি ত?"

"না—না, এই যে এসে পড়েছি, আর দেরী হবে না। অনেক দিন পরে আসা, পথভুল হওয়া স্বাভাবিক।" কমলার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু আকুলতা নাই। শান্তা একটু আশ্চর্য্য হইল, একটা অজানা বিভীষিকার ছায়াপাতে তাহার বুকটা যেন একবার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। একবার মনে হইল, কমলাদিদি ইচ্ছা করিয়াই যেন গলির গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক খাইতেছে। সে ব্যাকুল আগ্রহে কহিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেল, বাবা কি মনে ক'র্‌বেন?

"কি ক'র্‌ব বল? ঘাটে কথায় কথায় সময় বুঝ্‌তে পারিনি।"

"আজ ওখানে না গেলেই নয়?"

"না ভাই। আত্মীয় লোক, ক'দিন ধরে ব'লে পাঠিয়েছে; এধারে এসেছি যখন, একবার দেখা-শোনাটা সেরেই যাই। আর, এত কাছে এসে, এখন ফিরে যাব?"

আর একটা গলির বাঁক ঘুরিয়া একটা বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া, কমলা যেন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "যাক্, এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছি—এস ভিতরে।"

পথশ্রমে কাতরা শান্তাও একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যাই হোক, একটু বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল। কমলাদিদির ভুলে প্রায় এক ঘণ্টা অ-জানা আঁধার পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছে। রাত্রি ত হইয়াছেই,—কি আর করা যাইবে? এখন কিছুক্ষণের জন্য একটু বিশ্রামের বিশেষ দরকার। কৌতূহল-দৃষ্টিতে চকিতের জন্য সে একবার বাড়ীর বহির্দ্দেশটা দেখিয়া লইল। বহির্দ্দিকের নীচে ও উপরের সমস্ত জানালা বন্ধ; কোথাও কোন ছিদ্রপথে একটা ক্ষীণ আলোক-রেখাও দেখা যাইতেছে না। রূপকথার ঘুম-পুরী নাকি? বাড়ীখানা যেন দুর্জ্ঞেয় দুশ্ছেদ্য রহস্যকে আপনার বক্ষ-পঞ্জরে লুকাইয়া মৌনভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কল্পিত শঙ্কায় শান্তা একটু দ্বিধা করিল। তাহার দ্বিধাতে একটু বিরক্ত হইয়া কমলা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "পথে দাঁড়িয়েই রাত কাটাবে নাকি?

নিরুপায়ে শান্তা আর দ্বিরুক্তি করিল না, সে কমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিল। কমলা উন্মুক্ত দ্বারটা অঙ্গুলি স্পর্শে ভেজাইয়া দিল। ক্যাঁচ—কোঁচ শব্দে যেন একটা অব্যক্ত বেদনার অস্পষ্ট আর্ত্ত-নাদ করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজার পাল্লা দুইটি যথাস্থানে ফিরিয়া গেল।

নীচে কলতলায় একটি বর্ষীয়সী নারী গাত্র-মার্জ্জনা করিতেছিল। কমলা তাহাকে একটা কুশল প্রশ্ন করিয়া, শান্তাসহ উপরে যাইবার সিঁড়িপথে অগ্রসর হইল। তাহার কুশল প্রশ্নের উত্তরে নিজের কুশল জ্ঞাপন করিয়া, স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা কবিল, "সঙ্গে ওটি কে?"

কমলা সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমার একজন নতুন বন্ধু।" কথাটা

সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার শব্দে সমস্ত বাড়ীটা যেন একটু সরগরম হইয়া উঠিল, ঘুম-পুরীর জড়তা যেন কাহার যাদু-স্পর্শে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ; উপরে মানুষের পদ-শব্দ শোনা গেল। লজ্জাজড়িত ধীরগতিতে উপরে উঠিতেই শান্তা দেখিল, একটি যুবতী যেন তাহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে আসিতেছে। সহসা মধ্যপথে থামিয়া গিয়া নারী—অঞ্চল অধরে সংলগ্ন করিয়া, বিস্মিত চোখে শান্তার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার গাল টিপিয়া দিয়া কমলা কহিল, "কিরে চমক লাগ্‌লো নাকি ? দেখিস্ যেন হিংসেয় কাঠ হ'য়ে না যাস্।" শান্তা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল, তাহার উচ্ছ্বসিত যৌবন-শ্রীকে ঢাকা দিবার জন্য সে আপনার সু-সংযত বস্ত্ররাশিকে আরও সুবিন্যস্ত করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে চাহিল। কমলা শান্তার এই সলজ্জ ভাবটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "ওর কাছে লজ্জা কি ? ও আমার বোন্‌ঝি "

এতক্ষণে সেই তরুণীর মুখে বাক্য সরিল,—"আজ কি ভাগ্যি ! ছোট মাসীর দেখা পাওয়া গেল। তারপর, কি মনে ক'রে গো ?"

কমলা সুরে কহিল, "আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি।"

এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবধি কমলার চাল-চলনে, ভাব-ভঙ্গীতে যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কমলাদিদির সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণাগুলির সহিত তাহার এই বর্ত্তমানের আচরণ-গুলির শান্তা কোনমতেই সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছিল না ; সে তাহার আকস্মিক উৎফুল্লতার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

পাশের একটি ঘরে দ্বারের নিকটে বসিয়া অপর একটি যুবতী

দর্পণ-সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে একমনে আপনার বেণী বাঁধিতেছিল, তাহার কেশ-কলাপের সুরভি বায়ুভরে ভাসিয়া আসিয়া আগন্তুকদ্বয়ের নাসিকা স্পর্শ করিল। তাহার দিকে ফিরিয়া কমলা কহিল, "কিরে শিউলি, এতক্ষণে চুলবাঁধার সময় হ'ল বুঝি ?"

"দিনে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মাসী—"

কমলা কহিল, "ওমা ! একি কুম্ভকর্ণ গো ?"

মুচ্‌কি হাসিয়া শিউলি কহিল, "ক'দিন খুব রাত জাগার পালা গেছে।"

শান্তা এতক্ষণে ধীরে ধীরে একটা কথা কহিল, "বাড়ীতে কারো অসুখ আছে বুঝি ?"

কমলা মুখটা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "না গো না, সুখে থাক্‌তে ওদের ভূতে কিলোয়।"

নারী দুইটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। শান্তা হতবুদ্ধি শিশুর মত এ হাস্যের কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া, এক এক করিয়া তিন জনেরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কমলা শিউলিকে আহ্বান করিয়া কহিল, "শিউলি, বাড়ীতে অতিথি এল, বসিয়ে একটু খাতির যত্ন কর্, বাছা। আমি একটু ওপর থেকে আসি।" ইসারায় অপর তরুণী-টিকে আহ্বান করিয়া, কমলা উপরে ত্রিতলে চলিয়া গেল। শিউলি শান্তাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "এসনা, ভাই, ঘরের ভিতরে ব'সনা।—আহা নীচে কেন, বিছানাটাতেই ব'সনা।—না, না, ওকি ভাই, তুমি অতিথি।" অগত্যা শান্তাকে বিছানাতেই বসিতে হইল।

ঘরের মেঝেতে বিছানাটি পাতা, আস্তরণটি বেশ শুভ্র, তাকিয়া

বালিসের যথেষ্ট বাহুল্য। মোটের উপর, পারিপাট্যে মন্দ নয়। শান্তা একবার সমস্ত ঘরটা চকিতের জন্য দেখিয়া লইল,—সহসা কিসে যেন আঘাত পাইয়া তাহার চোখ ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিল। সে চোখ ফিরাইয়া লইল। ছিঃ! ছিঃ! ঐ সমস্ত কুৎসিত ছবি—ভদ্রঘরে—শয়ন কক্ষে! লজ্জায় সে লাল হইয়া গেল। একটা কৈফিয়ৎ পাইবার আশাতেই যেন তাহার দৃষ্টি ছবিগুলির অধিকারিণীর দিকে ফিরিল। কি নির্লজ্জতা! একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক ঘরে আসিয়াছে—হোক না সে আগন্তুক নারী—তথাচ স্ত্রীলোকটার একটা শীলতা-বোধ নাই! একটা সম্ভ্রমের সংযম নাই! প্রায় অনাবৃত বক্ষে অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে করিতে কেশ-প্রসাধন-নিরতা নারী দর্পণে আপনার নগ্ন যৌবন-চাপল্যকে অসঙ্কোচে উপভোগ করিতেছে! শিউলির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণায় শান্তার মন ভরপুর হইয়া উঠিল!

চুলবাঁধা শেষ হইয়া গেলে নারী একখানা শুষ্ক তোয়ালে দিয়া আপনার তৈলসিক্ত মুখখানা বারম্বার ঘষিতে লাগিল। শান্তা হাসিয়া মনে মনে কহিল,—মুখের চামড়াখানা উঠে না গেলে বাঁচি।

কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া আপনার বিস্তৃত ললাট মধ্যে সযত্নে একটি টীপ্ আঁকিতে আঁকিতে শিউলি কহিল, "ওমা তাইত, আসল কথাটাই এতক্ষণ জিজ্ঞেসা করা হয় নি,—তোমার নাম কি, ভাই?"

উত্তর না দিলে চলে না। শান্তা নিতান্ত অনিচ্ছায় নিজের নামটা বলিল।

"বাঃ! বেশ নামটি ত,—বাড়ী?"

শান্তা সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ক'ল্‌কাতায়।"

"ক'ল্‌কাতায় !" শিউলি একবার মুখ তুলিয়া চাহিল,—"একেবারে খাস সহরের লোক।"

শান্তা মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল।

"তবে অমন পাড়াগেঁয়ে লোকের মত চুপ্‌টি ক'রে মুখ বুজে ব'সে রয়েছো কেন?"—শিউলি খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—টীপের একটি ধার সাবধানে মুছিতে মুছিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ লাইনে কতদিন এসেছো?"

"কোথায়?"

"বলি, এ পথে কতদিন এসেছো?"

"কোন পথে?"

শিউলি দর্পণ হইতে মুখ তুলিয়া, একবার শান্তার মুখের দিকে চাহিল, পরে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কোন্‌ পথে আবার?—এই—এই—কাশীর পথে?"

"তার মানে?—কবে কাশী এসেছি?"—

"তার মানে, আমার মাথা আর মুণ্ডু। তুমি কি গো?—এই বুদ্ধি নিয়ে চালাবে কি ক'রে?" নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে অতটা হতাশ হইবার কোন কারণই শান্তা দেখিতে পাইল না। প্রসাধনের জিনিষগুলি ধীরে ধীরে গুছাইয়া তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া, সাবান, গামছা ও একখানা পরিষ্কার শাড়ী লইয়া শিউলি কহিল, "ব'স ভাই, আমি গা ধুয়ে আসি।" দুম দুম্‌ করিয়া সিঁড়ি দিয়া শিউলি নীচে নামিয়া গেল।

একাকিনী ঘরে বসিয়া শান্তা কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অসাবধান মুহূর্ত্তে ওই বীভৎস নগ্ন নারী-চিত্রগুলির দিকে

আর একবার তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এ যেন এক দানবীর পুরীতে সে নিতান্তই অসহায় অবস্থায় আবদ্ধ। শিউলির সঙ্গটা যতই অপ্রীতিকর হোক, তবু হাতের কাছে এতক্ষণ একটা মানুষ ছিল। কমলাদিদিই বা তাহাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গেল কোথায়? রাতও যে অনেক হইয়া গেল! শঙ্কায় শান্তা অধীর হইয়া উঠিল। মনে মনে কমলার উপর ভীষণ রাগ হইল।

কোথায় সে?—কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? শিউলির ফিরিবার প্রতীক্ষায় সে ব্যাকুল ভাবে বসিয়া রহিল। ক্ষণপরে একটা পদ-শব্দ শোনা গেল—শান্তা উৎকর্ণ হইল,—না এযে জুতার আওয়াজ। বাড়ীর কোন পুরুষ মানুষ বুঝি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে ত্রিতলে চলিয়া গেল। আবার নিঃস্তব্ধতা। আবার কিছু পরে—আর একটা শব্দ—না, এও জুতার আওয়াজ। শান্তা একটু সঙ্কুচিত হইল, যদি এই ব্যক্তিই এই কক্ষের মালিক হয়, আর তাহার অস্তিত্বের কথা না জানিয়া সহসা এ ঘরে আসিয়া পড়ে! না, এ ব্যক্তিও উপরে চলিয়া গেল।

শান্তা ক্ষণেকের জন্য একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা বিপুল সন্দেহ দেখা দিল—এরা কারা? এরা কি?—কমলা দিদির আত্মীয়?—হ্যাঁ কমলাদিদির মতই যেন কতকটা হেঁয়ালী। উপর হইতে পুরুষ ও নারী-কণ্ঠের হাস্য-লহরীর একটা মিশ্রিত ধ্বনি শোনা গেল। তাইত, কমলাদিদিকে ডাকা যে অসম্ভব। অল্পপরেই একটা গ্লাস হস্তে সেই প্রথমা যুবতীটি দেখা দিল।

শান্তা ব্যাকুল আগ্রহে কহিল, "কমলাদিদি কোথায় গেল? রাত অনেক হ'য়ে যাচ্ছে। একটু ডেকে দাওনা।"

"ওমা এরি মধ্যেই যাবে? ছোটমাসী কতদিন পরে এসেছে জানো?—এই নাও তোমার জন্যে একটা মজার জিনিষ এনেছি, ভাই।"

"কি জিনিষ?"

"মুখে ঠেকালেই টের পাবে।"

"আমার তেষ্টা পায়নি।"

"ওগো একি জল নাকি?—সিদ্ধি—সিদ্ধি। কাশীর সবাই খায়।" শান্তা সাশ্চর্য্যে কহিল, "সিদ্ধি!—রক্ষে কর, আমি জীবনে ও জিনিষ ছুঁইনি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, দিদিকে ডেকে দাও।"

শিউলী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "না খায়, আমার জন্যে রেখেদে ঐখানে, বিনি।"

প্রথমা যুবতী একটা ভ্রূকুটি করিল। সেটা শিউলি লক্ষ্য করিল না, কারণ ততক্ষণ আয়না লইয়া সে নিজের লম্বিত মুখখানার সৌন্দর্য্য আর একবার যাচাই করিতেছে। সে সহসা মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা কি জ্বালা,—সিঁদূরটা প'রতেও ভুলে গিয়েছি। বিকেলে বেড়াতে না গেলেই ভুলটা হয়।" সিঁদূরের কৌটা পাড়িয়া সে ভুলটুকু সংশোধন করিয়া লইল।

শিউলির কথন-ভঙ্গীতে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত হেঁয়ালী শান্তার কাছে কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া গেল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কাঁপিতে কাঁপিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল,—"আমায় যেতে দাও"—দু একপদ সে অগ্রসরও হইল—

শিউলি কহিল, "এরই মধ্যে যাবে যদি তবে এলে কেন বাপু?"

বিনি, ওরফে বিনোদিনী, কহিল, "কেন হঠাৎ হ'ল কি? কি অন্যায়টা দেখ্‌লে শুনি?—তুমি একলা যেতে পার্‌বে?"

শান্তা একটু পিছাইয়া গেল, কোনমতে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া সে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জড়িত-কণ্ঠে আপন মনে কথা কহিতে কহিতে একটি যুবক নিম্নতল হইতে ত্রিতলে চলিয়া গেল। বিনি ও শিউলী উভয়েই দ্রুত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। শান্তার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলায়। পরক্ষণেই মনে হইল, শেষে কি মাতালের হাতে পড়িবে? শঙ্কায় তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কোনমতে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, কে জানে। হঠাৎ কমলার কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতি স্পর্শ করিল। সে স্বরে তাহার লুপ্তপ্রায় চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিল, অকূল পাথারে সে যেন একটা কূল পাইল। একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া বাহির হইয়া সে কমলার সমীপবর্ত্তী হইয়া সমস্ত উদ্বেগ-সংশয়ের কথা তাহাকে বলে,—তাহার সাহায্য ভিক্ষা করে,—তাহাকে একটা ভৎর্সনা করে,—দৃঢ়কণ্ঠে তাহার নিকটে একটা কৈফিয়ৎ তলব করে। কিন্তু শঙ্কায় তাহার পা সরিল না—কে যেন জুতার শব্দে দুম্ দুম্ করিয়া সিঁড়িটা প্রকম্পিত করিতে করিতে ত্রিতল হইতে দ্বিতলে নামিতেছে—কমলা যেন তাহাকে প্রাণপণে বাধা দিতে দিতে বলিতেছে—"কি করিস্? পাগল হ'লি নাকি?"

শান্তা উৎকর্ণ হইল!

অট্টহাস্যের সহিত মত্ত পুরুষ কণ্ঠে উত্তর হইল, "পাগল তুমিই ত করেছো, মাসী?"

কমলা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না আজ নয়—এরি মধ্যে নয়—তুই সব বোকামীতে পণ্ড ক'র্‌বি—আয় ফিরে আয়।"

সক্রোধে উত্তর হইল, "নাঃ—আজ আর ফির্‌ব না—আজ হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার—তুমিই যত নষ্টের মূল—আমায় খেলিয়ে নিতে চাও—"

শান্তার অক্ষিগোলক দুইটি যেন বাহিরে আসিবার উপক্রম করিল।

কমলা অনুনয়ের স্বরে বলিল, "ওরে শোন্‌—আমার মাথা খাস্‌—"

"তোমার মাথা তুমি নিজেই অনেক দিন আগে খেয়েছো—আর খেতে কিছু বাকী নেই—যাও, সরে যাও—"

একটা আসন্ন বিভীষিকার পূর্ব্বাভাসে শান্তার সর্ব্ব-শরীরে একটা শিহরণ দেখা দিল। বিশ্বের সমস্ত দানব যেন একত্র হইয়া তাহাকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছে! কেমন করিয়া সে আত্মরক্ষা করিবে?

শান্তা ভাবিবারও অবকাশ পাইল না। প্রবল ঝড়ের মত উদ্দাম বেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতাল কহিল,—"সু—প্রভাত—সু—প্রভাত।"

সহসা সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিলে মানুষ যেমন ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণভয়ে পশ্চাতে হটিয়া যায়, তেমনি একটা অস্ফুট ব্যাকুল ধ্বনির সহিত শান্তা অনেকটা পিছনে জানালার কাছে সরিয়া গেল। মাতাল যেন একটু দমিয়া থামিয়া গেল, পরে ক্রূরহাস্য-বিকৃত মুখে বলিল, "অনেক দিন তোমার—আশায়—আশায়—পথে পথে ঘুরেছি।"

ঘৃণায়, ক্রোধে, অপমানের টক্তিতে, শান্তার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত। তাহার মুখ হইতে সমস্ত শোণিত যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। কণ্ঠ-তালুকে শুষ্ক করিয়া—তাহার বাকৃশক্তি যেন কে নিমেষে হরিয়া লইয়াছে। বাতাহতা বেতসীর মত তাহার আপাদমস্তকে আকুল শিহরণ। বিপুল ঘর্ম্মধারায় তাহার কম্পিত দেহ আপ্লুত।—ভগবান!—ভগবান!! ওগো দেবতা, তুমি এমন করিয়া নিদয় হইলে কেন?—করুণায় ঐ রাক্ষসটার কঠোর নয়ন কি সিক্ত হইবে না? অনুনয়ে সে কি ভুলিবে না? শান্তা জলভারাক্রান্ত আঁখিপল্লবকে বিস্ফারিত করিয়া এতক্ষণে পূর্ণভাবে তাহার মুখের দিকে একবার ভিখারিণীর করুণ দৃষ্টিতে চাহিল। একি, কোথায় যেন পূর্ব্বে ইহাকে দেখিয়াছে!—ঘাটে?—পথে?

মাতাল যুবক তাহার এই সংশয়-ভাবটা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তুমি আমায় চেন নাকি প্রাণ?" পরে জড়িমা-মিশ্রিত স্বরে কহিল, "আমি চিনিগো চিনি—তোমায় ওগো বিদেশিনী—আমিও তোমায় চিনি—" মাতাল টলিতে টলিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। প্রাণপণ চেষ্টায় শান্তা এবার মুখ ফুটিয়া কহিল, "ওগো, কে কোথায় আছ,—আমায় বাঁচাও।" কিন্তু ভীতি-বিহ্বলা নারীর শুষ্ক কণ্ঠের ক্ষীণ-স্বর বোধ হয় বাড়ীর দেওয়ালগুলিকে অতিক্রম করিয়া বেশী দূর গেল না। উপরের কক্ষ হইতে সেই নির্লজ্জা যুবতীদ্বয়ের মৃদু হাস্যের ধ্বনি শোনা গেল।

কমলা সবেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতালকে একপাশে একটু ঠেলিয়া দিল, সে টলিতে টলিতে শয্যায় বসিয়া পড়িল। মাতাল কাতর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিয়া কহিল,—"বেইমানী!"

তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কমলা শান্তাকে কহিল, "নাও,

স্থির হও, ব'স। এতটা উতলা কেন?—একেবারে কুরুক্ষেত্র ক'রে তুলেছ!"

ঘৃণায় অধর দংশন করিয়া শান্তা কহিল, "এখানে আমাকে কি ক'র্‌তে নিয়ে এসেছ, শয়তানী?"

বিদ্রূপের স্বরে পিশাচী উত্তর করিল, "শয়তানী!—আর তুমি কি? আমি কি আজ দুপুরবেলা তোমার নির্জ্জন লীলা-খেলার অভিনয় দেখিনি?"

রুদ্ধরোষে শান্তা আহতা সিংহিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "কী?—সন্তানের স্মৃতির আদর—তোমার কাছে লীলা-খেলা?"

কমলা একবার কাঁপিয়া উঠিল।

শান্তা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমায় ছেড়ে দাও—আমায় যেতে দাও—"

যাইবার পথ অবরোধ করিয়া অচঞ্চল স্বরে পিশাচী বলিল, "না, সে হয় না; আর তোমাকে আমি মাথা উঁচু ক'রে চলে যেতে দিতে পারি না।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শান্তা কহিল, "উঃ! কি ভুল করেছি! কেন এতদিন একটু একটু বুঝেও বুঝিনি?"

ক্রূর হাস্যের সহিত পিশাচী কহিল, "আজ যখন হঠাৎ বুঝে ফেলেছ—ওই গণ্ডমুর্খটার দোষে—তখন তোমাকেও আমি অব্যাহতি দেব না।" একটু নীরব হইয়া সে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আবার বলিল,—"আমায় বুঝেছ?—আমি একটা প্রকাণ্ড ভুল—আমি একটা প্রবল বন্যা—আমি একটা ভীষণ ঝড়! আমি ভুলিয়ে দেব—ভাসিয়ে দেব—উড়িয়ে দেব।"

একটা প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেমন নিস্তব্ধ হয়, পিশাচীর আক্রোশ-গর্জ্জনের পর, ঘরটা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া গেল! মাতালটা তখন শয্যায় আলস্যে হেলিয়া পড়িয়াছে; সে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "আমি উড় বো—নতুন ইয়ার—তোমায় নিয়ে উড়্বো।"

উড়িবার শক্তি পরের কথা, তাহার তখন সোজা হইয়া বসিবার শক্তিও নাই—শান্তা অনুমানে তাহা বুঝিল। কিন্তু নিস্তার কই? একটা হিংস্র পশুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, সে যে একটা ক্রূর সর্পিণীর সম্মুখে পড়িয়াছে। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া পলাইবার যে একটা পথও নাই! সহসা তাহার মস্তিষ্কে একটা খেয়াল আসিল; ক্ষিপ্র গতিতে সে পশ্চাতের জানালাটা খুলিতে অগ্রসর হইল। শ্যেনের গতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কমলা কহিল, "কর কি? কর কি?"—প্রাণপণ শক্তিতে হাত ছিনাইয়া লইয়া, শান্তা সজোরে কমলাকে পদাঘাত করিল। কমলা আঘাতের বেগটা সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। ক্রোধোন্মত্তা শান্তা চকিতে ছুটিয়া গিয়া ব্র্যাকেট্ হইতে আলোটা তুলিয়া লইল, এবং ভয়-বিমূঢ়া কমলা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে সজোরে আলোটা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ। কাচভাঙ্গার একটা শব্দ হইল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যেন একটা আতসবাজী খেলিয়া গেল; কেরেসিনতৈলের উৎকট গন্ধে ঘরটা ভরিয়া গেল। শান্তা আর এক নিমেষের জন্যও অপেক্ষা করিল না, বা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল না। প্রাণপণ শক্তিতে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া, সে অন্ধকার সিঁড়িপথে

টলিতে টলিতে নামিয়া গেল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাহার কাণে পঁহুছিল—"জল! জল!" ত্রিতলের সিঁড়িপথে এক সঙ্গে অনেকের পদ-শব্দ শোনা গেল।

কোন দ্বিধা না করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে সদরের দ্বার খুলিয়া শান্তা উন্মুক্ত পথে পা দিল। উর্দ্ধশ্বাসে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্যা হইয়া সে প্রাণভয়ে ভীতা হরিণীর মত ছুটিল। আঁধার জন-বিরল গলিপথে সন্তর্পণে চলিতে চলিতে দুই একটি পথিক তাহার উন্মত্ত আচরণে শঙ্কিত বিস্ময়ে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিছুক্ষণ এভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সে এই গলির গোলক-ধাঁধাঁ-সমস্যার যেন একটা অন্ত পাইল; সম্মুখেই বড রাস্তা। ত্বরিতপদে বড় রাস্তার ধারে আসিয়া, শান্তা একপাশে দাঁড়াইয়া যেন একটু হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাস্তায় জন-সমাগম কমিয়া গিয়াছে। দু'এক জন যে পথচারী দেখা যাইতেছে, তাহারা কেহই শান্তার স্বজাতি নহে। উহাদের কাহারও কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিবে কি? নানা সংশয়-দ্বিধা আসিয়া দেখা দিল, ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া শান্তা মনে মনে একটু বিতর্ক করিতে লাগিল। এমন সময়ে, অদূরে একটি সুসজ্জিতা বাঙ্গালী মহিলাকে দেখা গেল। সঙ্গে তাঁর একটি বালক ও একটি বালিকা। একটি ভদ্রবেশী বলিষ্ঠ যুবক মহিলাটির সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে এদিকে অগ্রসর হইতেছে।

আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ যেমন সাগ্রহে ভাসমান তৃণখণ্ডকে ধরিতে যায়, তেমনি ব্যাকুল আগ্রহে, শান্তা কম্পিত পদে ছুটিয়া গিয়া পথচারিণী মহিলার হাত ধরিয়া বলিল, "ওগো বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।"

মহিলাটি সভয়ে সাশ্চর্য্যে একটু পিছাইয়া গেলেন। শিশু দুইটি শঙ্কায় একটু সরিয়া গেল। যুবকটি একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "একি ? পাগলী নাকি ?"

শান্তার মুখখানি স্বেদ-ধারায় আপ্লুত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গেলে, মহিলাটি বলিলেন, "না অরু, এ ত পাগল নয়—কোন ভদ্রঘরের মেয়ে দেখ্‌ছি—নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।"

আশ্বাস পাইয়া শান্তা সোৎসাহে কহিল, "হ্যাঁ, বিপদ—ভারি বিপদ ! আমায় ঘরে পূরে মেরে—"

তাহাকে বাধা দিয়া যুবক বলিল, "বুঝেছি। কোথায় ?—কোন্ বাড়ীতে ?"

মহিলাটি যুবকের এই আগ্রহকে বাধা দিয়া বলিলেন, "সেটা এখনি জেনেই বা কি লাভ হবে ? জল্‌দি এখান থেকে স'রে যাওয়া দরকার। যদি তারা পেছু নিয়ে থাকে ?" আততায়ীদের পশ্চাদ্ধাবনের কল্পনা তাহারই ন্যায় অন্য একটি প্রাণীর চিত্তকে অধিকার করিয়াছে দেখিয়া শান্তার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

যুবক আকাশে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সদম্ভে বলিল, "চলে যাওয়া হ'তেই পারে না,—এখুনি একটা কিনারা না ক'র্‌তে পার্‌লে—হয়ত কোন কিনারাই ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

"কি যে বল, ঠাকুরপো ? সঙ্গে দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ একটা নেই। তুমি কিনারা ক'র্‌তে যাও, আর আমরা এখানে একা অপেক্ষায় ব'সে থাকি,—কেমন ?"

যুবকের বদ্ধ মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল ;—"হুঁ। আচ্ছা চল।"

শান্তার একখানা কম্পিত বাহুকে নিজের বাহুর মধ্যে লইয়া মহিলাটি বলিলেন, "অরুণ, ঐ হাতখানা ধর।"

শান্তার অপর হাতখানি অরুণ ধরিল।

"কোথায় পৌঁছে দিতে হবে ?"

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে মহিলাটি বলিলেন, "এখন জিজ্ঞাসা কর্‌বার সময় নয়, ঠাকুরপো। দেখ্‌ছ না, বেচারী একেবারে ভেঙ্গে পড়ছে।"

১৫

রোগীর শয্যায় আসীনা চারুকে যেন আর চিনিবার উপায় নাই। তাহার ঐ রুক্ষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশ-কলাপে, তাহার ঐ শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে, তাহার ঐ কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষুতে, তাহার ঐ মলিন বেশে আর সে শোভার পারিপাট্য নাই, আর সে বিজলীর চাকচিক্য নাই, আর সে হাসির তরঙ্গ নাই, আর সে বিলাসের ব্যঞ্জনা নাই। তাহার অনুপম রূপরাশি যেন ছারখার হইতে বসিয়াছে। কতদিন সে দর্পণে মুখ দেখে নাই,—নচেৎ তাহার এই পরিণতিতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হয় সে নিজেই হইত। বিষণ্ণ মধ্যাহ্নে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সে নিদ্রার আবেশে ঢুলিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে হঠাৎ চমকিত চোখে চাহিয়া হাতের পাখাখানাকে রোগীর দেহের উপরে সঞ্চালিত করিতেছিল। কিন্তু, ঐ আকস্মিক উদ্যমটা অতি শীঘ্রই শিথিল হইয়া আসিতেছিল; ধীরে-ধীরে, তাহার চঞ্চল বাহু তাহারই অজ্ঞাতসারে হঠাৎ স্থির হইয়া যাইতেছিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। মৌন মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শুধু দেওয়ালের ঘড়িটা বরাবরের অভ্যাস মত শব্দ করিতেছিল—টক্—টক্—টক্। ঐ ক্ষীণ শব্দের সহিত মানুষের অলক্ষ্যে কোন্ অজানা খেয়ালীর খেয়ালে—কালের কর্ম্মকার জগতের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত কল্পনা—কত কুহক, কত সুখ, কত সৌন্দর্য্যকে তিল তিল করিয়া যেন মুদ্গরের আঘাতে নিরন্তর চূর্ণ করিয়া দিতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠক্।

উপর্য্যুপরি কয়দিনের ঐ বারম্বার অকরুণ আঘাতেই বুঝি চারুর রূপ-সম্ভার ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতে বসিয়াছে,—আর ভাঙ্গিয়াছে তাহার মান, তাহার অভিমান, তাহার বিলাস-বিভ্রম, তাহার কাব্য-কল্পনা। যাক্, সমস্ত চূর্ণ হোক—তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখও আর তাহার নাই;—কিন্তু তাহার সকল সুখের আশা যে ভাঙ্গিতে বসিয়াছে! কোথায় কে আছ গোপন-চারী দেবতা, এ দারুণ বিপদে কি অসহায়া নারীর সহায় হইবে না?

নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে অমর কক্ষে প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে শিশুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, নীরবে নিদ্রাকাতরা পত্নীর হস্ত হইতে পাখাখানা লইল। চারুর চমক ভাঙ্গিবামাত্রই নিম্নস্বরে সে কহিল, "তুমি একটু শোও, চারু। আমার বিশ্রাম হ'য়ে গেছে, আমি এবার দেখ্‌ছি।

চারুর অবশ অঙ্গ রুগ্ন সন্তানের শয্যারই একপাশে ঢলিয়া পড়িল। কানুর শিয়রে বসিয়া দক্ষিণ হস্তে পাখা সঞ্চালিত করিতে করিতে অমর বাম হস্তে একখানি পুস্তকের পৃষ্ঠা অনেকক্ষণ পরে পরে মন্থর গতিতে উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে কখনও রুগ্ন শিশুর মুখের দিকে, কখনও শিশুর তন্দ্রাচ্ছন্না মাতার মুখের দিকে ফিরিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পুস্তকপাঠে তাহার মন এমন তন্ময় হইয়া যাইতেছে যে, সেই সুযোগে তাহার ব্যথিত হস্ত হইতে শিথিল পাখাখানা একটু ঢলিয়া পড়িতেছে। বাতাসের বিরতিতে জ্বরাচ্ছন্ন শিশু হয়ত একটু খুস্ করিয়া উঠিল। সচকিতে পুস্তকখানা পার্শ্বে সরাইয়া সে কিছুক্ষণের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে বাতাস করিতে লাগিল। এমনিভাবে, কখনও সন্তানের দিকে, কখনও পত্নীর দিকে,

কখনও পুস্তকের পাতার দিকে চাহিতে চাহিতে এবং বাতাস করিতে করিতে কতটা দীর্ঘ সময় কাটিয়া গেল তাহা অমর অনুমান করিতে পারিল কি না, কে জানে। শেষে যখন বইখানার প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন সে ক্লান্তভাবে উহা একপাশে রাখিয়া দিল।

অপরাহ্ন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কানুর ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে, অমর একদাগ ঔষধ আনিয়া শিশুকে সেবন করাইয়া দিল। একবার তাপটাও পরীক্ষা করিয়া, ডাক্তারের অবগতির জন্য একখানা কাগজে লিখিয়া রাখিল। চারু ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। অলস দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন জ্বরটা কত?"

অমর উত্তর করিল, "একশো চার।"

অল্পক্ষণ পরে চারু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ওষুধ খাইয়েছ?"

অমর সংক্ষেপে উত্তর করিল, "হ্যাঁ।"

ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া চারু অনেকক্ষণ নত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল, পরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কাতর গম্ভীর মুখে বলিল, "দেখো, জগৎটাকে আমি কৈশোর থেকে শুধু স্বপ্নেব দৃষ্টিতে দেখে এসেছি। –"

অমর স-কৌতূহলে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল।

"সে স্বপ্নের মধ্যে শুধু সুখেব অলীক কল্পনা ছিল—"

অমর নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চক্ষু বিস্ফারিত করিল।

"কিন্তু স্বপ্নে এমন বিভীষিকা থাকৃতে পারে সে কল্পনা আমার মনে কোন দিন ছিল না—এখন তার নিত্য ছায়াপাতে আমি শিউরে উঠি।"

"তুমি চিরদিনই ভাবপ্রবণ, চারু। এতটা বিপদে কোন দিন পড়নি—তাই--"

চারুর চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। অমর আর কোন কথা বলিতে পারিল না। অল্প পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সস্নেহে পত্নীর চিবুক স্পর্শ করিয়া সে কহিল, "জগৎটা স্বপ্ন হোক, মিথ্যা হোক, মায়া হোক্, সর্পে রজ্জু-ভ্রম হোক,—তবু, ক্ষণিকের জন্য হইলেও, এটা একটা সত্যকার বস্তু। ব্রহ্ম যদি নিত্য-সত্য পদার্থ হয়, তবে তাঁর অংশ এই জগৎটাও নিত্য-সত্য পদার্থ। তার সুখও নিত্য-সত্য, দুঃখ ও নিত্য-সত্য,—ক্ষণিক অভ্যুদয়ের পর তাঁতেই লয় পেয়ে যায়—সাগরের তরঙ্গের মত। নাবিকের কাছে সে তরঙ্গ পরম সত্যকার বস্তু—তরঙ্গের গতি বুঝে সে আপনার তরী বেয়ে যায়।" অমর হাতখানা সরাইয়া লইয়া, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, "আমিও এতদিন বুঝিনি—যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে চ'লে এসেছি।"

সহসা ব্যগ্রভাবে তাহার হাতখানি ধরিয়া চারু বলিল, "ঠাকুরঝিদের কাশীর ঠিকানাটা জান?"

ম্লান মুখে অমর কহিল, "বাবা গিয়ে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখেন নি।"

সন্ধ্যার একটু পরে, অল্পক্ষণের জন্য উন্মুক্ত ছাদে বায়ু সেবন করিতে গিয়া অমর সাশ্চার্য্যে দেখিল যে, এতদিনের অনাদৃত শীর্ণপ্রায় তুলসী বৃক্ষটির মূলে জলসেচন করিয়া কে সে দিন একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে! দীপের নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ শিখাটি তখনও জ্বলিতেছে। আর একদিনের একটি বেদনা-জড়িত স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল,—ব্যথা পাইয়া অমর নীচে নামিয়া আসিল।

অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। কানু সে দিন এমন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন যে সারাদিন বিশেষ কোন একটা কথা কহে নাই। সবিশেষ পরীক্ষান্তে, নীচে নামিয়া আসিয়া, নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে করিতে ডাক্তার অমরকে বলিলেন, "খুব খারাপ দিক নিয়েছে।"

অমর শঙ্কায় মূক হইয়া গেল দেখিয়া, ডাক্তার একটা মৌখিক আশ্বাস দিলেন,—"ভাব্‌বেন না।"

ডাক্তার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, অমর উপরে আসিয়া পত্নীর নিকটে শঙ্কার কথাটা গোপন করিয়া, শুধু আশ্বাসের কথাটা শুনাইল।

১৬

অনেকক্ষণ পরে শান্তা চোখ মেলিয়া চাহিল। তাহার শিথিল কেশরাশির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ইন্দিরা বলিল,—"একটু গরম দুধ খাবে কি?"

শান্তা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কাতর ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?"

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ইন্দিরা উত্তর করিল, "কোন ভয় নেই, তুমি নিরাপদ।"

শান্তা সংশয়-জড়িতকণ্ঠে যেন আপন মনে আবৃত্তি করিল, "নিরাপদ! —নিরাপদ!!"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ।"

ইন্দিরার স্নিগ্ধ কোমল মুখখানার দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া সে যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। সহসা তাহার লুপ্ত স্মৃতি যেন ফিরিয়া আসিল,—সেবা-পরায়ণা নারীকে সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিল, "আপনাকে কি ব'লে ডাকব?"

হাসিতে হাসিতে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া ইন্দিরা কহিল, "তোমার যা' খুসী।"

শান্তা যেন কোন একটা কিছু ভাবিয়া পাইল না। মায়ের মত স্নেহ-দৃষ্টি! ভগ্নীর মত সেবা-যত্ন!

সে আস্তে আস্তে বলিল, "আমার পরম আত্মীয়।"

হাসিতে হাসিতে ইন্দিরা আবার উত্তর করিল, "কোনই আপত্তি নেই।"

শান্তার মলিন মুখখানা ক্ষণেকের জন্য একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইন্দিরা প্রশ্ন করিল, "এখন কেমন বোধ ক'র্‌ছ?"

"সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—ডানহাতে আর পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা—"

ইন্দিরা হাতখানা পরীক্ষা করিয়া ঝিকে একটা জলপটি আনিতে আদেশ দিল। এবং শান্তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহার পদদ্বয় পরীক্ষা করিয়া কহিল, "ঝি একবাটি তেল জল্‌দি গরম ক'রে নিয়ে আয়। পা দুটোয় মালিশ ক'রে দে।—বিশেষ কিছু হয়নি, ভয় নেই তোমার। খালি একটু শুশ্রূষার দরকার।"

শান্তা স-সঙ্কোচে বলিল, "আপনাদের ওপর এত—অত্যাচার—?"

ইন্দিরা স-কৌতুকে বলিল, "আচ্ছা, এত অত্যাচারের উপরে আর একটু অত্যাচার ক'র্‌লে কোন ক্ষতিই হবে না। দুধটুকু খেয়ে নাও।"

ধীরে ধীরে শান্তা উঠিয়া বসিল। ইন্দিরা দুধের বাটিটা তাহার মুখের কাছে ধরিল। সহসা কি ভাবিয়া মুখখানা সরাইয়া লইয়া শান্তা কহিল, "অশুচি দেহে আমি খেতে পার্‌ব না।"

দুধের বাটিটা নামাইয়া ইন্দিরা স-কৌতূহলে তাহার মুখের দিকে অপলকনেত্রে চাহিল। আবেগ-চঞ্চলা শান্তা বলিল, "যদিও কোন পাষণ্ড আমায় স্পর্শ ক'র্‌তে পারেনি—তবু,—বেশ্যার বিছানায় আমি বসেছিলুম—"

ইন্দিরা সাশ্চর্য্যে বলিল, "বেশ্যার বিছানায়!"

"এ কাপড়খানা এখুনি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলে না দিলে,—আমার দেহের জ্বালা কম্‌বে না।"

ইন্দিরা একটা সমস্যায় পড়িল। "বিধবার উপযোগী সাদা ধুতি যে আমাদের নেই।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "ঝিয়ের একখানা কাচা কাপড়ও কি নেই? আমি বাসায় গিয়ে—" শান্তার মুহূর্ত্তের জন্য কণ্ঠরোধ হইল। সে আকুল আবেগে বলিয়া উঠিল, "বাবা না জানি কতই ভাব্‌ছেন!—রাত কত হ'ল?"

"বেশী হয়নি, দশটা।"

"মোটে দশটা! উঃ, সন্ধ্যে যেন কখন হ'য়ে গেছে!—বাবা—"

"উতলা হ'য়োনা, সে ব্যবস্থা পরে হবে। আচ্ছা, পেড়ে-শাড়ী প'র্‌তে আপত্তি কি?—তাতে কি এসে যায়?—আমার একখানা কাপড় দিচ্ছি। গরম দুধ তোমাকে একটু খেতেই হবে।"

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি নিজের একখানা কাপড় লইয়া আসিয়া শান্তাকে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তকে একটু গঙ্গাবারি বর্ষণ করিল। স্নেহ-পরায়ণা নারীর আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা শান্তাকে ঐ শাড়ীখানাই পরিতে হইল। ঝি একটা জলপটি আনিয়া দিয়া, বিস্মিতমুখে তেল গরম করিবার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। সযত্নে শান্তাকে কাছে বসাইয়া সাদরে দুধের বাটিটা তাহার মুখের কাছে ধরিয়া, ধীরে ধীরে দুগ্ধপান করাইতে করাইতে ইন্দিরা প্রশ্ন করিল "তোমার নাম কি, ভাই?"

"শান্তা।"

"জাতি?"

"ব্রাহ্মণ।"

"বাড়ী?"

"কল্‌কাতায়।"

"এখানে কতদিন এসেছ?"

"প্রায় পনেরো দিন।"

"কার সঙ্গে?"

শান্তা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বাবার সঙ্গে।"

দুগ্ধপানে শান্তা ক্রমশঃ একটু সুস্থ বোধ করিতেছে দেখিয়া ইন্দিরা প্রশ্নচ্ছলে এক এক করিয়া সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক জানিয়া লইল। শোনা শেষ হইয়া গেলে, শূন্য দুধের পাত্রটা একপাশে সরাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের এখানকার ঠিকানা?"

শান্তা সভয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে বলিল, "কই তা' ত জানি না?"

"মহল্লার নাম?"

"মহল্লার নাম! না,—তাও ত জানি না,—কোন দিন জান্‌তে চেষ্টা করিনি।"

ইন্দিরা সাশ্চর্য্যে বলিল, "মহল্লার নামটাও জান না?—এমন হাবা লোক ত পৃথিবীতে দেখিনি। তুমি একটু সৃষ্টি-ছাড়া, বাপু।"

ম্লানমুখী শান্তা একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "অনেকেই ও কথা অনেকবার বলেছে।"

ইন্দিরা কহিল, "বুঝেছি। কিন্তু, ভারী সমস্যায় পড়া গেল যে!"

তাহার সমস্যার কথা শুনিয়া শান্তা শঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইন্দিরা সে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একটা পরামর্শ ক'রে

দেখা যাক্—উপায় একটা হবেই।—এই যে, তেল এনেছিস্,—দে, পা দুটো বেশ ক'রে মালিশ ক'রে দে।" ইন্দিরা সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল।

একটা নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া অরুণ আপন মনে শিস্ দিতে দিতে একটা গানের সুর ভাঁজিতেছিল। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া ইন্দিরা তাহার মস্তকে এবং সর্ব্বদেহে একটু গঙ্গাবারি বর্ষণ করিল, "গঙ্গা—গঙ্গা।"

এক লম্ফে পশ্চাতে ফিরিয়া অরুণ সকৌতুকে কহিল, "কি? কি? ব্যাপার কি?"

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ইন্দিরা বলিল, "গঙ্গাজল।"

"এই রাত্রে! এটা একটা বিষম বিদ্রূপ, বৌদি। হঠাৎ শুচি-বাতিক জাগ্‌লো নাকি?"

"বাতিক বাধ্য হয়েই জাগে। এমন গুরুতর একটা ঘটনার পর মনস্তত্ত্ববিদ্ বাতিকগ্রস্ত দেওরটিকে নিশ্চিন্তে আপন মনে গান গাইতে দেখ্‌লে, নিজেরই বাতিক না জেগে পারে না।"

"ব'স বৌদি, ব'স।" নিজে আসন পরিগ্রহ করিয়া অরুণ গম্ভীর মুখে বলিল, "ব্যাপারটা যে গুরুতর তা'তে সন্দেহই নেই।"

আসন গ্রহণ করিয়া, ইন্দিরা সকৌতুকে কহিল, "কি ঠাওরেছ?"

"অনেকখানি—এক নিঃশ্বেসে বলা চলে না—"

ইন্দিরা জেদ ধরিল, "না, তোমাকে এক নিঃশ্বেসে ব'ল্‌তেই হবে।"

"প্রেম-ঘটিত ব্যাপার।"

ইন্দিরা স-কৌতুকে বলিল, "বল কি গো?"

"যতটুকু দেখা গিয়েছে—আর যা দেখা যায় নি—তা' থেকে অনেকটা জিনিষই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।"

ইন্দিরা সাগ্রহে কহিল, "কি? কি? শুনিই না।"

"তুমি মনে করেছ—একটা ষড়যন্ত্র। মোটেই না।"

"বটে। বটে!"

ইন্দিরার কথন-ভঙ্গীতে অরুণ একবার বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। পরে বলিল, "হীন ষড়যন্ত্র হ'লে মেয়েটা চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তায় লোক জড় ক'র্‌ত। অনেক কিছু গোপন করার আছে—তাই সে পথের ধারে প্রেতিনীর মত চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল।" অরুণ একটু চুপ্‌ করিল। ইন্দিরা তাহাকে বাধা দিল না। ক্ষণপরে সে পুনরায় কহিল, "অপমানিত ও পরে বিতাড়িত হ'য়ে তার আর অন্য আশ্রয় ছিল না। চিরদিনের আশ্রয়কে সে বোধ হয় পূর্ব্বেই এক মুহূর্ত্তের ভুলে বিসর্জ্জন দিয়েছে—আর সেখানে ফেরার পথ তার নেই।"

ইন্দিরা এবার সত্যসত্যই গম্ভীর মুখে বলিল, "আমি তাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারিনি। তার শিশুর মত সরল মুখখানা দেখ্‌লে তার কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌তে তোমারও প্রবৃত্তি হবে না।"

অরুণ সাগ্রহে সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া বলিল, "তুমি তার কথা শুনেছ? সে তা'হলে কথা কয়েছে?"

ইন্দিরা মুখ টিপিয়া কহিল, "হ্যাঁ—তবে বাজারের পতিতার সংস্পর্শ পাকে প্রকারে তোমার পবিত্র দেহেও লেগেছে।"

সজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া অরুণ কহিল, "বল কি! আমি অতটা ভাব্‌তে পারিনি!"

হাসিতে হাসিতে ইন্দিরা বলিল, "তবে তুমি কি ভেবেছিলে?—প্রেমিকা বিধবা?"

"হ্যাঁ, ওই রকম একটা কিছু। তা নয়, একেবারে বাজারের বেশ্যা!"

"কাব্য অনেকটা মাটি হ'য়ে গেল। না ঠাকুরপো? ভদ্রঘরের প্রেমিকা বিধবা হ'লে, অনেকটা জমে উঠ্‌তো।"

"ছিঃ! ছিঃ!—আর তাকেই আমরা অন্দরে তুলে নিয়ে এলুম। যাক্ চলে গিয়েছে ত?—ওঃ, তাই বুঝি গঙ্গাজল ছড়াচ্চো?"

ইন্দিরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল, "না, যায়নি। তার যাবার লক্ষণ নয়। এ সংসারেই স্থায়ী আসন নেবার যোগাড় ক'রেছে।"

তাহার হাস্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অরুণ হতভম্ব দৃষ্টিতে কহিল, "সেটা কি রকম হবে, বৌদি?"

"তা বুঝি হয় না?"

অরুণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "কেমন একটু বাধ বাধ ঠেক্‌ছে যে!"

ইন্দিরা পুনরায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল!

অধীরভাবে অরুণ বলিল, "তোমার এ হাসির হেঁয়ালি যে বুঝ্‌তে পারছিনা, বৌদি।"

"যে কল্পনার দৌড় চালিয়েছ, আমায় কোন কথা ব'ল্‌তে অবসর দিলে কই?"

টেবিলে একটা মৃদু আঘাত করিয়া অরুণ কহিল, "চুলোয় যাক্ কল্পনা—বল বৌদি, কি শুনেছ বল।"

শান্তার বর্ণিত দুর্ঘটনার সমস্ত ইতিহাসটা ইন্দিরা যথাযথ অরুণকে শুনাইয়া দিল। আদ্যোপান্ত নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া অরুণ কহিল, "সত্য ঘটনা অনেক সময়ে কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। যাই হোক, এখন অভাগীকে তার বাপের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার।"

"কিন্তু সে পথে কাঁটা প'ড়েছে—পাগলী বাপের ঠিকানা জানে না, পল্লীর নামও জানে না।"

"তা' হ'লে ভারি মুস্কিল ত?—আচ্ছা, পুলিশে খবর দিলে হয় না?"

"তোমার দাদা ফিরে আসুক—যা হয় একটা পরামর্শ ক'রে ঠিক কর। বাপের জন্য বড় উতলা হ'য়ে প'ড়েছে।" ইন্দিরা দেবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার কাযে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে, ইন্দিরার স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, ব্যস্তভাবে কহিলেন, "কোথায় গো তোমরা সব? নাও, গাঁট্রি বাঁধ, তল্পী-তল্পা তোল।"

হাতের কায ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি স্বামীর সম্মুখীন হইয়া, ইন্দিরা স-বিস্ময়ে গালে একখানি হাত দিয়া কহিল, "ওমা! অবাক্ কাণ্ড! রাত দুপুরে তল্পীতল্পা তোল কিগো? কোথায় যাবে? সকলকে নিয়ে উদাসী হবে নাকি!"

"উদাসী নয়—উদাসী নয়—ঘরের দিকে যেতে হবে।"

অরুণও সাশ্চর্য্যে আপনার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সে ব্যাকুল আগ্রহে কহিল, "এরি মধ্যে ক'ল্‌কাতায় ফিরবেন যে, দাদা? কোন দুঃসম্বাদ আছে নাকি?"

"না ভাই, কোন দুঃসম্বাদ নয়। তবে না গেলে ক্ষতি হ'তে পারে,—ম্যানেজার টেলিগ্রাম ক'রেছে; আর তোমারও একবার চাঁদপুরের মহলে যাওয়া নিতান্ত দরকার। কাজেই তল্পী তুল্‌তে হ'ল।"

ইন্দিরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "এই রাত্তিরেই?"

"আহা—না,—না,—কাল সকালের গাড়ীতে।"

অরুণ প্রশ্ন করিল, "কখন টেলিগ্রাম পেলেন?"

"এই সন্ধ্যে বেলা। তুমি দেখই না কেন।" তারখানা তিনি অরুণের হাতে দিলেন।

ইন্দিরা ব্যগ্রভাবে হাত মুখ নাড়িয়া কহিল, "আমার যে এখনও সওদা-পত্তর কিছুই হয়নি গো? না,—না,—যাওয়া হ'তেই পারে না এত অল্প সময়ের মধ্যে—"

"আহা, সেইজন্যেই ত বল্‌ছি কতকটা বাঁধা-সাঁধা আজ সেরে রাখো—"

"তবু সকালের মধ্যে সময় হ'য়ে উঠ্‌বে কি ক'রে? পাঁচটা জিনিষ দেখেশুনে আমার কেনবার আছে।"

হাসিতে হাসিতে তাহার স্বামী বলিলেন, "কাশীর বাজারটা মাথায় ক'রে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া চাই বুঝি?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দিরা যেন আপন মনে কহিল, "ম্যানেজার মুখপোড়া একটু সকাল সকাল তার ক'র্‌তে পারে নি?—

তবু সন্ধ্যে বেলাটা বাজারের সময় পাওয়া যেত।" বিরক্তিতে, কোপে, অভিমানে, ইন্দিরার মুখখানা একটু চঞ্চল হইল।

তাড়াতাড়ি তাহার স্বামী কহিলেন, "তার পেয়েই আমি তোমাদের খোঁজে ঘাটে গিয়েছিলুম। তোমরা আজ ছিলে কোথায়?"

অরুণ কহিল, "গঙ্গায় আজ আমরা বজরায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। তাই ফির্‌তে একটু দেরী হয়।"

ইন্দিরা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর তুমিই বা এত দেরী ক'র্‌লে কেন?"

"ঘাটে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। কেন, তুমি কি বাড়ী ফিরে আবার বাজারে ছুট্‌তে নাকি?"

"রামসিং যেতে পার্‌ত। না হয়, ঠাকুরপোও যেতে পার্‌ত। কি বল ঠাকুরপো?"

অরুণ হাসিতে হাসিতে কহিল, "অগত্যা।"

সহসা মুখখানা গম্ভীর করিয়া ইন্দিরা বলিল, "কিন্তু এদিকে যে ভারি বিপদ! সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পেয়ে তোমরা যাবে কি ক'রে?"

তাহার স্বামী বিপুল বিস্ময়ে মুখখানা হাঁ করিলেন।

অরুণ কহিল, "হ্যাঁ, একটা বিরাট সমস্যাকে আমরা স্বেচ্ছায় ঘরে বহন ক'রে এনেছি, দাদা।"

তৎপরে উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে শান্তার করুণ কাহিনীটি গৃহস্বামীকে নিম্নস্বরে শুনাইয়া দিল। সমস্তটা প্রায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিয়া তিনি কহিলেন, "কোথায় সে অভাগিনী?"

তিনজনেই শান্তার সমীপস্থ হইলেন। লজ্জায় সঙ্কুচিতা তরুণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া একপাশে জড়সড় হইয়া বসিল। গৃহস্বামী কহিলেন, "অতটা সঙ্কোচ কর্‌বার দরকার নেই,—আমাকে তোমার বড় ভায়ের মত মনে ক'রে, ত্নটো কথার জবাব দাও। ক'ল্‌কাতায় তোমার কি কোন আত্মীয় নেই?"

তাঁহার কোমল স্নিগ্ধ স্বরে শান্তা যেন পরম আশ্বাসের আভাস পাইল, তাহার সঙ্কোচ অনেকটা দূর হইল। কম্পিত হস্তে অবগুণ্ঠনটা একটু অপসারিত করিয়া সে জড়িতকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, আমার দাদা আছেন।"

"সেখানকার ঠিকানা নিশ্চয়ই জানো?"

শান্তা সংক্ষেপে নিম্নকণ্ঠে উত্তর করিল, "জানি।"

"দেখো, নিতান্ত জরুরী কাযে কাল সকালেই আমাদের ক'ল্‌কাতা চলে যেতে হচ্ছে! তোমাকে যদি আমরা সেখানে পৌঁছে দি,'—তোমার কোনও আপত্তি আছে কি?"

শান্তার সমস্ত দেহটা একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে আবেগ-চঞ্চল স্বরে সে বলিল, "বাবা উন্মাদ হ'য়ে যাবেন। তাঁর কাছে যাবার কোন উপায় হয় না?"

"এক হ'তে পারে,—পুলিসকে খবর দিয়ে। কিন্তু, তুমি জাননা তাতে ঝঞ্চাট কত। আমাদেরও অপেক্ষার সময় নেই। আর তা' ছাড়া, অতটা ঝঞ্চাটে যেতে আমার নিজেরই আপত্তি আছে—আমারই স্ত্রী আর ভাই পথ থেকে তোমায় নিয়ে এসেছে; পুলিশ অকারণে তাদের বিরক্ত ক'র্‌তে চাইতে পারে।"

শান্তা ব্যস্তভাবে কহিল, "আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

ইন্দিরা ও তাহার সন্তান দুইটির সহিত এক শয্যায় রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাহীনা শান্তা আপনার অশান্ত চিত্তের সহিত নিঃশব্দে কথা কহিতে লাগিল,—ইহাদের সহিত চলিয়া যাইতে তাহার কোন আপত্তিই নাই? এ কথাটা সে মুখ ফুটিয়া কেমন করিয়া বলিল? তাহার স্নেহ-পরায়ণ সন্তান-গত-প্রাণ পিতা যে এতক্ষণ তাহার বিচ্ছেদে নিশ্চয়ই উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। কল্পনার চক্ষে পিতার চির-প্রশান্ত উজ্জ্বল ললাটে দারুণ বেদনার গভীর ছায়া দেখিয়া তাহার মন-প্রাণ ব্যথায় গুমরিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, একলম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া সে বিচ্ছেদ-কাতর হতাশ-দৃষ্টি পিতার সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু, যাইবে কোন্ পথে? ঘর্ম্ম-ক্লেদে তাহার ম্লান মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল। দেহের নিম্ন হইতে শয্যাটি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। শঙ্কায় সে উপাধানটি চাপিয়া ধরিল, তবু চঞ্চল চিত্তের বেগটা কমিল না। পিতার এত সন্নিকটে এই কাশী সহরে বসিয়াই, এখন সে যেন তাঁহার নিকট হইতে কোন্ দূর অপরিচিত দেশে নির্ব্বাসিত! হায়, কোন্ ক্ষমতা-গর্ব্বী রাজার রাজা বিধাতার এই ভীষণ অবিচার? বিদ্রোহী মর্ম্মস্থল হইতে একটা করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস সবেগে বাহির হইয়া আসিয়া যেন একটা প্রতিবাদ জানাইল।

একবার চকিতের জন্য মনে হইল, সে চলিয়াছে কোথায়? কাহার স্নেহ-প্রীতি-মমতার ছায়ায় সে আশ্রয় লইবে? একটা ঈর্ষ্যা-কলুষিত

চির-অবজ্ঞা-ভরা মুখ তাহার মনে পড়িল। আজ তাহারই নিকটে নিষ্ফল করুণা-ভিক্ষা করিতে সে নির্লজ্জভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! আচ্ছা, পিতা কি তাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন না? তিনি কি তাহাকে খুঁজিয়া পাইবেন না? শান্তা নিজের অন্তরকে স্তোক দিল, হয়ত কাল যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি অথবা তাঁহার নিয়োজিত লোকজন তাহার সন্ধান পাইবে।

ঘুম আর কিছুতেই হয় না। দুশ্চিন্তার প্রহারে অভাগিনীর কোমল চিত্ত অস্বাভাবিক মাত্রায় উত্তেজিত। অবশেষে রজনীর কৃষ্ণ আস্তরণখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া বিশ্ব-প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইন্দিরা, অরুণ, অরুণের দাদা, দাসী-চাকর প্রভৃতি সকলেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত; জিনিষপত্র বাঁধিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মধ্যে একবার অরুণকে সঙ্গে লইয়া, ইন্দিরা বাজার হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিল। যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্বে মত্ত হইয়া সকলেই যেন শান্তার অস্তিত্বের কথা কতকটা ভুলিয়া গিয়াছে; তাহার সম্বন্ধে আর কোন নূতন কথা হইল না। তাহার সন্ধানেও কোথা হইতে কেহ আসিল না।

এক প্রহর অতীত হইয়া যাইবার কিছু পরে, কলিকাতাগামী একখানা যাত্রী-গাড়ী কাশীর সেতুর উপর দিয়া হুহুশ্বাসে ছুটিল। গাড়ীখানা যখন সেতুটি প্রায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তখন সজল চোখে শান্তা একটি বিচ্ছেদ-কাতর করুণ নিঃশ্বাস কাশীর বাতাসে রাখিয়া দিল।

গাড়ীখানা তীরবেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিয়াছে। শান্তার মনটাও তাহারই অজ্ঞাতসারে তাহার আশৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত চির-পরিচিত গৃহের দিকে ছুটিল। মায়ের স্নেহ-স্মৃতিভরা সেই গৃহখানি! দুশ্চিন্তার হাত হইতে সে ক্ষণেকের জন্যও যেন অব্যাহতি পাইল।

১৭

কানুর মুণ্ডিত মস্তকের উপর বরফের ব্যাগটি সন্তর্পণে ধরিয়া, তাহারই রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে কাতর ক্লান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া চারু কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হইবে, বিষাদিনী নারীর অঙ্গে কুত্রাপি প্রাণের স্পন্দন নাই, যেন পাষাণ-প্রতিমা। যেন কোন্ দানবীর কুটিল দৃষ্টিতে সে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। শিশু সন্তানের কোমল দেহে ব্যাধি-রাক্ষসীর তাণ্ডব অত্যাচার দর্শনে বুকভরা বিষাদে জর্জ্জরিতা জননী যেন সকল বাক্শক্তি হারাইয়াছে। কিন্তু তাহার চিত্ত একটি জিনিষ হারায় নাই—সেটি মাতৃ-হৃদয়ে প্রাণ-ভরা আকুলতা। হস্তপদ অবসাদে অবশ হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে ব্যাধিভারে প্রপীড়িত প্রাণসম প্রিয় পুত্র। উঃ! কি ভীষণ পরীক্ষা! কাতর মনে নারী নিয়ত প্রার্থনা করিতেছে,—শক্তি দাও দেবতা! একটুখানি শক্তি দাও। একবার করুণা-ভরা চোখে চাহিয়া দেখ। এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত কাতর মিনতি, সবই কি বিফল হইবে? দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া অকাতর সেবা-শুশ্রূষার সঞ্জীবনী-সুধা বর্ষণ করিতে করিতে সে যে নিজের জীবনী-শক্তিকেই হারাইতে বসিয়াছে; সে যাহা অকাতরে দিয়াছে, অবিরত দিতেছে, নিঃশেষে দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার বিনিময়েও কি ঐ ক্ষুদ্র শিশু তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে না?

কাল রাত্রি শেষ হইতে হঠাৎ কানুর অসুখটা একেবারে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার আজ সকালে এবং মধ্যাহ্নে দুইবার আসিয়াছেন, আবার সন্ধ্যার পরও একবার রোগীর অবস্থাটা পরীক্ষা করিতে আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। ঔষধ এবং বিধিব্যবস্থায় অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অমর এবং চারুর আজ আর সারাদিন বিশ্রাম নাই।

সায়াহ্নে রোগীর শয্যার অদূরে বসিয়া অমর গালে একখানি হাত দিয়া নত দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল ভাবিতেছে। একবার সে মুখটা ঈষৎ তুলিয়া খুব ধীর স্বরে বলিল, "একটা সেবা কর্‌বার সঙ্গী আর না দেখ্‌লে নয়।" চারু কথাটা শুনিতে পাইল কি না, কে জানে। কক্ষটি আবার পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে, বাটীর বহিঃদ্বারে একটা মোটর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। অমর নিম্নস্বরে কহিল, "ডাক্তার এল বোধ হয়।" সে সন্তর্পণে কক্ষ ত্যাগ করিয়া, নীচে নামিয়া আসিল।

অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইয়া, তাহার পদদ্বয় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটি সুবেশা মহিলার সহিত শান্তা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। শান্তার এবং তাহার দেখাদেখি তাহার সঙ্গিনীটির অগ্রগতিও মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। অমর অস্ফুট স্বরে কহিল, "শান্ত!—শান্ত?"

শান্তা স্খলিত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, দাদা আমিই।"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে অমর বলিল, "যাও, শান্ত, উপরে গিয়ে দেখগে।" তাহার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া শান্তা সংশয়-দোদুল চিত্তে উপরে উঠিল। অমর ব্যগ্রভাবে বাহিরে আসিল।

বাহিরে বসিবার ঘরে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত সুসজ্জিত যুবক একখানি কেদারায় বসিয়া রহিয়াছে ; শুধু বসিয়া আছে নহে, দিব্য আরামে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া মৃদু গুঞ্জনে গানের সুর ভাঁজিতেছে এবং টেবিলে অঙ্গুলির আঘাতে তাল দিতেছে। দেখিয়া অমরের সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে আশা করিয়াছিল তাহার পিতাকে দেখিতে পাইবে। তা নয় কোথাকার একটা নির্লজ্জ আহাম্মোক আসিয়া জুটিয়াছে। সে একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। একখানা শূন্য ঘরের মোটর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অমর হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। পিতা কোথায় ? তবে এই বেহায়া লোকটাই কি শান্তাদের সঙ্গী ? কোন কথা কহে না কেন ? অমর একটু ফাঁপরে পড়িল।

যুবক অপাঙ্গে তাহার এই সঙ্কটের ভাবটা লক্ষ্য করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সুর ভাঁজিতে লাগিল। মহা বিপদ ! লোকটা যে তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না ! লোকটার ভাবভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব রহিয়াছে যেন সে আপনার ঘরেই বসিয়া আছে। অমর বিস্ময়ে মূক হইয়া গেল, সহসা কোন কথাই কহিতে পারিল না। সে জীবনে এমন বেয়াড়া লোক দেখে নাই।

সহসা যুবকটি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "উঃ ! কি ভীষণ ছারপোকা মশাই, আপনার চেয়ারে ! এগুলোর দিকে একটু নজর দিতে পারেন না।" যুবকটি বহুক্ষণ হইতেই একটা কথা কহিবার সুযোগ মনে মনে খুঁজিতেছিল।

তাহার কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেও, অমর যেন বাক্‌শক্তি

ফিরিয়া পাইল। সে সংক্ষেপে বলিল, "না মশায়, পেরে উঠিনি।"

"আপনি বুঝি বাড়ীতে লোক আসা পছন্দ করেন না?"

কি ঔদ্ধত্য! অমরের ইচ্ছা হইল ঘুসি মারিয়া তাহার মুখখানা ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু লোকটার মুখে এমন একটা সরল শুচিতা আছে যে, তাহার হাত উঠিল না। কিন্তু তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল,—"আপনি?"

যুবকটি অমরের অন্দরের দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মস্তক একটু নীচু করিয়া কহিল, "আমার বৌদিদি আপনারই অন্তঃপুরে—তাই অধীন সদরে অপেক্ষায়।" তাহার ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে অমর হাসিয়া ফেলিল।

হাসিতে হাসিতে অমর কহিল, "আপনার নামটা জান্‌তে পার্‌লে, আমার বেশী কাযে লাগ্‌ত।"

যুবক গম্ভীরভাবে মাথা পুনরায় একটু নীচু করিয়া বলিল, "অধীনের নাম—শ্রীঅরুণ রায়।"

অমর কহিল, "পরিচয়টা আমার কাছে যথেষ্ট হ'ল না।"

যুবক মাথা নাড়িয়া বলিল, "কি ক'র্‌ব বলুন? স্পষ্ট যদি না হয়, আমি না-চার।"

অমর এবার একটু বিরক্তকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, এটা রহস্যের সময় নয়, রহস্য আমার ভাল লাগ্‌ছে না। বাড়ীতে ভারী বিপদ।"

যুবক শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বিপদ?"

অমর ধীর জড়িতস্বরে বলিল, "আমার একমাত্র পুত্রসন্তানের মরণাপন্ন পীড়া।"

অরুণ অমরের হাত ধরিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "মাপ কর্‌বেন, অমরদা, আমাদের সেটা জানা ছিল না।"

অমরদা'! একেবারে একটা সম্পর্ক ধরিয়া আহ্বান! অমর অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল।

"আপনি বিস্মিত হ'চ্ছেন, কেমন ক'রে এ সম্পর্কটা হ'ল? তবে, একটু ব'সে স্থির হয়ে শুনুন।"

অমর যন্ত্র-চালিতের মত বসিল। শান্তার দুর্ব্বিপাক ও কেমন করিয়া সে তাহাদের সঙ্গ লইতে বাধ্য হইয়াছে তাহা অরুণ অমরকে যথাযথ শুনাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজের পরিচয়টা দিল। অমরকে এ কথা বলিবার ভার ইন্দিরা অরুণকে দিয়াছিল এবং চারুকে শুনাইবার ভার সে স্বয়ং লইয়াছিল। সমস্তটা নির্ব্বাক আগ্রহে শুনিয়া, অমর চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কহিল, "এখন বাবাকে এ খববটা দেওয়া যায় কি ক'রে?

"সব কথা লিখে, একখানা চিঠি দিন।"

অমর হতাশভাবে কহিল, "তাঁর ঠিকানা জানিনা।"

অরুণ আর একবার চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল, "আপনাদের সবাই কি সৃষ্টি-ছাড়া?"

অমর প্রথমটা কোন কথা কহিল না. পরে ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা রাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন।"

অরুণ আবার আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "তা' হ'লে এক কায করুন,—খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তাঁকে সম্বোধন ক'রে, আপনার নাম দিয়ে এই কথাটা লিখে দিন—'শান্ত নিরাপদে ফিরে

এসেছে।' সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কায ক'র্‌তে পারেন, তাঁর নামে একখানা চিঠি বাঙ্গালীটোলার পোষ্ট-মাষ্টারের কেয়ারে পাঠিয়ে দিন। এতেও হয়ত কায হ'তে পারে।"

অমর যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। সে টেবিলে করাঘাত করিয়া কহিল, "ঠিক্ ব'লেছেন,—তাই করা যাবে।"

অতঃপর অমর অরুণের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইল।

এ দিকে ইন্দিরাসহ উপরে উঠিয়া শান্তা একটু যেন সংশয়ে ইতস্ততঃ করিল। কি যেন একটা অ-জানা বিষাদের ছায়ায় বাড়ীটা আচ্ছন্ন, একটা দুর্ভেদ্য মৌনতায় যেন মগ্ন। কানুর কোলাহল-মুখর বাড়ী আজ এমন নীরব! শঙ্কা-দোদুল মনে শান্তা বৌদিদির ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাহিরে অন্ধকারে চিত্রার্পিতের মত একবার দাঁড়াইল, সহসা কক্ষে প্রবেশ করিতে তাহার যেন সাহস হইল না। তাহাদের পদশব্দে ডাক্তার আসিয়াছে মনে করিয়া, চারু কক্ষ হইতে নির্গত হইয়া হঠাৎ যেন বিপুল বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। শান্তা শিহরিয়া উঠিল,—বৌদিদির একি করুণ মূর্ত্তি! ননদ-ভাজের বিস্ময়-নির্ব্বাক দৃষ্টি-বিনিময়ে ইন্দিরা বিশেষভাবে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সহসা কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া চারু অশ্রু-রুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুরঝি!—তুমি!—সত্যি সত্যি তুমি এসেছ, ঠাকুরঝি?—বাঁচাও—বাঁচাও—কানুর মাতৃত্বের ভার নিয়ে—তুমি ওকে বাঁচাও—"

চারুর পতনোন্মুখ দেহ-যষ্টিকে ইন্দিরা ব্যগ্রভাবে সযত্নে আপনার আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

শান্তা ত্বরিত পদে কক্ষে ছুটিয়া গেল। চমকিত কানু একদৃষ্টে একবার তাহার মুখপানে চাহিল—অনেকদিন পরে তাহার রোগ-পাণ্ডুর মুখে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল।

১৮

বিয়াল্লিশ দিনে কানুর জ্বর-ত্যাগ হইল। ষাট দিনের দিন ডাক্তার আশ্বাস দিলেন, আর পুনরাক্রমণের ভয় নাই। শিশু অন্ন-পথ্য লাভ করিল। শান্তা ও চারুর আগ্রহে, অমর গৃহদেবতা শিলারূপী নারায়ণকে কুলপুরোহিতের বাড়ী হইতে আবার স্ব-গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

শীতের মলিন সায়াহ্নে ননদ-ভাজে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। তাহাদের মুখে-চোখে ক্লান্তি ও অবসাদের একটা ক্ষীণ ছায়া থাকিলেও, শান্তি ও প্রসন্নতার একটা আলোক-রেখা দেখা দিয়াছে।

চারু কহিল, "তোমার স্নেহ-স্পর্শেই এবার কানুকে ফিরে পেয়েছি, ঠাকুরঝি। তোমার স্নেহ-সঞ্জীবনী পেয়ে আবার সে তার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।"

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তা কহিল, "কিন্তু, একটা অমূল্য জিনিষ আমরা হয়ত চিরদিনের জন্য হারিয়েছি—পিতার স্নেহ!—"

চারু বাধা দিয়া বলিল, "না,—না, ঠাকুরঝি! দেবতার মত তিনি, তুচ্ছ কারণে তাঁর বিনাশ হ'তে পারে না।"

ব্যগ্রভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া অমর কহিল, "বাবার চিঠি পেয়েছি!"

আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হইয়া উভয়েই যুগপৎ প্রশ্ন করিল, "কি—কি লিখেছেন তিনি ?"

অমর তাহাদের সন্নিকটে বসিয়া চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিল—

হরিদ্বার।

ভোলাগিরির আশ্রম।

কল্যাণীয়েষু—

অমরনাথ, তোমার পত্র পাইয়া পরম আশ্বস্ত হইলাম। শান্তা যে নিরাপদে তোমার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সেজন্য শ্রীভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আমার অযোগ্য দুর্ব্বল হস্ত হইতে শান্তাকে উদ্ধার করিয়া তিনি তোমাদের করে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন; বিধিদত্ত এ উপহারকে আশা করি তোমরা অবজ্ঞা করিবে না।

উপরের ঠিকানাটা দেখিয়া তুমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। এবং ততোধিক আশ্চর্য্য হইবে, আমি তোমার প্রেরিত সংবাদ কেমন করিয়া পাইলাম ভাবিয়া। আমার কার্য্য-কলাপের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমাকে দিতেছি।

সেদিন শান্তার বিলম্বে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। শেষে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে ফিরিল না দেখিয়া, উন্মাদের মত একবার কমলার বাড়ীতে গেলাম। সে ব্যক্তিও তখনও ফেরে নাই! তবে কি উভয়ে কোন বিপদে পড়িল?

শঙ্কা-কাতর চিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি তখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়! সেদিন সেই সর্ব্বপ্রথম আমার স্ব-ভবনবাসী দুইটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিলাম। তাঁহাদের মধ্যে

একজন ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি বহুকাল এখানে আছি,—কমলা বিপদে পড়বার মেয়ে নয়।" তারপর তিনি আপনা হইতেই কমলার একটা রহস্যময় ইতিহাস আমায় শুনাইয়া দিলেন। প্রথমটা বিস্ময়ে, পরে ঘৃণায় ও কোপে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।—সে পঙ্গু সমাজের শিরে বিধাতার একটা প্রচণ্ড অভিসম্পাত! আর আমারই ভুলে, তাহারই সঙ্গে শান্তা আজ কোন্ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়াছে! তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "পুলিশে খবর দিন।"

আমি উন্মাদের মত কহিলাম, "যাক্—যাক্—আমার সর্ব্বস্ব যাক্! আর আঁক্‌ড়ে ধরে রাখ্‌বার শক্তি আমার নেই।"

বৃদ্ধদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া নীরব হইলেন।

নিষ্ফল গর্জ্জনে সমস্ত রাত্রিটা অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতের আলোকে মনটা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেন জানিনা, পথে ঘাটে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। শেষে, কি মনে করিয়া একবার কমলার বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীর লোকজন বলিল, "সে একটি যুবকের সঙ্গে এসেছিল! নিজের জিনিষপত্র নিয়ে, ভাড়া চুকিয়ে, কোথায় চলে গেছে। চোখ দুটি ছাড়া সমস্ত মুখখানা কাপড়ে বাঁধা। কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে কাল রাত্রে দুধ গরম ক'র্‌তে গিয়ে, মুখখানা ষ্টোভ্ ফেটে যাওয়াতে পুড়ে গিয়েছে।"

দারুণ সমস্যায় পড়িলাম! অগত্যা পুলিশে একটা ডায়েরী করিলাম। কেন জানিনা, কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারিলাম না। সহজ অবস্থায় কন্যা বাড়ী হইতে গিয়াছে। নোট লিখিয়া থানাদার

অবজ্ঞাভরে কহিল, "সাবালিকা বিধবা মেয়ে স্বেচ্ছায় চলে গেছে,—তার জন্যে এতটা বাড়াবাড়ি কেন?" ঘৃণায় সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

বারাণসী অসহ্য বোধ হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি লোটা ও একখানি কম্বল লইয়া, উপরোক্ত বৃদ্ধদের মধ্যে একজনকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, "চল্লুম, মশায়। এই ভাড়াটা রইল, বাড়ীর মালিককে দেবেন।" বৃদ্ধ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কি ভাবিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলাম, "দেখুন, যদি আমার নামে কোন চিঠি-পত্র আসে, হরিদ্বারে ভোলাগিরির আশ্রমে দয়া ক'রে পাঠিয়ে দেবেন।" ঠিকানাটা পূর্ব্বে কোথায় যেন শুনিয়াছিলাম।

তারপর, পশ্চিমোত্তর ভারতের কত তীর্থ ঘুরিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু কোথাও একদণ্ডের জন্য মনের শান্তি পাইলাম না। সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি। আশ্রমে আসিবার দুইদিন পরেই, আমার নামে শিরোনামা লেখা একটা বড় পুলিন্দা আমার হস্তগত হইল। কাশীর সেই থানার চিঠি! ব্যগ্রভাবে একনিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিলাম। দারোগা ইংরাজীতে যাহা লিখিয়াছে তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ:—

"আপনার কন্যার অন্তর্দ্ধান ব্যাপারে কমলাকে আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সন্দেহ করিয়াছি। সম্প্রতি তদন্তের সুবিধার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ নিতান্ত প্রয়োজন হয়। আপনার বাসাতে গিয়া দেখিলাম যে, বাসায় পুরুষমানুষ সকলেই অনুপস্থিত। একটি বৃদ্ধার নিকট শুনিলাম যে, আপনি কাশীত্যাগ করিয়াছেন, এবং আপনার বর্ত্তমান

ঠিকানা বৃদ্ধার অজ্ঞাত। ডাকঘরে আপনি ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের কোন সংবাদ দিয়া গিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য আমরা বাঙ্গালীটোলার ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ঠিক আপনার নামে একখানা চিঠি কিছুদিন হইতে পোষ্টমাষ্টারের কেয়ারে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। কার্য্যানুরোধে চিঠিখানা আমরা খুলিয়া পড়িয়াছি। চিঠিখানা যে আপনাকেই লেখা সে বিষয়ে আমাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না এবং আর একটি বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম, কমলার অপরাধ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সংশয় রহিল না। সে চিঠিখানা এই সঙ্গে দিলাম।

আপনার বাসায় কোন পুরুষমানুষের সাক্ষাৎ পাইলে আপনার ঠিকানা সম্বন্ধে যা হয় একটা শেষ সিদ্ধান্ত করিব মনে করিয়া, পুনরায় পরদিন সেখানে গেলাম। সেখানে একটি বৃদ্ধের নিকট আপনার বর্ত্তমান ঠিকানা অবগত হইয়াছি।

বহু অনুসন্ধানেও কমলাকে পাওয়া যায় নাই। সে বোধ হয় এতদিনে কাশী ত্যাগ করিয়াছে।”

আকুল আগ্রহে পুলিন্দার ভিতর হইতে একখানি ছোট খাম বাহির করিলাম। সেখানি তোমার চিঠি।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিধাতার চরণে আজ প্রণাম জানাইতেছি; তাঁর অজস্র আশীষ তোমাদের শিরে বর্ষিত হউক। তুমি ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছ;—কিন্তু সংসারে ফিরিয়া যাইতে আমার আর ইচ্ছা নাই। আমার শুভেচ্ছা নিয়ত অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমাদের কল্যাণ-

সাধন করিবে। আশীর্ব্বাদ করি কানুভাই শীঘ্রই নিরাময় হোক, আমার আশীর্ব্বাদ তোমরাও নিও।—ইতি।

চির-কল্যাণকামী
তোমার পিতা।

শান্তার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কোনমতে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

অমর কহিল,—"এই যে আরও লেখা রয়েছে—

"পুনশ্চ—বারাণসীতে সেই বৃদ্ধের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কাশীতে চির-নির্ব্বাসিতা অবস্থাপন্ন ঘরের বাল-বিধবা কমলা জীবনে প্রথম একটা মহাপাপ (?) করিয়াছিল আপনার দেশে;—সে একটি যুবককে ভালবাসিয়াছিল। আমিও একটা ভুল করিয়াছিলাম, আমার সে ভুলের এবার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হোক। অমরনাথ, নিখিলবিশ্বের কি অনন্ত ক্ষুধা! স্নেহ কিম্বা প্রেম—বুভুক্ষু হৃদয়ে সে নিয়ত একটা ভিক্ষা করে। শুষ্ক সংযমে এ ক্ষুধা মিটিবার নহে। কানুর প্রতি বাৎসল্যরসেই অভাগিনী শান্তার সমস্ত চিত্তক্ষুধা শান্ত হোক। তোমার পিতার অনুরোধ—তোমরা তাহাকে বাধা দিও না।"

রুদ্ধ রোদনে শান্তা গুমরিয়া উঠিল।

সে একটু শান্ত হইলে, অমর ধীরে কহিল, "ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে বাবার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে আসি।"

চারু কহিল, "কানুর শরীর একটু সারলে, চলনা কেন সকলে মিলেই যাই।"

সমাপ্ত

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রণীত

কালোপযোগী নূতন উপন্যাস

ঘরের দাবী

নারীত্বের লাঞ্ছনার চিত্র।

বাঙ্গলার অভিশপ্ত ঘরে মনুষ্যত্ব কি ভাবে অপমানিত হইতেছে তাহারই আলেখ্য।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

দাম পাঁচ সিকা

প্রকাশক

এন্, এম্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং

১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।